চালু হল
‘দুরন্ত বার্তা’
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 181 Thursday, 1 June, 2023 ❋ ২৮ বর্ষ, ১৮১ সংখ্যা ❋ ১৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩০, বৃহস্পতিবার, ১ জুন, ২০২৩ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

হাওড়া পুরসভার গেটের বাইরে শিবপুরের বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী মনোজ তিওয়ারির বিরুদ্ধে ব্যানার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল। যদিও পরে সেই ব্যানার দুটি খুলে ফেলা হয়। ওই দুটি ব্যানারে বেশ কয়েকটি অভিযোগ লিখিত আকারে দেওয়া হয়। ...বিস্তারিত পাতা ৩

কোচবিহার থেকে দীর্ঘ দু'মাস ব্যাপী জনসংযোগ যাত্রা শুরু করেছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার জনসংযোগ যাত্রা নিয়ে পূর্ব মেদিনীপুরে পৌঁছেছেন অভিষেক। বুধবারও ছিল একাধিক কর্মসূচি। ...বিস্তারিত পাতা ৫

গরম মানেই প্যাঁচপেচে ঘাম। কি তাই না। সবসময়ই মুখ, হাত, পা ঘামে চিটচিটে হয়ে থাকে। কি ভাবে যে একটু রিফ্রেশ হওয়া যায়, তারই সন্ধানে চলে সকলেই। তৈলাক্ত ত্বক ঘাম আর তেল মিলেমিশে ত্বক আরও তেলতেলে হয়ে যায়। ...বিস্তারিত পাতা ৬

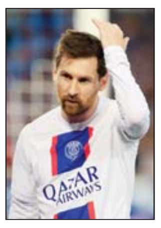

লিওনেল মেসি পিএসজি ছাড়লে তাঁর সম্ভাব্য গন্তব্য কোথায় হতে পারে, এ নিয়ে কানাঘুষার মধ্যে যে কয়টি ক্লাবের নাম এসেছে, তাদের মধ্যে অন্যতম যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকারের দল ইন্টার মায়ামি। ...বিস্তারিত পাতা ৮

‘কালীঘাটের কাকু’র হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাটই এখন ইডির অস্ত্র

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ মেঃ নিয়োগ দুর্নীতিতে গ্রেফতার সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ওরফে কালীঘাটের কাকুর বিষয়ে ইতিমধ্যেই বেশ কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার হাতে উঠে এসেছে। ইডি সূত্রের খবর, তাপস মণ্ডল তদন্তকারীদের জানিয়েছে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতার অপর অভিযুক্ত কুন্তল ঘোষের সঙ্গে কালীঘাটের কাকুর যোগ রয়েছে। ইডি সূত্রের দাবি, তাপস মণ্ডল জানিয়েছিলেন, ২০১৪ সালের টেটের জন্য কুন্তল ৭০ লাখ টাকা দিয়েছিলেন কালীঘাটের কাকুকে। কাকুর নির্দেশেই পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে সরাসরি ১০ লাখ টাকা দিয়েছিলেন কুন্তল, দাবি ইডি সূত্রের। এর পাশাপাশি নিয়োগ দুর্নীতিতে গ্রেফতার মানিক ভট্টাচার্যের সঙ্গেও সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের যোগ রয়েছে বলে ইডি সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে। ইডি সূত্রের দাবি, তদন্তকারী সংস্থার কাছে হোয়াটসঅ্যাপে চ্যাট রয়েছে। অ্যাডমিট কার্ড, মার্কশিট এসব নিয়ে মানিকের সঙ্গে যোগ ছিল কালীঘাটের কাকুর। অথচ ইডি সূত্রে খবর, এখন সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র বলছেন, তিনি এসব কিছুই জানেন না। উল্লেখ্য, যেদিন ইডি কালীঘাটের কাকুর বাড়িতে হানা দিয়েছিল, সেদিন রাহুল বেরা নামে এক সিভিক ভলান্টিয়ারের বাড়িতেও অভিযান চালিয়েছিল। ইডির দাবি, এই রাহুল বেরা হল সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের ঘনিষ্ঠ। সূত্রের খবর, যাবতীয় ইলেকট্রনিক্স ডেটা ডিলিট করার জন্য রাহুল বেরাকে বলেছিলেন কাকু। ইডি সূত্রে জানা যাচ্ছে, মোট চার ধরনের ডেটা ডিলিট করা হয়েছে। ফাইল অ্যাকুইজিশন, ডেটা মোবাইল, সিস্টেম অ্যাকুইজিশন ও ফিজিক্যাল অ্যাকুইজিশন। ইডির বক্তব্য, যে হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট তাঁদের হাতে এসেছে, তা থেকেই মানিক ও কালীঘাটের কাকুর সম্পর্ক প্রমাণিত। কিন্তু এখন সমস্ত কিছু অস্বীকার করছেন সুজয় ভদ্র। এদিকে এদিন আদালতে কালীঘাটের কাকুর আইনজীবী আবার দাবি করেন, এই গ্রেফতারি ও বাড়িতে তল্লাশির বিষয়টিই বেআইনি। ডেটা এক্সটরশন কোনওভাবে গ্রেফতারির কারণ হতে পারে না বলেই দাবি সুজয় ভদ্রর আইনজীবীর।

রাজভবন আর নবান্নের সংঘাত আরও বাড়ছে!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ মেঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনের মুখে রাজ্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ নিয়ে রাজভবন ও নবান্নের মধ্যে সংঘাতের মাত্রা ক্রমশই বাড়ছে। আগস্টের মধ্যে ভোটের ফল প্রকাশ করে বোর্ড গঠন করা না গেলে, মেয়াদ উত্তীর্ণ পঞ্চায়েতে প্রশাসক নিয়োগকে ঘিরে জটিলতা বাড়বে। আশঙ্কায় কমিশন। রাজ্য নির্বাচন কমিশনার পদে নিয়োগের জন্য দু দফায় ২ টি নাম পাঠিয়েছিল নবান্ন। কিন্তু, তাতেও ‘সন্তুষ্ট’ না হয়ে তৃতীয় নাম চেয়ে নবান্নকে নোট পাঠিয়েছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। এই আবহে আজ দিল্লি থেকে কলকাতায় ফিরে নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ প্রশ্নে রাজ্যপাল বলেন, ‘‘সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।’’ এরপরেই, আজ বিকেলে নবান্নে রাজ্যপালের ভূমিকা নিয়ে কড়া মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী মনে করিয়ে দেন, নিয়ম মেনেই রাজ্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের ব্যাপারে রাজ্যপালের কাছে অনুমোদন চেয়ে নাম পাঠিয়েছে রাজ্য সরকার। রাজ্য নির্বাচন কমিশনার পদে নাম নিয়ে রাজ্যপাল যেভাবে তার পছন্দকে নবান্নের ওপর চাপিয়ে দিতে চাইছেন, সে বিষয়ে রাজ্য সরকার যে আর কোন নরম মনোভাব দেখাতে চায় না, সেই বার্তাও দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

কুস্তিগিরদের সমর্থনে মিছিল

মুখ্যমন্ত্রী হাজরা থেকে হাঁটলেন রবীন্দ্র সরোবর পর্যন্ত, সঙ্গে খেলোয়াড়েরা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ মেঃ ভারতীয় কুস্তিগিরদের পাশে দাঁড়ালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার হাজরা মোড় থেকে রবীন্দ্র সরোবর পর্যন্ত হাঁটলেন তিনি। বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন খেলোয়াড়েরা। ছিলেন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসও। বেশ কিছু দিন ধরেই কুস্তি ফেডারেশনের সভাপতি ব্রিজভূষণ সিংহের বিরুদ্ধে যৌন নিগ্রহের অভিযোগ করছেন কুস্তিগিরেরা। তাঁদের পাশে এ বার মমতাও। বুধবার নবান্নে বৈঠক শেষ করে কুস্তিগিরদের সমর্থনে মিছিল করলেন মুখ্যমন্ত্রী। মঙ্গলবার ক্রীড়ামন্ত্রীকে তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন কুস্তিগিরদের সমর্থনে একটি মিছিল আয়োজন করার। সেই মতো বুধবার মিছিল বার হয়। সেখানে যোগ দিয়েছিলেন ক্রিকেটার মনোজ তিওয়ারি। তিনি রাজ্যের ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রীও। ছিলেন প্রাক্তন ফুটবলার দীপেন্দু বিশ্বাস, কৃষ্ণেন্দু রায়, গৌতম সরকার, বিদেশ বসু, প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়রাও। কুস্তি ফেডারেশনের সভাপতি ব্রিজভূষণ বিজেপির সাংসদ। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে দিল্লির যন্তর মন্তরের সামনে ধর্না দিচ্ছিলেন সাক্ষী মালিক, বজরং পুনিয়ার মতো কুস্তিগির। মঙ্গলবার তাঁরা হরিদ্বারের গঙ্গায় নিজেদের পদক ফেলে প্রতিবাদ জানাতে গিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত যদিও কুস্তিগিররা পদক বিসর্জন দেননি। কৃষকরা গিয়ে তাঁদের আটকান। কেন্দ্রীয় সরকারকে পাঁচ দিনের সময় দিয়েছেন কুস্তিগিরেরা। এর মধ্যে কোনও ব্যবস্থা না নিলে কুস্তিগিরেরা আরও বড় আন্দোলন করবেন। ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে দু'টি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে এক নাবালিকা-সহ বেশ কয়েক জন মহিলা কুস্তিগিরকে হেনস্থার অভিযোগ করেছেন বজরং, সাক্ষীরা। ঘটনার তদন্ত করছে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে থাকা দিল্লি পুলিশ। ব্রিজভূষণকে গ্রেফতার করার মতো প্রমাণ তারা পায়নি বলে জানিয়েছে। ব্রিজভূষণের গ্রেফতারির দাবিতে গত ২৩ এপ্রিল থেকে যন্তর মন্তরে ধর্না দিচ্ছেন কুস্তিগিররা। কুস্তিগিরদের সঙ্গে দিল্লিতে দেখা করেছিলেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক প্রিয়ঙ্কা গান্ধি। গিয়েছিলেন কংগ্রেস সাংসদ দীপেন্দ্র হুডা। কুস্তিগিরদের পাশে দাঁড়িয়েছে আম জনতা পার্টিও (আপ)। সিপিএমের পলিটব্যুরো সদস্য বৃন্দা কারাট দেখা করেছিলেন কুস্তিগিরদের সঙ্গে। কিন্তু বজরংরা চান না তাঁদের আন্দোলনে কোনও রাজনৈতিক রং লাগুক। তাঁদের অভিযোগ ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে। তাঁর শাস্তি চান কুস্তিগিররা।

ডিএ নিয়ে ক্ষোভ কমাতে সহজেই পদোন্নতি!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ মেঃ ডিএ নিয়ে ক্ষোভ প্রশমনে এবার সরকারি কর্মচারীদের পদোন্নতির প্রক্রিয়া সহজ করল রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী সরকারি কর্মচারীদের একাংশের সঙ্গে আজ বৈঠক করেন। সেখানে ডব্লিউবিসিএস অফিসারদের সংগঠনের প্রতিনিধি সহ একাধিক সরকারি কর্মচারীদের সংগঠনের প্রতিনিধিরা হাজির ছিলেন। সেই বৈঠকেই এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়। তবে এদিনের বৈঠকে ডিএ-র দাবিতে আন্দোলনরত যৌথ মঞ্চ সহ বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিদের ডাকা হয়নি। নবান্ন সূত্রে খবর, পদোন্নতির সুযোগ বাড়ানোর জন্য সেকশন অফিসার থেকে শুরু করে অ্যাডিশনাল সেক্রেটারির মতো পদের সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে। পাশাপাশি এতদিন ধরে কাজে যোগ দেওয়ার পর ৮, ১৬ ও ২৫ বছর পর প্রমোশন না হলেও সিএএস-এর সুবিধা পেতেন সরকারি কর্মচারীরা। এবার সেই নিয়মে সরলীকরণ করে কাজে যোগ দেওয়ার ৮, ১৫ ও ২৪ বছরের মাথায় সিএএস-এর সুবিধা পাবেন কর্মচারীরা। এর পাশাপাশি, যাঁরা হেলথ স্কিমের আওতায় ছিলেন তাঁদের জন্য ক্যাশলেস চিকিৎসার ঊর্ধ্বসীমা বাড়ানো হলো। এতদিন দেড় লক্ষ টাকা পর্যন্ত ক্যাশলেস চিকিৎসার সুযোগ পেতেন কর্মচারীরা। এবার তা বাড়িয়ে ২ লক্ষ টাকা করার কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি সংখ্যালঘু দফতরের অধীনে এসএসকে ও এমএসকে শিক্ষকদের ৩ শতাংশ করে বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট এবং অবসর নেওয়ার সময় এককালীন তিন লক্ষ টাকা দেওয়ার কথা মুখ্যমন্ত্রী বৈঠকে জানিয়েছেন বলেই নবান্ন সূত্রে খবর।

ফের বাড়ল গরমের ছুটির মেয়াদ, ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ মেঃ শেষ গরমের ছুটি। আগামী সপ্তাহেই খুলে যাচ্ছে সমস্ত স্কুল। একদিন আগে এমনই নির্দেশ এসেছিল স্কুল শিক্ষা দফতরের তরফে। নির্দেশিকায় জানানো হয়েছিল, ৫ জুন থেকে খুলে যাবে সমস্ত মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক স্কুল। ৭ তারিখ থেকে খোলার কথা ছিল প্রাইমারি স্কুলগুলির। এরইমধ্যে ফের রাজ্যে তাপপ্রবাহের সতর্কতার কথা জানাচ্ছে হাওয়া অফিস। নতুন মাসের শুরু থেকেই ফের বাড়তে চলেছে তাপমাত্রা। দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের গণ্ডি পেরিয়ে যেতে পারে বলে মনে করছেন আবহাওয়াবিদরা। এই পরিস্থিতিতে পড়ুয়াদের স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে ফের বাড়ল গরমের ছুটির মেয়াদ। ৫ জুন নয়, আগামী ১৫ জুন খুলতে চলেছে স্কুল। এদিন সাংবাদিক বৈঠকে এ কথা জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রসঙ্গত, সূচি মেনে ২৪ মে থেকে স্কুলগুলিতে ছুটি পড়ার কথা ছিল। কিন্তু, এপ্রিল শুরু থেকেই গোটা রাজ্যে তীব্র গরমের দাপট দেখা গিয়েছে। অনেকেই গরমের ছুটি এগিয়ে আনার পক্ষে সওয়াল করেন। ১৭ এপ্রিল থেকে ২২ এপ্রিল পর্যন্ত প্রথম ছুটিও পড়ে যায়। পরবর্তীতে আরও এক সপ্তাহের কাছাকাছি চলে স্কুল। তারপর ২ মে থেকে পড়ে স্কুলের ছুটি। এদিকে আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস বলছে, ২ জুন থেকে তাপপ্রবাহের সতর্কতা রয়েছে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায়। ২ জুন তাপপ্রবাহের সতর্কবার্তা পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং পশ্চিম বর্ধমানে। ৩ জুন তাপপ্রবাহের সতর্কতা রয়েছে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং নদিয়ায়। তাপপ্রবাহের সতর্কতা রয়েছে মালদা এবং দুই দিনাজপুরে।

নন্দীগ্রাম নিয়ে বড় ঘোষণা অভিষেকের! বৃহস্পতিবার নবজোয়ারে ‘মেগা ডে’

দুরন্ত বার্তা, নন্দীগ্রাম, ৩১ মেঃ আগামিকাল, বৃহস্পতিবার নন্দীগ্রামে ‘মেগা ডে’। কারণ, এই দিনই পায়ে হেঁটে নন্দীগ্রামে পৌঁছবেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দেখা করবেন নন্দীগ্রাম আন্দোলনের শহিদ পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে। শেখ ইসরাফিলের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গেও দেখা করার কথা তাঁর। গত ২৫ এপ্রিল কোচবিহার থেকে শুরু হয়েছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নবজোয়ার কর্মসূচি। তারপর ক্রমে মালদহ, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, পুরুলিয়া হয়ে এখন পূর্ব মেদিনীপুরে পৌঁছেছে অভিষেকের নবজোয়ার যাত্রা। এই যাত্রারই অংশ হিসাবে আগামিকাল, বৃহস্পতিবার ‘নন্দীগ্রাম চলো’র ডাক দিয়েছে তৃণমূল। তৃণমূল সূত্রের খবর, এদিন চণ্ডীপুর থেকে ২০ কিমি পদযাত্রা করে নন্দীগ্রামে পৌঁছবেন অভিষেক। দেখা করবেন নন্দীগ্রাম আন্দোলনের শহিদ পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা তথা বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারীর কনভয়ের ধাক্কায় মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে শেখ ইসরাফিল নামের এক ব্যক্তি। এদিন ইসরাফিলের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গেও দেখা করবেন তিনি। পূর্ব মেদিনীপুর সফরের শুরুতেই শুভেন্দুকে লাগাতার আক্রমণ শানিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অধিকারী গড় কাঁথিতে রাত্রিবাস করেছেন।

আর পটাশপুরের সভা থেকে তোপ দেগেছেন নন্দীগ্রামের বিধানসভা ভোটের ফল নিয়ে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখ করেন, ‘‘গরম উপেক্ষা করে দু'ধারে রাস্তায় কাতারে কাতারে লোক। সভার চেয়ে ১০ গুণ বেশি লোক রাস্তার পাশে। এই মাটি বারে বারে দেশকে পথ দেখিয়েছে। দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে এখানে সমান্তরাল সরকার চালিয়েছিল সতীশ সামন্ত। নন্দীগ্রাম, নেতাইয়ের মাটি। এই মাটি বশ্যতা স্বীকার করে না। এই মাটি মেরুদণ্ড বিক্রি করে রাজনীতি করে না।..একজন নিজের পিঠ বাঁচাতে বিজেপিতে গেছে বলে লোকে ভেবেছিল দল ভেঙে গেছে। আর বাস্তবে দেখা গেল ৩৫ আসনের মধ্যে ২৪ আসন জিতল তৃণমূল।’’

ব্রিজভূষণকে গ্রেফতারের প্রমাণ পায়নি দিল্লি পুলিশ

নয়াদিল্লি, ৩১ মেঃ বিক্ষোভরত কুস্তিগীরদের প্রধান দাবি, কুস্তি ফেডারেশনের প্রধান ব্রিজভূষণ শরণ সিং-এর গ্রেফতারি। কিন্তু, এখনও তাদের হাতে তাঁকে গ্রেফতার করার মতো উপযুক্ত কোনও প্রমাণ নেই বলে, জানাল দিল্লি পুলিশ। বুধবার, সংবাদ সংস্থা এএনআই-এর পক্ষ থেকে দিল্লি পুলিশের এক সূত্রকে উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে, এখনও পর্যন্ত আমরা ব্রিজভূষণ শরণ সিং-এর বিরুদ্ধে এমন কোনও প্রমাণ পাইনি যে তাঁকে গ্রেফতার করা যেতে পারে। ১৫ দিনের মধ্যে আমরা আদালতে তদন্ত রিপোর্ট পেশ করব। সেটা প্রাথমিক চার্জশিট হতে পারে, অথবা চূড়ান্ত রিপোর্টও হতে পারে। কুস্তিগীরদের দাবি প্রমাণ করার মতো কোনও প্রমাণ্য নথি নেই।

মদন মিত্রের তোপের পরেই পদক্ষেপ! চিকিৎসকদের জন্য নির্দেশ নবান্নের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ মেঃ সরকারি হাসপাতাল ঘিরে প্রায়শই একাধিক অভিযোগ ওঠে রোগী অথবা রোগীর পরিবারের তরফে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, সেই অভিযোগের তীব্রতা বাড়ে রাতের দিকে। কখনও চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ, তো কখনও পর্যাপ্ত বেড না থাকার অভিযোগ। এর মাঝে রাতের বেলায় হাসপাতালগুলিতে স্টাফের সংখ্যা সকালের তুলনায় কম থাকা নিয়েও পরিষেবা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। সম্প্রতি, তেমনই অভিযোগ তুলতে দেখা গিয়েছিল শাসকশিবিরের এক বিধায়কেও। সম্প্রতি, মদন মিত্র এসএসকেএম হাসপাতালের বিরুদ্ধে একরাশ অভিযোগ তুলেছিলেন। যা নিয়ে বেশ জলঘোলাও হয়। তবে এসবের মাঝেই রাজ্যের মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালগুলির সঙ্গে বৈঠক করেন স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম। সেই বৈঠকে তিনি নির্দেশ দেন, এবার থেকে রাতে কোন কোন চিকিৎসক ডিউটি রয়েছেন, তার তালিকা পাঠাতে হবে নবান্নে। তালিকায় থাকবে তাঁদের নাম, পদাধিকার ও মোবাইল নম্বর। সূত্রের খবর অনুযায়ী, দিন কয়েক আগে মেডিক্যাল কলেজগুলির কর্তাদের রাতের পরিষেবা নিয়ে ব্যাপক ভর্ৎসনা করেন রাজ্যের স্বাস্থ্য সচিব। তারপর হঠাৎ একদিন রাতে ফোন করে খোঁজ নেন সচিব নিজে। তখনই সিদ্ধান্ত হয়ে যায়, নাইট রোস্টার এবার থেকে সরকারের কাছে পাঠাতে হবে। সূত্রের খবর, সেইমতো

রোজ দুপুরের মধ্যে রাতের ডিউটির চিকিৎসকদের রোস্টারের এক্সেল ফাইল পাঠানো শুরু করেছে মেডিক্যাল কলেজগুলি। কলকাতার এক বড় মেডিক্যাল কলেজের এক পদস্থ কর্তা বলেন, ‘‘ইমার্জেন্সি মেডিসিন, সার্জারি, গাইনি, অর্থো ও শিশু প্রভৃতি বিভাগের নাইটের চিকিৎসকদের তালিকা চাওয়া হয়েছে। এছাড়া, যেসব মেডিক্যাল কলেজে ট্রমা সেন্টার আছে, অর্থাৎ, আরজিকর এবং এসএসকেএম হাসপাতাল সেখানকার রাতের চিকিৎসকদের নাম, ফোন নম্বরও চাওয়া হয়েছে। নাইট উডিটিতে একজন সহকারী সুপার ও একজন ডেপুটি নার্সিং সুপারের থাকাও বাধ্যতামূলক। গোটা ব্যবস্থাপনাটির দিকে লক্ষ্য রাখতে বলা হয়েছে অ্যাডিশনাল সুপারদের।’’

এই শিক্ষাবর্ষ থেকেই রাজ্যে শুরু ৪ বছরের স্নাতক কোর্স

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ মেঃ অবশেষে সমস্ত জল্পনার অবসান। চলতি শিক্ষা বর্ষ থেকেই চার বছরের স্নাতক প্রক্রিয়া শুরু করার সিদ্ধান্ত নিল রাজ্যের। সেই মতোই হবে ভর্তি প্রক্রিয়া। ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষ থেকেই এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে চলেছে উচ্চ শিক্ষা দফতর। এর পাশাপাশি, কেন্দ্রীয়ভাবে অনলাইনে ভর্তি প্রক্রিয়া থেকেও পিছিয়ে এল রাজ্য। এবছরে কেন্দ্রীয়ভাবে অনলাইনে ভর্তির প্রক্রিয়া নয়। গত বছরের মতোই ভর্তি প্রক্রিয়া শিক্ষা হবে প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক। তবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি অনলাইনেই ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে। এমনই নির্দেশিকা জারি হচ্ছে উচ্চশিক্ষা দফতরের তরফে। আগে অবশ্য কেন্দ্রীয়ভাবে অনলাইনে ভর্তি প্রক্রিয়ার কথা জানিয়েছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। এদিন উচ্চশিক্ষা দফতরের বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, কমিটির সুপারিশ মেনেই স্নাতক স্তরে চার বছরের পাঠক্রম চালুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ৪ বছরের ডিগ্রি কোর্স চালু না করলে আমাদের ৭ লক্ষ ছাত্রছাত্রীরা সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় অংশই নিতে পারতো না। এক্ষেত্রে তাদের বাইরের রাজ্যে গিয়ে পড়ার প্রবণতা বড়ে যেতো। যারা আর্থিক ভাবে অস্বচ্ছল, তারা বিপদে পড়তো। এই সমস্ত কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের উচ্চশিক্ষায় কী পাঠক্রম হবে? কেন্দ্রীয় শিক্ষানীতি মেনে স্নাতকের চার বছরের পাঠক্রম হবে নাকি তিন বছরের? গোটা বিষয়টি নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসার আগে রাজ্য তৈরি করেছিল ৬ সদস্যের বিশেষজ্ঞ কমিটি। বিশেষজ্ঞ কমিটির চেয়ারম্যান করা হয়েছিল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সুরঞ্জন দাসকে। বিশেষজ্ঞ কমিটিতে বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দেবনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য

ওমপ্রকাশ মিশ্র, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নির্মাল্যনারায়ণ চক্রবর্তী ছিলেন। উচ্চ শিক্ষা সংসদের ভাইস চেয়ারম্যান কৌশিকী দাশগুপ্ত ও উচ্চশিক্ষা সংসদের যুগ্ম সচিব মৌমিতা ভট্টাচার্য এই কমিটির আহ্বায়ক হিসেবে কাজ করছিলেন। উচ্চশিক্ষা দফতরের তরফে এই কমিটিকে চার সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছিল। রাজ্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বিশেষত রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে কীভাবে নতুন পাঠক্রম ও রূপরেখা তৈরি করা যায়, তারই দায়িত্ব দেওয়া হয় এই ছয় সদস্যের কমিটিকে। এর পাশাপাশি চার বছর ধরে স্নাতকের পাঠক্রম চালু করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পরিকাঠামো সমানভাবে রয়েছে নাকি তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছিল। প্রসঙ্গত, রাজ্যে একাধিক নয়া বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। সেই বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে কীভাবে ৪ বছরে স্নাতকের পাঠক্রম চালু করা যেতে পারে, তা নিয়েও আলোচনা চাইছিলেন উচ্চশিক্ষা দফতরের আধিকারিকরা। যদিও সম্প্রতি মুখ্য সচিবের নেতৃত্বে একটি বৈঠকে উপস্থিত থেকে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য জানিয়েছিলেন, জাতীয় শিক্ষানীতির বিভিন্ন সুপারিশ উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে কার্যকর করা না গেলে আগামিদিনে রাজ্যে ছাত্রছাত্রীরা সমস্যায় পড়তে পারে। যদিও গত ১৭ মার্চ উচ্চ শিক্ষা দফতরের তরফে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় রেজিস্টারকে চিঠি পাঠিয়ে ইউজিসি-র দেওয়া চিঠি যুক্ত করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। নয়া জাতীয় শিক্ষানীতি অনুযায়ী, দেশের বাকি রাজ্যে স্নাতক স্তরের পড়াশোনা ৩ বছর থেকে বাড়িয়ে চার বছর করা হয়েছে। বদল আনা হয়েছে আরও নানা ক্ষেত্রেও। এতদিন এই শিক্ষানীতিকে তুঘলকি বলে সমালোচনা করতে দেখা গিয়েছিল রাজ্য সরকারকে। এই বিবৃতি প্রকাশের পরে অবশ্য জানানো হয়েছে, কেন্দ্রীয় শিক্ষানীতিকে সম্পূর্ণভাবে মেনে নেয়নি রাজ্য। বদলে, রাজ্য সরকার একটি সম্পূর্ণ পৃথক স্টেট এডুকেশন পলিসি তৈরি করেছে, যেখানে সমস্ত ‘বেস্ট প্র্যাকটিসেস’ বা ভাল ব্যবস্থাগুলিকে নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই ইউজিসি-র নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে। ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষ থেকেই নয়া নিয়ম কার্যকর করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল রাজ্যের তরফে। শিক্ষা দফতর সূত্রে জানা যায়, জাতীয় শিক্ষানীতির একাধিক নিয়ম মানতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে। মূলত, নতুন জাতীয় শিক্ষানীতির ক্রেডিট বেসড সিস্টেম প্রয়োগের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে নির্দেশ দেয় রাজ্য শিক্ষা দফতর।

পিএফআই-এর বিরুদ্ধে ফের বড়সড় অভিযানে এনআইএ, কর্ণাটক-সহ ৩ রাজ্যের ২৫টি ঠিকানায় তল্লাশি

নয়াদিল্লি, ৩১ মে ঃ নিষিদ্ধ সংগঠন পপুলার ফ্রন্ট অফ ইন্ডিয়া (পিএফআই)-র বিরুদ্ধে আবারও বড়সড় অভিযানে নামল জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)। বুধবার সকাল থেকে দেশের তিনটি রাজ্যের প্রায় ২৫টি ঠিকানায় তল্লাশি চালাচ্ছেন এনআইএ-এর তদন্তকারী অফিসাররা। পপুলার ফ্রন্ট অফ ইন্ডিয়া ফুলওয়ারিশরিফ মামলায় কর্ণাটক, কেরল ও বিহারের প্রায় ২৫টি ঠিকানায় তল্লাশি অভিযান চলছে।এনআইএ সূত্রের খবর, পপুলার ফ্রন্ট অফ ইন্ডিয়া ফুলওয়ারিশরিফ মামলায় কর্ণাটক, কেরল ও বিহারের প্রায় ২৫টি ঠিকানায় তল্লাশি অভিযান চালানো হচ্ছে। বিহারের কাটিহার জেলায় এদিন সকালে তল্লাশি অভিযান এনআইএ গোয়েন্দারা। সবমিলিয়ে প্রায় ২৫টি ঠিকানায় চলছে তল্লাশি অভিযান।

দিল্লি ও এনসিআর অঞ্চলে আবারও স্বস্তির বৃষ্টি!

নয়াদিল্লি, ৩১ মে ঃ স্বস্তির বৃষ্টি হয়েই চলেছে রাজধানী দিল্লিতে। বুধবারও দিল্লি-এনসিআর অঞ্চলে হয়েছে স্বস্তির বৃষ্টি! ফের আবহাওয়া বদলে গিয়েছে রাজধানী দিল্লিতে। বুধবার ভোর থেকেই আবহাওয়া পাল্টে যায় রাজধানী দিল্লিতে, প্রবল বৃষ্টিতে ভিজেছে দিল্লি ও এনসিআর অঞ্চল। বৃষ্টির পাশাপাশি প্রবল বেগে হাওয়া বইতে থাকে। বৃষ্টির দরুণ দিল্লির তাপমাত্রা এদিন অনেকটাই কমেছে।দিল্লির যন্তর মন্তর এলাকা, সংসদ মার্গ, শান্তিপথ, চাণক্যপুরী

হরিদ্বারে ২০ মিটার গভীর খাদে পড়ল যাত্রীবোঝাই বাস, ১০ মাসের শিশু-সহ মৃত্যু দু'জনের

হরিদ্বার, ৩১ মে ঃ উত্তরাখণ্ডের হরিদ্বারে ২০ মিটার গভীর খাদে পড়ে গেল যাত্রীবোঝাই একটি বাস। দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসে কমপক্ষে ৪১ জন যাত্রী ছিলেন। এই দুর্ঘটনায় ১০ মাসের শিশু ও বাসের কন্ডাক্টরের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে হরিদ্বারের চণ্ডী চকের কাছে। পুলিশ জানিয়েছে, হরিদ্বারের চণ্ডী চক থেকে ২০০ মিটার আগে নজিবাবাদের দিকে একটি রোডওয়েজ বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ২০ মিটার নীচে খাদে পড়ে যায়।দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসে ৪১ জন যাত্রী ছিলেন। দুর্ঘটনায় বাসের কন্ডাক্টর ও ১০ মাস বয়সী একটি শিশুর মৃত্যু হয়েছে। চারজন গুরুতর আহত হয়েছেন, যাদের এইমস ঋষিকেশে রেফার করা হয়েছে। দুর্ঘটনার পরই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ, এসডিআরএফ ও দমকল। আহতদের মধ্যে কয়েকজনের আঘাত গুরুতর বলে জানা গিয়েছে। অন্যদিকে, ঋষিকেশ-শ্রীনগর সড়কের ওপর গুলারের কাছে একটি গাড়ি ও ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। দুর্ঘটনায় গাড়িতে থাকা ১০ জনের মধ্যে ৮ জন আহত হয়েছেন। ঘটনাস্থলেই দু'জনের মৃত্যু হয়। আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ট্রাক চালকও আহত হয়েছেন, যাকে এইমস-এ পাঠানো হয়েছে।

নাইট রাইডার্সের রিঙ্কু এখন আলিগড়ের হিরো

কলকাতা, ৩১ মে ঃ নাইট রাইডার্সের রিঙ্কু এখন আলিগড়ের হিরো। দু'সপ্তাহ হল রিঙ্কু আলিগড়ে ফিরেছেন। আলীগড় পৌছানোর পর তাঁর একাডেমির ছোট ছোট ক্রিকেটাররা তৈরি ছিল গুরুকে সম্বর্ধনা দেওয়ার জন্য। তাদের সেই উচ্ছ্বাস ছিল দেখার মতো। রিঙ্কু একাডেমির ছোট ছোট শিক্ষার্থীদের মাঝে সময় কাটানোর পাশাপাশি সময় কাটিয়েছেন মা-বাবার সঙ্গেও। এরপর চলে গিয়েছেন তার মহুয়াখেরা ক্রিকেট গ্রাউন্ডে, যেখানে রয়েছে তাঁর ক্রিকেট অ্যাকাডেমি। সেখানে গিয়ে হোস্টেল তৈরির কাজ যেমন দেখাশুনা করেছেন তেমনি একাডেমি ছোট ছোট ছেলেদের প্রশিক্ষণও দিয়েছেন। তাঁকে দেখে একাডেমির খুদে ছেলেরা দারুন উৎসাহিত ছিল। কেউ নিতে চায় সেলফি, কেউ অটোগ্রাফ। অনেকেই রিঙ্কুর পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে চাইল। এর পাশাপাশি রিংকু চালিয়েছেন তাঁর অনুশীলনটাও। এইসবের মাঝে রিঙ্কু অভাবী পরিবারের শিশুদের ক্রিকেট শেখানোর ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন এবং সর্বাত্মক সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, দেশের জন্য আলিগড় থেকে ক্রিকেটার তুলে আনার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবেন।

অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী মোদীজিকে 'বস' বলেছেন, তা রাহুল গান্ধীর হজম হচ্ছে নাঃঅনুরাগ ঠাকুর

নয়াদিল্লি, ৩১ মে ঃবিদেশের মাটিতে আবারও ভারত সরকারের সমালোচনা করেছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। আর তা নিয়ে রাহুল গান্ধীর তীব্র সমালোচনা করেছেন বিজেপি নেতা ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর। বুধবার রাহুল গান্ধীর তীব্র সমালোচনা করে অনুরাগ সিং ঠাকুর বলেছেন, অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী মোদীজিকে 'বস' বলেছেন, তা রাহুল গান্ধীর হজম হচ্ছে না।আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ার সান্তা ক্রুজে ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়ার একটি ইভেন্টে রাহুল গান্ধী বলেছেন, বিজেপি মানুষকে ভয় দেখাচ্ছে ও সরকারি সংস্থার অপব্যবহার করছে। রাহুল আরও নানা ধরনের অভিযোগ করেছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সমালোচনা করেছেন। এরই প্রেক্ষিতে অনুরাগ সিং ঠাকুর বলেছেন, বিদেশ সফরের সময় রাহুল গান্ধী ভারতকে অপমান করেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী বিশ্বের প্রায় ২৪ জন প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করেছেন এবং সম্প্রতি তাঁর বিদেশ সফরের সময় ৫০টিরও বেশি বৈঠক করেছেন এবং অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী যখন বলেছিলেন 'প্রধানমন্ত্রী মোদীই বস', রাহুল গান্ধী এটি হজম করতে পারেননি।

১-৬ জুন দক্ষিণ আফ্রিকা ও নামিবিয়া সফরে যাচ্ছেন এস জয়শঙ্কর, ঠাসা কর্মসূচি বিদেশমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৩১ মে ঃ আগামী ১-৬ জুন দক্ষিণ আফ্রিকা ও নামিবিয়া সফরে যাচ্ছেন বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর। সফরের প্রথমার্ধে ১-৩ জুন দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকবেন তিনি, সফরের শেষ পর্যায়ে তিনি ৪-৬ জুন থাকবেন নামিবিয়াতে। বুধবার সকালে বিদেশমন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর ১-৬ জুন পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকা ও নামিবিয়া সফরে যাবেন। কেপটাউনে আয়োজিত ব্রিকস বিদেশমন্ত্রীর বৈঠকে অংশ নিতে তিনি ১ থেকে ৩ জুন দক্ষিণ আফ্রিকা সফর করবেন তিনি। বৈঠকে যোগ দেওয়ার পাশাপাশি তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার সমকক্ষ নালেদি পান্ডোরের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাত করবেন এবং অন্যান্য ব্রিকস বিদেশমন্ত্রী এবং অন্যান্য দেশের 'ফ্রেন্ডস অফ ব্রিকস' মন্ত্রীদের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। তিনি কেপটাউনে প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গেও মতবিনিময় করবেন। বিদেশমন্ত্রকের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়েছে, এরপর ৪-৬ জুন পর্যন্ত নামিবিয়া সফরে যাবেন বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর। নামিবিয়া প্রজাতন্ত্রে এটি হবে ভারতের কোনও বিদেশমন্ত্রীর প্রথম সফর। সফরকালে সে দেশের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে সাক্ষা করবেন জয়শঙ্কর এবং সরকারের অন্যান্য মন্ত্রীদের সঙ্গেও বৈঠক করবেন। নামিবিয়ার উপ-প্রধানমন্ত্রী বিদেশমন্ত্রী, নেতুম্বো নন্দি-এনদাইতওয়াহ-এর সঙ্গে যৌথ কমিশন সভার উদ্বোধনী অধিবেশনের সহ-সভাপতিত্ব করবেন জয়শঙ্কর। তিনি নামিবিয়ায় অবস্থিত প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গেও মতবিনিময় করবেন।

শূন্য হল একগুচ্ছ উপাচার্যের আসন, ঘনীভূত হচ্ছে উচ্চশিক্ষার অনিশ্চয়তা

কলকাতা, ৩১ মে ঃ শনিবার ছয় বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যর আসন খালি হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ, সোমবার থেকে এই প্রতিষ্ঠাগুলো হয়ে উঠেছে মুণ্ডহীন। বুধবার খালি হয়ে গেল আরও কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যর আসন। সব মিলিয়ে ঘনীভূত হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের উচ্চশিক্ষার অনিশ্চয়তা। প্রায় আ।াই মাস ধরে দক্ষিণ দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যর আসন খালি। মাস দে। ধরে খালি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যর আসন। অস্থায়ী উপাচার্যও নেই এই দুই প্রতিষ্ঠানে। বিকাশ ভবন অর্থা রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দফতর থেকে বারবার এই দুই আসন পূর্ণ করার জন্য লিখিত আর্জি গিয়েছে রাজভবনে, রাজ্যের সরকারি নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে আচার্য তথা রাজ্যপালের কাছে। কিন্তু কাজ হয়নি। এই পরিস্থিতিতে বুধবার ফুরোলো আরও ছয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী উপাচার্যর কার্যকালের মেয়াদ।বুধবার ফুরোলো যাদবপুর, বিএড, বাঁকু।া, মালদার গৌরবঙ্গ, কৃষ্ণনগরের কন্যাশ্রী ও কোচবিহারের পঞ্চানন বর্মা প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী উপাচার্যর কার্যকালের মেয়াদ। এর পর ৮ জুন নাগাদ ফুরোচ্ছে সিঙ্গুরের রানি রাসমনি, উত্তর ২৪ পরগণার গাইঘাটায় হরিচাঁদ গুরুচাঁদ, পশ্চিম মেদিনীপুরে বিদ্যাসাগর, ঝাড়গ্রামের সিধো কানহ ডহর, তমলুকের মহাত্মা গান্ধী বিশ্ববিদ্যালয়, বোলপুরের বিশ্ববাংলা, দার্জিলিং-প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী উপাচার্যর কার্যকালের মেয়াদ। অর্থাৎ, এক কথায় অতি দ্রুততার সঙ্গে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ না করা গেলে উল্লেখিত প্রায় প্রতিটি প্রতিষ্ঠানেই পঠনপাঠন ডকে উঠবে।প্রবীন নানা শিক্ষাবিদের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, কোনও রাজ্যে একসঙ্গে এতগুলো মুণ্ডহীন বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা কারও জানা নেই। নতুন শিক্ষাবর্ষ সবে শুরু হয়েছে। এ সময়ে সব মিলিয়ে এই অনিশ্চয়তা রাজ্যের উচ্চশিক্ষাব্যবস্থায় গভীর প্রশ্নবোধক চিহ্ন এঁকে দিয়েছে। যার মাশুল গুনতে হচ্ছে বা হবে পড়ুয়া, গবেষক, শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী- সবার ওপরেই।শনিবার যাঁদের মেয়াদ ফুরিয়েছে, তাঁরা (বন্ধনীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম) হলেন অধ্যাপক ডঃ মানস সান্যাল (কল্যাণী), অধ্যাপক ডঃ নিমাই সাহা (বর্ধমান), অধ্যাপক ডঃ দীপক কর (সিধো কনহ ডহর), অধ্যাপক ডঃ মহুয়া দাস (বারাসত রাষ্ট্রীয়), অধ্যাপক ডঃ অনুরাধা মুখোপাধ্যায় (সংস্কৃত) ও অধ্যাপক ডঃ সাধন চক্রবর্তী (কাজী নজরুল, আসানসোল)। এর মধ্যে শেষোক্ত ব্যক্তির আসন নিয়ে সম্প্রতি আইনি জটিলতা শুরু হয়েছিল। সাধনবাবুর সঙ্গে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রারের বিরোধ চলছে দীর্ঘদিন ধরে। অচল হয়ে আছে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু কাজ। রাজ্যের উচ্চশিক্ষার অন্দরের বিশদ খবর যাঁরা রাখেন, তাঁদের বক্তব্য অদূর ভবিষ্যতেউল্লেখিত নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী তো দূরের কথা, অস্থায়ী উপাচার্যও নিয়োগ করা খুব সমস্যার। কারণ, স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ করতে গেলে সন্ধান কমিটি তৈরির পর যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে করতে হবে, সেটা কিছুটা সময়সাপেক্ষ। আর অস্থায়ী উপাচার্য কে নিয়োগ করবেন,রাজ্য না রাজ্যপাল, তা নিয়ে বিরোধ এই মুহূর্তে তুঙ্গে।গত বছর সুপ্রিম কোর্টের রায়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যর অপসারণের সময় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং প্রাক্তন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর- দুজনই রাজ্যের প্রায় প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বেআইনিভাবে উপাচার্য নিয়োগের প্রকাশ্য অভিযোগ আনেন। রাজ্য তা উপেক্ষা করলেও বিষয়টি হাইকোর্টে গ।ায়। প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের রায় রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধেই যায়। যদিও তার প্রাক্কালে সবে এ রাজ্যে রাজ্যপালের দায়িত্ব নিয়েছিলেন সিভি আনন্দ বসু। গোড়ায় তাঁর সঙ্গে রাজ্যের মধুচন্দিমা পর্ব চলছিল। সেই সুবাদে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েক দফায় তিন মাসের জন্য অস্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ করা হয়। একে একে তাঁদেরই কার্যকালের মেয়াদ শেষ হচ্ছে। রাজ্য-রাজ্যপালের মধুচন্দিমা পর্ব এখন নিছকই অতীত। যৌথ আলোচনার ভিত্তিতে অস্থায়ী উপাচার্য নিয়োগের বাতাবরণ একেবারেই নেই। তাহলে মুণ্ডহীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ধরে মুণ্ড কে, কবে, কীভাবে লাগাবেন? একমাত্র সময়ই এর উত্তর দিতে পারবে।

১৪ মাসে তৃতীয়বার পঞ্জাবে মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ, মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন গুরমিত ও বলকার

চণ্ডীগড়, ৩১ মে ঃ বিগত ১৪ মাসের মধ্যে এই নিয়ে তৃতীয়বার পঞ্জাবে মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ হল। পঞ্জাব মন্ত্রিসভায় বুধবার দু'জন নতুন মন্ত্রী অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। এর ফলে মুখ্যমন্ত্রী-সহ মন্ত্রিসভায় সদস্য সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো ১৬।চণ্ডীগড়ের রাজ ভবনে একটি অনুষ্ঠানে গুরমিত সিং খুদিয়ান ও বলকার সিংকে শপথ বাক্য পাঠ করান রাজ্যপাল বানওয়ারী লাল পুরোহিত। মুখ্যমন্ত্রী ভাগওয়ান্ত মান এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এদিন মন্ত্রিসভার রদবদলও মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারা কার্যকর করা হয়েছে, যেখানে কুলদীপ সিং ধালিওয়ালকে কৃষি এবং গ্রামীণ উন্নয়নের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ দফতর থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। সদ্য শপথ নেওয়া মন্ত্রী গুরমিত সিং খুদিয়ানকে কৃষি দফতর ও গ্রামীণ উন্নয়ন দফতর দেওয়া হয়েছে পরিবহন মন্ত্রী লালজি সিং ভুলারকে।

ওটিটি-তে আসছে 'দ্য কেরালা স্টোরি', আর আটকাতে পারবেন না, দাবি সুদীপ্তর

কলকাতা, ৩১ মে ঃ বিতর্কিত ছবি 'দ্য কেরালা স্টোরি' এ বার 'ওভার দ্য টপ' (ওটিটি) প্ল্যাটফর্মে দেখা যাবে। বুধবার সংবাদমাধ্যমে এ কথা জানিয়েছেন ছবিটির পরিচালক সুদীপ্ত সেন। পাশাপাশিই বলেছেন, 'দিদি (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) আর আটকাতে পারবেন না!''এই সূত্রেই ছবিটির নিষিদ্ধকরণ নিয়ে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতাকে বিঁধেছেন সুদীপ্তবাবু। বলেছেন, 'ওটিটিতে চলে এলে নিষেধাজ্ঞা আর কী কাজে লাগবে! সরকারেরও তো লোকসান হল। ছবি দেখালে যত টিকিট বিক্রি হত, তার ৯ শতাংশ ট্যাক্স পেত সরকার। ইগোর লড়াই করে একটা সামান্য বিষয়ে জলঘোলা করা হল।''গত ৮ মে রাজ্যে 'কেরালা স্টোরি' ছবিটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে যান ছবির নির্মাতারা। শীর্ষ আদালত রাজ্যের নিষেধাজ্ঞায় স্থগিতাদেশ দেয়। কিন্তু তা-ও রাজ্যের সর্বত্র ছবিটি চলতে দেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ ছবির কলা কুশলীদের। উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁর একটি প্রেক্ষাগৃহে ছবিটি চলছিল। কিন্তু সেখান থেকেও ছবিটি তুলে নেওয়া হয়েছে। এ বার সেই ছবি আসতে চলেছে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে। ছবির পরিচালক সুদীপ্ত সেন বুধবার জানিয়েছেন, এক মাসের মধ্যেই ওটিটি প্ল্যাটফর্মে চলে আসবে 'কেরালা স্টোরি'।পরিচালক বলছেন, 'আসবে। কথাবার্তা চলছে। তবে ওটিটির বিস্তৃতি খুব কম। ওটিটি এখনও খুবই শহুরে একটা ব্যাপার। এই ছবিটি ছোট এলাকাগুলিতে

জাতির উদ্দ্যেশে উৎসর্গ করলেন নতুন রেল বৈদ্যুতিকরণ প্রকল্প

নয়াদিল্লি,৩১মেঃভিডিও কনফারেন্সের মঞ্চে আসামের প্রথম সম্প্রতি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনটির যাত্রা সঙ্কেত দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই ট্রেনটি চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আসামের গুয়াহাটির সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের নিউ জলপাইগু।রি এক দ্রুত রেল সংযোগের সূচনা হল। বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের মাধ্যমে মাত্র ৫ ঘন্টা ৩০ মিনিটের মধ্যেই গুয়াহাটি থেকে নিউ জলপাইগুড়ি পৌঁছনো যাবে।এই উপলক্ষে আয়োজিত এক সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে আজ হল একটি বিশেষ দিন। কারণ, বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েকটি রেল উন্নয়ন প্রকল্পেরও সম্প্রতি সূচনা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি ১৮২ রুট কিলোমিটারব্যাপী নতুন রেল বৈদ্যুতিকরণ প্রকল্পও জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করেন এবং উদ্বোধন করেন আসামের লামডিং-এ নবনির্মিত একটি ডেমু মেমু শেড।গুয়াহাটি-নিউ জলপাইগু।ি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনটি আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে শতাব্দী প্রাচীন সম্পর্ককে আরও জোরদার করে তুলবে বলে মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, এর ফলে যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য যেমন বৃদ্ধি পাবে, অন্যদিকে তেমনই ছাত্রছাত্রীদেরও অশেষ কল্যাণ হবে। একইসঙ্গে, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং পর্যটনের সুবাদে কর্মসংস্থানেরও ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি ঘটবে।শ্রী মোদী বলেন, এই বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনটির মাধ্যমে সংযোগ স্থাপন হবে মাতা কামাক্ষ্যা মন্দির, কাজিরাঙ্গা, মানস জাতীয় উদ্যান এবং পবিত্র বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের। এছাড়াও, এই পথ বরাবর মেঘালয়ের শিলং ও চেরাপুঞ্জি এবং অরুণাচল প্রদেশের তাওয়াং ও পাসিঘাট-এর মধ্যে পর্যটনের প্রসার ঘটবে।গত ৯ বছরে ক্ষমতাসীন এনডিএ সরকারের বিভিন্ন কর্মপ্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই সময়কালে দেশবাসী এক নতুন ভারত গঠনের লক্ষ্যে নজিরবিহীন কর্মকাণ্ডের সাক্ষী থেকেছে। স্বাধীন ভারতের নতুন সংসদ ভবনের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, এর মাধ্যমে ভারতের বহু সহস্র বছরের গণতান্ত্রিক ইতিহাস আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। একইসঙ্গে, ভবিষ্যতে গ।ে উঠতে চলেছে এক সমৃদ্ধ গণতন্ত্রের আদর্শ। অতীতের সরকারগুলির প্রসঙ্গ টেনে শ্রী মোদী বলেন, আমাদের সরকার দরিদ্র মানুষের কল্যাণকেই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দান করেছে। দরিদ্র মানুষদের জন্য শৌচাগার ও বাসস্থান নির্মাণ, পাইপলাইনের মাধ্যমে জলের যোগান, বিদ্যুৎ ও গ্যাস সংযোগ, এইমস-এর মতো স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা এবং সেইসঙ্গে রেল, সড়ক, আকাশ ও জলপথ, বন্দর এবং মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সংযোগ ও যোগাযোগ পরিকাঠামো প্রসারের ক্ষেত্রেও যুগান্তকারী ঘটনা ঘটে গেছে। পরিকাঠামোর প্রসার ও উন্নয়ন যে সাধারণ মানুষের জীবনকে আরও সহজ ও সুন্দর করে তোলে তার উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতের পরিকাঠামো উন্নয়নে যে গতি সঞ্চার ঘটেছে তা আজ বিশ্বে এক আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারতের উন্নত পরিকাঠামো দেশের দরিদ্র, অনগ্রসর, দলিত, আদিবাসী এবং অন্যান্য বঞ্চিত স্তরের মানুষদের ক্ষমতায়ন ঘটিয়েছে। পরিকাঠামো শুধুমাত্র ব্যক্তিবিশেষের জন্যই সীমাবদ্ধ নয় এবং তা কোনভাবেই আঞ্চলিকতাকে প্রশ্রয় দেয় না। সামাজিক ন্যায় ও ধর্ম নিরপেক্ষতাকে এইভাবেই উন্নয়ন প্রচেষ্টার মাধ্যমে তুলে ধরা হচ্ছে বলে মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী।পূর্ব এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলি এই পরিকাঠামো প্রসারের বিশেষ সুফল লাভ করছে বলে মনে করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, এর আগে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জনসাধারণ বহু দশক ধরেই জীবনযাপনের ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিলেন। যে সমস্ত গ্রাম ও পরিবারে বিদ্যু ও টেলিফোনের সুযোগ ছিল না, সেখানেও সম্প্রতি তা পৌঁছে গেছে। এমনকি, সম্পতি থেকে ৯ বছর আগেও উত্তর-পূর্ব ভারতের যে অংশগুলিতে উন্নত রেল সংযোগ ছিল না, তাও সম্প্রতি রেল মানচিত্রের মধ্যে স্থান পেয়েছে। একইসঙ্গে গড়ে উঠেছে আকাশপথে যোগাযোগ।শ্রী মোদী বলেন, সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে রেল সংযোগ গড়ে তোলা হয়েছে পরিষেবা প্রসারের শক্তি ও মানসিকতাকে অবলম্বন করে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে রেল সংযোগের প্রসার থেকে কেন্দ্রের বর্তমান সরকারের কাজকর্মের ধারা, গতি, আয়তন এবং উদ্দেশ্য সহজেই অনুভব করা যায়। ঔপনিবেশিক শাসনকালে আসাম, ত্রিপুরা এবং বাংলার মতো রাজ্যগুলি রেলপথে যুক্ত ছিল ঠিক কথা, কিন্তু সেই সময় এই অঞ্চলগুলির প্রাকৃতিক সহায়সম্পদ হরণ করাই ছিল এই সংযোগ স্থাপনের মূল উদ্দেশ্য। এমনকি, স্বাধীনতা পরবর্তীকালেও এই অঞ্চলে রেল সংযোগের প্রসারের বিষয়টি ছিল নিতান্তই অবহেলিত। কিন্তু এই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে ২০১৪ সালে কেন্দ্রের বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার সময় থেকে।উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নাগরিকদের সংবেদনশীলতাকে যে তাঁর সরকার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে, একথা স্মরণ করিয়ে দেন শ্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, এই পরিবর্তন নাগরিকরা এখন বিশেষভাবে অনুভব ও উপলব্ধি করছেন। ২০১৪ সালের আগে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য গড় রেল বাজেটের পরিমাণ ছিল ২,৫০০ কোটি টাকার মতো। কিন্তু তা বর্তমানে চারগুণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১০ হাজার কোটি টাকায়। মণিপুর, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, মেঘালয় এবং সিকিমের রাজধানী শহরগুলি এখন দেশের বাকি অংশের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সবক'টি রাজধানী শহরে অনতিবিলম্বেই রেলের ব্রডগেজ নেটওয়ার্ক গড়ে উঠতে চলেছে বলে জানান তিনি। এই প্রকল্প রূপায়ণে বিনিয়োগ করা হবে ১ লক্ষ কোটি টাকা।প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রায় ১০০ বছর পর নাগাল্যান্ড একটি দ্বিতীয় রেল স্টেশন উপহার পেল। এইভাবে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বহু প্রত্যন্ত

বিজেপি মানুষকে ভয় দেখাচ্ছে ও সরকারি সংস্থার অপব্যবহার করছে ঃরাহুল গান্ধী

সান্তা ক্রুজ, ৩১ মে ঃ বিজেপির বিরুদ্ধে আবারও আক্রমণ শানালেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। এবার আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ার সান্তা ক্রুজে ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়ার একটি ইভেন্টে রাহুল গান্ধী বলেছেন, বিজেপি মানুষকে ভয় দেখাচ্ছে ও সরকারি সংস্থার অপব্যবহার করছে। ভারত জোড়ো যাত্রার কেন প্রয়োজন ছিল তাও বলেছেন রাহুল গান্ধী। ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়ার ইভেন্টে রাহুল গান্ধীর বক্তৃতার ভিডিওটি বুধবার সকালে প্রকাশ্যে এনেছে কংগ্রেস।ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়ায় 'মোহাব্বত কি দুকান' ইভেন্টে রাহুল গান্ধী বলেছেন, ভারত জোড়ো যাত্রা বন্ধ করার জন্য সরকার সমস্ত ধরনের চেষ্টা করেছিল, কিন্তু যাত্রার প্রভাব বাড়তেই থাকে। রাহুল গান্ধী আরও বলেছেন, ভারত জোড়ো যাত্রা স্নেহ, শ্রদ্ধা ও নম্রতার চেতনা বহন করে। যদি কেউ ইতিহাস অধ্যয়ন করেন, তাহলে দেখা যাবে যে গুরু নানক দেব জি, গুরু বাসভন্ন জি, নারায়ণ গুরু জি-সহ সমস্ত আধ্যাত্মিক নেতারা একইভাবে দেশকে একত্রিত করেছিলেন।রাহুল গান্ধী আরও বলেছেন, ভারতের কিছু মানুষ মনে করেন যে তাঁরা সবকিছু জানেন। তাঁরা মনে করেন তাঁরা ইতিহাসবিদদের কাছে ইতিহাস, বিজ্ঞানীদের কাছে বিজ্ঞান এবং সেনাবাহিনীকে যুদ্ধের ব্যাখ্যা দিতে পারে। কিন্তু এর মূলে রয়েছে মধ্যমতা। তাঁরা শুনতে প্রস্তুত নয়!

ব্রাহ্মোস সত্যিই 'ব্রহ্মাস্ত্র'ঃসিডিএস বায়ুসেনা প্রধান বললেন বেড়েছে অসাধারণ ক্ষমতা

নয়াদিল্লি, ৩১ মে ঃ ব্রাহ্মোস ক্ষেপণাস্ত্রকে দেশের 'ব্রহ্মাস্ত্র' আখ্যা দিলেন চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ (সিডিএস) জেনারেল অনিল চৌহান। বুধবার তিনি বলেছেন, আত্মনির্ভরতার অর্থ এই নয় যে, আমরা ভারতে সবকিছু তৈরি করতে যাচ্ছি। আমরা যৌথ উদ্যোগ প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছি এবং ব্রাহ্মোস অ্যারোস্পেস এমনই একটি উদ্যোগ। একটি বড় সাফল্যের গল্প। ব্রাহ্মোস সত্যিই নিজস্ব সময়ের 'ব্রহ্মাস্ত্র।বায়ুসেনা প্রধান ভি আর চৌধুরী বলেছেন, আমাদের সবচেয়ে.মারাত্মক এয়ার-কমব্যাট সম্পদ হিসাবে ব্রাহ্মোস সুপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্র সত্যিকার অর্থে আমাদের শক্তিশালী করেছে। বায়ুসেনা প্রধান আরও বলেছেন, সুখোই এসইউ-৩০-এ ব্রাহ্মোস-এর সমাহার সত্যিই আমাদের অসাধারণ ক্ষমতা দিয়েছে, যা আমাদের ফায়ার পাওয়ার বাড়িয়েছে।

দৈনিক সংক্রমণ একটু বেড়ে ৩১০ ভারতে সক্রিয় রোগী কমে ৪,২২২, করোনায় মৃত্যু ৩ জনের

নয়াদিল্লি, ৩১ মে ঃ ভারতে করোনার দৈনিক সংক্রমণ ফের কিছুটা বেড়েছে, মৃত্যুর সংখ্যা অবশ্য নিয়ন্ত্রণেই রয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন ৩১০ জন, এই সময়ে ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ৪,২২২-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০১ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। ৩ জনের মৃত্যুর পর বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ৫,৩১,৮৭০ জনের (১.১৮ শতাংশ)।কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪৪,৫৪,৪৯৬ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮১ শতাংশ। বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা পেয়েছেন ০১,২৬৬ জন, মোট করোনার টিকা পেয়েছেন ২২০,৬৭,১০,৫৫২ জন। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৩০ মে সারা দিনে ভারতে ১,০৬,৫৮০ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

পুঞ্চে আগ্নেয়াস্ত্র ও মাদক পাচারের চেষ্টা বানচাল দুই জঙ্গি পাকড়াও

নয়াদিল্লি, ৩১ মে ঃজম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলায় নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর আগ্নেয়াস্ত্র ও মাদক পাচারের চেষ্টা রুখে দিল সেনাবাহিনী। ভারতীয় ভূখণ্ডে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করার সময় কারমারহা সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখা (এলওসি) বরাবর মাদকদ্রব্য ও অস্ত্র-সহ তিন সন্ত্রাসী আহত হয়েছে। দুই জঙ্গিকে পাকড়াও করা হয়েছে। একজন সন্ত্রাসী আহত অবস্থা পুঞ্চ জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।সেনাবাহিনীর দ্বারা অভিযানটি শুরু হয়েছিল গুলপুর ফরোয়ার্ডের নিয়ন্ত্রণ রেখায বরাবর, সেখানে মোতায়েন সেনা জওয়ানরা সন্দেহজনক গতিবিধি টের পাওয়া মাত্রই গুলি চালান। শীঘ্রই গোটা এলাকা ঘিরে তল্লাশি চালানো হয়। তল্লাশির সময় সন্দেহভাজন একজনকে পাক।াও করা হয় এবং গুলিবিদ্ধ অবস্থায় তাকে পুঞ্চের সিভিল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আরও দুই সন্দেহভাজনকে জীবিত ধরা হয়েছে। তল্লাশি চালিয়ে গুলি-সহ দু'টি পিস্তল, গুলি-সহ একটি একে রাইফেল, কিছু বিস্ফোরক এবং কোটি টাকার মাদক উদ্ধার করা হয়েছে।

এবারের নতুন নিয়মের আইপিএল চমকে দেওয়ার মতোই

মুম্বই, ৩১ মে ঃ আইপিএলের ১৬তম সংস্করণে নতুন অনেক নিযমের সূচনা হলো। যেমন ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার নিয়ম, ওয়াইড-নো বলের ক্ষেত্রেও ডিসিশন রিভিউ করার সুযোগ। তা নিয়ে যেমন প্রশংসা হয়েছে, তেমনই ডিআরএসের কিছু সিদ্ধান্ত নিয়ে বিতর্কও হয়েছে।ছক্কার রেকর্ডঃবশ্বের এই জনপ্রিয় টুর্নামেন্টে বরাবরই ব্যাটারদের দাপটই বেশি দেখা যায়। এবার প্রায় সব ম্যাচেই চার-ছয়ের বন্যা দেখা গেছে। আইপিএলের ইতিহাসে এবারের আইপিএলেই প্রথম বার ছক্কার সংখ্যা পেরিয়েছে ১১০০! যেটা খুবই অবাক করে। গত আইপিএলে মোট ১০৬২টি ছয় হয়েছিল। এবার সবচেয়ে.বেশি ছক্কা মেরেছেন ফাফ ডুপ্লেসি ৩৬ এবং শিবম দুবে ৩৫টি।শত রানের রেকর্ডঃ আইপিএলের ইতিহাসে এবার শতরানের নিরিখেও রেকর্ড হয়েছে। শুভমন গিল একাই তিনটি শতরান করেছেন। বিরাট কোহলি করেছেন দুটি শতরান। এ ছাড়াও হ্যারি ব্রুক, ভেঙ্কটেশ আইয়ার, সূর্যকুমার যাদব, ক্যামেরন গ্রিন, হেনরিখ ক্লাসেন, যশস্বী জয়সওয়ালরা শতরান করেছেন। সব মিলিয়ে এ মরসুমে এক ডজন সেঞ্চুরি হয়েছে। আইপিএলে এই প্রথম দু-অঙ্কের ঘরে শতরানের সংখ্যা।বাউন্ডারিও রেকর্ডঃবাউন্ডারির সংখ্যাও রেকর্ড করেছে এবারের আইপিএল। এবার ২ হাজারের বেশি বাউন্ডারি হয়েছে। মোট বাউন্ডারির সংখ্যা ২১৭২।ইম্প্যাক্ট প্লেয়ার, ওয়াইড নো বল রিভিউ, কনকাসন সাবস্টিটিউট নিয়মঃতাছাড়া এবারের আইপিএলে যেমন ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার নিয়ম, ওয়াইড-নো বলে রিভিউ দেখেছে, তেমনই প্রথম বার কনকাশন সাবস্টিটিউটও দেখা গিয়েছে। এলিমিনেটর ম্যাচে গুজরাট টাইটান্সের বিরুদ্ধে কনকাশনে মাঠ ছাড়েন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের কিপার ব্যাটার ঈশান কিষাণ। তাঁর পরিবর্তে নেমেছিলেন বিষ্ণু বিনোদ।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,১জুন বৃহঃবার, ১৭ জ্যৈষ্ঠ মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ১জুনঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ১৭ জ্যৈষ্ঠ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১৬ জ্যৈষ্ঠ মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৯৪৪, মৈতৈ ঃ১১ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৭.৫ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৮.০৫এড্রিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৮৩শতকরা এবং ৪৫শতকরা। বৃষ্টি হয়নি বুধবার। জোয়ার- সকাল ১০টা ২০ মিনিট এবং রাত১০টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-১০টা ২০মিনিট। রাত-১০টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৪ টা ৫৭মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ১৭ মিনিটে হবেইআজ

রাশিফল

মেষরাশিঃ আজ আপনি আপনার স্বাস্থ্য এবং চেহারা উন্নত করার যথেষ্ট সময় পাবেন। অর্থ ব্যয়হবে
বৃষভ রাশিঃঅসুস্থতা থেকে সেরে ওঠার সুযোগ বেশী যা আপনাকে প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলাতে অংশ নিতে সাহায্য করবে।
মিথুন রাশিঃআপনার শৈশব স্মৃতি আপনাকে জড়িয়ে রাখবে। এরফলে আপনি নিজেকে অপ্রয়োজনীয় মানসিক উত্তেজনা দিতে পারেন। বিবাহের যোগ হবে
কর্কট রাশিঃআপনি দেখতে পাবেন যে আপনার কাজ মনঃসংযোগ করতে অসুবিধা হচ্ছে-
সিংহ রাশিঃআপনার মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষা করুন যা আধ্যাত্মিক জীবনের পূর্বশর্ত। মন হল জীবনের প্রবেশদ্বার কারণ ভালোমন্দ যাই হোক না কেন মনের মাধ্যমেই আসে।শুভদিন
কন্যা রাশিঃবাচ্চাদের সঙ্গে সান্ত্বনা খুঁজে নিন। শুধুমাত্র আপনার নিজের পরিবারের বাচ্চারাই নয় বরং অন্যদের সন্তানদেরও হবে
তুলা রাশিঃব্যস্ত সময়সূচী সত্ত্বেও স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে, কিন্তু আপনার জীবনকে নিশ্চিন্তভাবে নেবেন না, উপলব্ধি করুন যে জীবনের প্রতি যত্নই হল আসল ব্রত। বিবাহের যোগ হতে পারে।
বৃশ্চিক রাশিঃদাঁতে যন্ত্রণা এবং পেটের গোলমাল আপনার জন্য কিছু সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে।
ধনু রাশিঃস্ত্রীর স্বাস্থ্যের সঠিক দেখভাল এবং নজরের প্রয়োজন। মনে হয় আপনার অভিভাবকের সম্প্রসারিত হবে
মকর রাশিঃআপনার দানী মনোভাব গোপন আশীর্বাদ হতে পারে কারণ আপনি সম্ভবত অনেক বিষয় থেকে মুক্তি পাবেন
কুম্ভ রাশিঃশরীরে ব্যথা বেদনা এবং উদ্বেগ সংক্রান্ত সমস্যা উড়িয়ে দেবেন না। অর্থ ব্যয়হবে
মীন রাশিঃযারা মজা করার উদ্দেশ্য নিয়ে বেরিয়েছেন তাঁদের জন্য নিছকই আনন্দ এবং উপভোগ। আপনাকে আমাদের পরামর্শ হল অ্যালকোহল এবং সিগারেটের জন্য অর্থ ব্যয় করা

জয়নগরের প্রাচীন জয়চন্ডী মন্দিরে এক পক্ষকাল ধরে মায়ের রূপ পরিবর্তন চলছে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ৩১ মে ঃ জয়নগর মোয়ার শহর হিসাবে পরিচিত হলেও জয়নগর নামের সৃষ্টি বহু প্রাচীন জয়চন্ডী মাতার নাম অনুসারে। আর প্রতিবছর জৈষ্ঠ্যমাসে এক পক্ষ কাল ধরে এই জয়চন্ডী মায়ের রূপ পরিবর্তন হয়। এই রূপ পরিবর্তন জয়নগরে আরেক প্রাচীন ধন্বন্তরী কালী মায়ের বৈশাখ মাসে হওয়া এক পক্ষকালের রূপ পরিবর্তনের মতন জনপ্রিয়তা না পেলেও আদি এই ঠাকুরের জনপ্রিয়তা ও কম নয়। এক সময় আদি গঙ্গা এখান থেকেই প্রবাহিত হতো। ইতিহাস প্রসিদ্ধ শ্রী শ্রী চৈতন্যদেব আদি গঙ্গার তীর ধরে কাশিনগরের চক্রতীর্থ ভ্রমণ করে জয়নগর হয়ে শ্রীক্ষেত্র পুরীধামে গমন করেন। ইতিহাস প্রসিদ্ধ জয়নগরের দেবী হলেন জয়চণ্ডী। ইতিহাস থেকে জানা যায় জয়চন্ডী দেবীর নামেই জয়নগর নামটির উৎপত্তি। জয়নগরের রাজা নীলকণ্ঠ মতিলাল, করদ রাজ্যের নরপতি হিসেবে রাজা সুবুদ্ধি রায়ের রায়নগর রাজ্য তথা রায়মঙ্গল, সূর্যপুর এবং সরস্বতী নদী পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকার কিছু অংশ শাসন

করতেন। ১০০১ সালে যখন সমগ্র জয়নগর ভেসে যায়, রায়নগর রাজ্যের অধিকাংশ জনমানবহীন হয়ে পড়ে। নীলকণ্ঠ মতিলাল মগধের যুদ্ধে প্রাণ হারালে তার ভাই সপরিবারে যশোরে চলে যান, কিন্তু কয়েক পুরুষ পরেই ওই বংশের সন্তান গুনানন্দ মতিলাল পৈতৃক সম্পত্তি ও কুলদেবী জয়চণ্ডী দেবীকে উদ্ধার করে প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমে মন্দির ছিল খড়ের চলের কুড়ে ঘরে। উদ্ধার করা সেই মূর্তির পাশে দারু নির্মিত নতুন মূর্তি তৈরি করা হয়। প্রায় ১০২২ বছর যাবৎ দেবী পূজিত হয়ে আসছেন। জানা যায়, জৈষ্ঠ্য মাসের পূর্ণিমায় দেবী আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাই শুক্ল প্রতিপদ থেকে প্রতিবছর জ্যৈষ্ঠ মাসে এক পক্ষকাল জুড়ে দেবীর এই রূপ পরিবর্তনের মেলা ও পুজো হয়ে আসছে।দেবীর কাছে মানত করলে মনোবাসনা পূরণ হয়।আর তাই তো দেবী এখানে সারা বছর পূজিত হয়ে আসছে।এও জানা যায়, জয়নগরকে অশুভ শক্তির হাত দিনের পর দিন একই ভাবে রক্ষা করে আসছে দেবী জয়চন্ডী মাতা। এবছর এক পক্ষকাল ব্যাপী এই রূপ পরিবর্তন শুরু হয়েছে গত ২০ শে মে।সে ভাবে এই রূপ পরিবর্তন পরিচিতি না পেলেও আশে পাশের এলাকা থেকে বহু ধর্মপ্রাণ মানুষ প্রতিবছর রূপ পরিবর্তন দেখতে। মায়ের এই অপরূপ পরিবর্তন দেখতে চলে আসতেই পারেন। শিয়ালদহ দক্ষিন শাখা থেকে নামখানা লোকালে জয়নগর মজিলপুর স্টেশনে নেমে পৌরসভার ৮ নং ওয়ার্ডে জয়চন্ডী মন্দিরে আসতে সময় লাগবে মাএ দশ মিনিট।তাই জয়নগরের নামের মাহাত্ম্য খুঁজতে ঘুরে যেতে পারেন ও দেবীর দর্শন করে যেতে পারেন।

বায়রনের দলে যোগ নিয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য তৃণমূল নেতার

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৩১ মে ঃ এতগুলো রান করেছি ব্যাটে, একটা বাই রান হয়েছে। বায়রনের দলে যোগ নিয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য হাওড়ার তৃণমূল নেতার। বায়রন বিশ্বাসের দলে যোগদানকে দলের বাই রান বলে মন্তব্য করেন তিনি। সাগরদিঘি উপনির্বাচনে কংগ্রেসের টিকিটে জেতা বায়রন বিশ্বাস সোমবারই ঘাসফুল শিবিরে যোগ দিয়েছেন। পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটালে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যো পাধ্যায়ের হাত থেকে দলীয় পতাকা তুলে নিয়ে তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন তিনি। খোদ অভিষেক বলেছেন, 'বায়রন বিশ্বাসকে তৃণমূলে স্বাগত। আশা করি বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাবেন বায়রন।' আর বায়রনের তৃণমূলে যোগদানকে হাওড়ার তৃণমূল নেতা সুরজিৎ সাহা দলের

বাই রান বলে মঙ্গলবার মন্তব্য করেছেন। হাওড়া জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সদরের অন্যতম সহ সভাপতি সুরজিৎ সাহা বলেন, বায়রন হল বাই রান। আর বায়রন বিশ্বাসের কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেওয়াতে বাম কংগ্রেস জোটের সঙ্গেও বিরোধীতা নেই। এদিন এমনই চাঞ্চল্যকর মন্তব্য করেন সুরজিৎ। সোমবার ঘাটালে অভিষেক বংদ্যোপাধ্যায়ের কর্মসূচির সময় সাগরদীঘির কংগ্রেস বিধায়ক বায়রন বিশ্বাস তৃণমূলে যোগ দেন। তা নিয়ে রাজ্য রাজনীতি তোলপাড় হলেও হাওড়ার তৃণমূল নেতা এই যোগদানকে তেমন গুরুত্বই দিতে রাজি নন। সুরজিৎ সাহা এদিন বলেন, একটা তৃণমূল দলে যখন এতগুলো রান আছে তখন একটা বাই রান হয়েছে তা নিয়ে বিরোধীদের এতো মাথাব্যথা কেন তা আমার জানা নেই। এতগুলো রান করেছি ব্যাটে, আর একটা বাই রান হয়েছে মিসিংয়ে তাতে কী হয়েছে ? এর সঙ্গে কংগ্রেস, সিপিএম, তৃণমূল, বিজেপি কারও কোনও ব্যাপার নেই।

জাতীয় কুস্তিগীর ইস্যুতে তৃণমূল কংগ্রেস তার সুবিচার দাবি করেছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ মে ঃ জাতীয় কুস্তিগীররা যে ইস্যুতে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন তৃণমূল কংগ্রেস তার সুবিচার দাবি করেছে।নতুন দিল্লিতে তাদের উপরে হেনস্থার প্রতিবাদে দলের তরফে আজ কলকাতায় পদযাত্রার আয়োজন করা হয়। সেখানে অংশ নিয়ে দলের চেয়ারপার্সন মমতা ব্যানার্জি কুস্তিগীরদের উপরে পুলিশি হেনস্থার কড়া সমালোচনা করে ২৩ এপ্রিল থেকে তারা আন্দোলন চালিয়ে গেলেও এখনও তার কোন মীমাংসা হয়নি কেন সেই প্রশ্ন তোলেন। দক্ষিন কলকাতার হাজরা থেকে শুরু হয়ে রবীন্দ্র সরোবর পর্যন্ত আয়োজিত এই পদযাত্রায় রাজ্যের ক্রীড়াবিদরা অংশ নেন।

রাজ্যের মন্ত্রী মনোজ তিওয়ারির বিরুদ্ধে ব্যানার ঘিরে চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৩১ মে ঃ হাওড়া পুরসভার গেটের বাইরে শিবপুরের বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী মনোজ তিওয়ারির বিরুদ্ধে ব্যানার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল। যদিও পরে সেই ব্যানার দুটি খুলে ফেলা হয়। ওই দুটি ব্যানারে বেশ কয়েকটি অভিযোগ লিখিত আকারে দেওয়া হয়। ব্যানারের নিচে লেখা ছিল হাওড়া জেলা গণতান্ত্রিক নাগরিক বৃন্দ। কে বা কারা এই ব্যানার লাগিয়েছে তা অবশ্য কেউ বলতে পারেনি। জানা যায়নি। মঙ্গলবার রাতে খবর পাওয়া মাত্রই পুলিশ পৌঁছে যায়। দুটি ব্যানারই খুলে দেওয়া হয়। এই বিষয়ে হাওড়া জেলা সদর তৃণমূল কংগ্রেসের সহ সভাপতি সুরজিৎ সাহা বলেন, এটা বিরোধীদের অপপ্রচার ছাড়া কিছু নয়। আমাদের দল এই শিক্ষা দেয় না যে দলের নেতার বিরুদ্ধে মন্ত্রীর বিরুদ্ধে জনসমক্ষে কিছু মন্তব্য করা বা এই ধরনের অপপ্রচার করা। এটা বিরোধীদের কাজ। আর যে অভিযোগগুলো আনা হয়েছে মন্ত্রীর বিরুদ্ধে সেটা আগে প্রমাণ হোক। সেটা প্রমাণসাপেক্ষ বিষয়। বিরোধী দল যারা করে তারা সবসময়ই অন্য বিরোধী দলের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করবে। বিরোধী দল যা কিছু বলতে পারে। এর জন্য আমাদের কিছু আসে যায়না। এই ধরনের নোংরামি তৃণমূল দলে শেখানো হয়না। অন্য দলে হয়।

ব্যস্ততম বিধানচন্দ্র রায় মার্কেট সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত মেট্রোর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ মে ঃ মেট্রো রেল তাদের জোকা বিবাদি বাগ করিডরের কাজের জন্য মধ্য কলকাতার ধর্মতলার ব্যস্ততম বিধানচন্দ্র রায় মার্কেট সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এইজন্য সেখানকার দোকানদারদের জন্য ধর্মতলা মেট্রো স্টেশন সংলগ্ন রানী রাসমনি রোড ও সিধু কানু ডহর এলাকার কার্জন পার্কে চার হাজার ৭২০ বর্গমিটার জমির উপরে বিকল্প একটি নতুন মার্কেট তৈরি করা হবে বলে আজ মেট্রোর তরফে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানান হয়েছে। এইজন্য রেল বিকাশ নিগম লিমিটেড সম্প্রতি দরপত্র ডেকেছে। আগামী এক বছরের মধ্যে এর কাজ শেষ হবে। উল্লেখ্য এই প্রকল্পে ইতিমধ্যেই জোকা থেকে তারাতলা পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা চালু হয়েছে।

হাওড়াতেও ডেপুটেশন কর্মসূচি সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের, দাবি বকেয়া ডিএ

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৩১ মে ঃ হাওড়াতেও ডেপুটেশন কর্মসূচি সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের। দাবি বকেয়া ডিএ, শূন্যপদে স্বচ্ছ নিয়োগ। রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের সংগঠন সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের তরফে বুধবার রাজ্যের অন্যান্য জেলার পাশাপাশি হাওড়াতেও জেলাশাসকের দপ্তরে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। এই স্মারকলিপি প্রদানের মাধ্যমে তিনটি মূল দাবি ফের সরকারের সামনে পেশ করা হয়। এই দাবিগুলি হলো সরকারি কর্মচারীদের বকেযা ডিএ প্রদান, পরিচ্ছন্নতার সাথে সমস্ত শূন্যপদে নিযোগে এবং সমস্ত কর্মচারীদের স্থাযীকরণ। এ বিষয়ে. সংগঠনের হাওড়া জেলা সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষ জানান, কলকাতার শহীদ মিনারে আঃেদালনে সামিল রয়েছেন সংগঠনের সদস্যরা। এই তিনটি মূল দাবি তোলা হয়েছে। তারা গত ১২৪ দিন ধরে বিক্ষোভ করছেন। বুধবার ছিল ১২৫তম দিন। এই উপলক্ষ্যে গোটা রাজ্যের সমস্ত জেলায় প্রশাসনের অফিসে এই স্মারকলিপি দেওযা হচ্ছে। শহীদ মিনারে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের নেতৃত্বে এই রাজ্যের শিক্ষক কর্মচারীরা যে আঃেদালন চালিয়ে যাচ্ছেন এদিন আন্দোলনের ১২৫তম দিন। সরকারের তরফে এই ব্যাপারে কোনও সহানুভূতি দেখানো হয়নি। কোর্টের নির্দেশে বৈঠকে বসলেও তার সদর্থক সুরাহা এখনো হয়নি। সেই কারণেই আলিপুরদুয়ার থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগনা পর্যন্ত জেলাশাসকের অফিসের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ চলছে। শুধুমাত্র ডিএ নয় আমাদের দাবি স্বচ্ছতার সঙ্গে স্থায়ী নিয়োগ করতে হবে।

গাঁজা সহ গ্রেপ্তার এক বাংলাদেশী যুবক

সৌরভ দাশ, বসিরহাট, ৩১ মেঃ বসিরহাটে ৬০০ গ্রাম গাঁজা সহ আসিক ইকবাল নামে এক বাংলাদেশীকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দিল দিলো বি.এস.এফ।

KAUSHAL INVESTMENTS LIMITED

Regd. Off: 3, Bentinck Street, 4th Floor, Room No. D8, Kolkata-700001
CIN : L65993WB1981PLC033363; EMAIL : info@kaushalinvest.com
WEBSITE : www.kaushalinvest.com

EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2023

(₹. in Lakhs)

Sl No	Particulars	Quarter Ended 31.03.23	Quarter Ended 31.12.22	Quarter Ended 31.03.22	Year Ended 31.03.23	Year Ended 31.03.22
		Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited
1	Total Income from Operations	3.74	0	1.28	3.82	16.74
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/ or Extraordinary items)	1.24	-1.65	-0.04	-3.81	4.09
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	1.24	-1.65	-0.04	-3.81	4.09
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	1.24	-1.65	(0.04)	-3.81	4.09
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	-0.46	-1.65	(8.04)	1.00	2.60
6	Equity Share Capital	314.00	314.00	314.00	314.00	314.00
7	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) Basic & Diluted:	-0.25	-0.05	0.00	-0.12	0.13

Notes:

1 The above is an extract of the detailed format of the Audited Financial Results for the Quarter and Year ended on March 31, 2023 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full format of the Quarter and year ended Audited Financial Results is available on the Stock Exchange at www.cse-india.com and also on the websites of the company at www.kaushalinvest.com.

2 The above Financial Results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors on May 30, 2023.

FOR KAUSHAL INVESTMENT LIMITED
Sd/-
Mr. Jitendra Kumar Goyal
Director
DIN: 00468744

Place : Kolkata
Date : 30.05.2023

VIRAT LEASING LIMITED

Regd. Off: 1,Crooked Lane, 3rd Floor, Room No.324, Kolkata-700001
Corp. Off.: "Jajodia Tower", 3, Bentinck Street,Room No.D-8,4th Floor, Kolkata-700001, W.B. CIN:L65910WB1984PLC098684
EMAIL:info@vll.co.in WEBSITE:www.vll.co.in

EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & YEAR ENDED 31ST MARCH, 2023

(₹. in Lakhs)

Sl No	Particulars	Quarter Ended			Year Ended	
		31.03.23	31.12.22	31.03.22	31.03.23	31.03.22
		Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited
1	Total Income from Operations	23.64	24.32	29.40	98.83	88.80
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	-37.15	-5.04	-28.01	-5.05	21.78
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-37.15	-5.04	-28.01	-5.05	21.78
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	-28.28	-4.97	-38.16	-4.97	3.04
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	-20.46	-5.98	-26.53	-4.59	14.89
6	Equity Share Capital	1298.05	1298.05	1298.05	1298.05	1298.05
7	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) Basic & Diluted:	-0.22	-0.04	-0.29	-0.04	0.02

Notes:

1 The above is an extract of the detailed format of the Audited Financial Results for the Quarter and Year ended 31st March, 2023 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarter and Year ended Audite Financial Results is available on the Stock Exchange at www.bseindia.com and also on the websites of the company at www.vll.co.in.

2 The above results have been reviewed by the audit committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 30th May, 2023.

For Virat Leasing Limited
Sd/-
Jitendra Kumar Goyal
Director
DIN: 00468744

Place : Kolkata
Dated : 30.05.2023

DECILLION FINANCE LIMITED

Regd. Off: Jajodia Tower ,3, Bentinck Street, 4th Floor, Room No. D-8, Kolkata - 700 001
CIN : L65999WB1995PLC067887
E-MAIL : info@decillion.co.in WEBSITE : www.decillion.co.in

EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & YEAR ENDED 31ST MARCH, 2023

(₹. in Lacs)

Sl. no	Particulars	Quarter Ended			Year Ended	
		31.03.23	31.12.22	31.03.22	31.03.23	31.03.22
		Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited
1	Total Income from Operations	22.87	22.83	23.34	90.61	81.20
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	-46.38	13.58	18.10	-8.34	-11.98
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	-46.38	13.58	18.10	-8.34	-11.98
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	-34.17	9.99	18.37	-6.17	-17.63
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit /(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	97.14	9.03	23.37	98.95	6.40
6	Equity Share Capital	350	350	350	350	350
7	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) Basic & Diluted:	-0.98	0.29	0.52	0.18	-0.50

Notes :

1 The above is an extract of the detailed format of the Audited Financial Results for the Quarter and Year ended 31st March, 2023 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full format of the Quarter and Year ended Financial Results is available on the Stock Exchange at www.bseindia.com & www.cse-india.com and also on the websites of the company at www.decillion.co.in.

2 The above results have been reviewed by the audit committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 30th May, 2023.

For and on behalf of the Board
For Decillion Finance Limited
Sd/-
(Jitendra Kumar Goyal)
Managing Director
DIN: 00468744

Place : Kolkata
Date : 30.05.2023

এবার পিসি ভাইপোর সময় আসছে, মন্তব্য দিলীপ ঘোষের

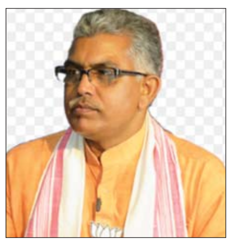

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ মে ঃ নিয়োগ দুর্নীতিকাণ্ডে গ্রেফতার করা হয়েছে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ওরফে 'কালীঘাটের কাকু'কে। তাঁর গ্রেফতারিতে এবার মন্তব্য করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সহ সভাপতি দিলীপ ঘোষ। বুধবার সকালে তিনি বলেন, 'কাকু হল, জেঠু হল। এবার হয়তো পিসির সময় আসছে। ভাইপোও আছে। কান টানাটানি শেষ। এবার হয়তো মাথা আসবে।'এদিন নিউটাউন ইকো পার্কে প্রাতর্ভ্রমণে আসেন বিজেপির সর্বভারতীয় সহ সভাপতি তথা সাংসদ দিলীপ ঘোষ। সেখানে তিনি আরও বলেন, 'পার্থ মন্ত্রী ছিলেন। নিজের মতো একটা চ্যানেল তৈরি করেছিলেন। সেখানে কিছু লোক ছিল। কিন্তু এখন যাঁরা ধরা পড়ছে, তাঁরা ডাইরেক্ট পার্টির লোক।' পাশাপাশি তাঁর বক্তব্য, 'আমার মনে হয় এবার রাস্তা পুরোপুরি খুলে যাবে।' প্রসঙ্গত, নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় দীর্ঘ প্রায় ১২ ঘণ্টা জেরার পর মঙ্গলবার রাতে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ওরফে 'কালীঘাটের কাকু'কে গ্রেফতার করে ইডি। তাঁর গ্রেফতারির খবর জানান বিধাননগরের সিজিও কমপ্লেক্সের ইডির আধিকারিকরা। ভুয়ো সংস্থা খুলে নিয়োগ দুর্নীতির কালো টাকা সাদা করার অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। এছাড়া তিনি তদন্তে সহযোগিতা করছেন না বলে জানান তদন্তকারীরা।

রোদের দাপট বৃদ্ধি পেতেই কাহিল কলকাতা, গরম আরও বাড়ার পূর্বাভাস

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ মে ঃ বৃষ্টি থামতেই, কলকাতা সহ গোটা দক্ষিণবঙ্গ আবারও গরমের দাপটে ঘামছে। রোদের দাপট ও আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তিতে নাজেহাল অবস্থা। বুধবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বেড়ে ২৯.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছে, যা স্বাভাবিকের থেকে ২ ডিগ্রি বেশি। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দক্ষিণবঙ্গে আপাতত গরম বাড়বে। আগামী কিছুদিনের মধ্যে বৃষ্টির তেমন সম্ভাবনা নেই। বৃষ্টি থামতেই গত সোমবার থেকেই আবারও গরমে ঘামছে কলকাতা। মঙ্গলবারও গরমের দাপটে নাজেহাল হতে হয়েছে, আর বুধবার সকাল থেকেই চড়া রোদের দাপট ছিল শহর ও শহরতলিতে। আবহবিদরা জানিয়েছেন, আগামী কয়েক দিন গরম বাড়বে কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। আপাতত দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই।

ইস্টার্ন রেলওয়ের জোনাল রেলওয়ে অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ ইমপ্লিমেন্টেশন কমিটির সভা, জানুয়ারি-মার্চ, ২০২৩ ত্রৈমাসিকের জন্য ৩০.০৫.২০২৩ তারিখে পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী অমর প্রকাশ দ্বিবেদীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে পূর্ব রেলওয়ে সদর দফতরের সমস্ত বিভাগীয় প্রধানের পাশাপাশি বিভাগ ও কর্মশালার অতিরিক্ত প্রধান রাজভাষা অধিকারী এবং উপপ্রধান রাজভাষা অধিকারী উপস্থিত ছিলেন।

আন্তর্জাতিক ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় পদক ছিনিয়ে আনল ক্যানিংয়ের তিন উদিয়মান

দুরন্ত বার্তা, ক্যানিং, ৩১ মে ঃ দুটি আলাদা আলাদা আন্তর্জাতিক ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় পদক ছিনিয়ে আনল ক্যানিংয়ের তিন উদিয়মান ক্যারাটে খেলোয়াড়। নেপালের কাঠমান্ডুতে আয়োজিত ১ম দক্ষিণ এশিয়ান মারদানি স্পোর্টস চ্যাম্পিয়ানশিপে ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করে ক্যানিংয়ের বিদ্যাধরী পাড়ার প্রিয়াংশু দাস স্টিক রোটেশানে প্রথম ও ঢাল তরোয়াল প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থান অধিকার করে। এই প্রতিযোগিতায় নেপাল, ভুটান, ইংেদানেশিয়া, মায়ানমার, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কার মত দেশ অংশগ্রহণকরেছিল। অন্যদিকে, নেপালে আয়োজিত আরও একটি আন্তর্জাতিক ক্যারাটে প্রতিযোগিতা ৯ম মাউন্ট এভারেস্ট ইন্টারন্যাশানাল ক্যারাটে চ্যাম্পিয়ানশিপ প্রতিযোগিতায় ৪৫ কেজি ক্যাটাগরিতে ক্যানিংয়ের আয়ুশ বিশ্বাস ও ৩৩ কেজি

ক্যাটাগরিতে অদিতি দেবনাথ কুমিতে(ফাইট) তৃতীয় স্থান অধিকার করে ব্রোঞ্জ পদক জিতেছে। এই প্রতিযোগিতাতে আটটি দেশের মোট ৮০০ প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেছিল। আয়ুশ, অদিতির কোচ রাজু বিশ্বাস বলেন, আমাদের ছেলে মেয়েরা এই আন্তর্জাতিক স্তরের প্রতিযোগিতায় খুবই ভালো খেলেছে। আগামিদিনে ওঁরা আরও ভালো ফল করবে বলেই আমি আশাবাদি। অ্যনদিকেবুধবার পরপর দুটি পথ দুর্ঘটনা ঘটল ক্যানিং হাসপাতাল মোড় এলাকায়। এদিন ভোর নাগাদ ক্যানিং মহিলা থানা সংলগ্ন এলাকায় একটি অল্টো গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে এক ব্যক্তির বাড়ির পাঁচিলে ধাক্কা মারে। ঘটনায় গুরুতর জখম হন চালক। গাড়ি চালাতে চালাতে চালক ঘুমিয়ে পড়ায় দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে প্রাথমিক অনুমান পুলিশের। অন্যদিকে এদিন দুপুরে ক্যানিং হাসপাতাল সংলগ্ন হেড়োভাঙা মোড় এলাকায় একটি প্রাইভেট গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে একটি কেকের দোকানে ধাক্কা মারে। ঘটনায় দোকানের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। গাড়ির চালকও গুরুতর জখম হয়েছেন। তাঁকে উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে ক্যানিং থানার পুলিশ গাড়িটিকে আটক করেছে।

বেলুড় বাজারে গাড়ির শোরুমের ব্যাটারি চার্জিং স্টেশনে আগুন

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৩১ মে ঃ বুধবার সকালে গাড়ির শোরুমের ব্যাটারি চার্জিং স্টেশনে আগুন লেগে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লো হাওড়ার বেলুড় বাজারে। জি টি রোডের উপরেই ওই ব্যাটারিচালিত গাড়ির শোরুম সংলগ্ন ব্যাটারি চার্জিং স্টেশনে এদিন আগুন লাগে। ঘটনাস্থলে আসে দমকলের একটি ইঞ্জিন। জানা গেছে, বেলুড় থানার পুলিশের টহলদারির সময় নজরে পড়ে শোরুম থেকে ধোঁযা. বেরচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে দমকলকে খবর দেওয়া হয়। দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে এসে আগুন নিযন্ত্রণে আনে। জানা গেছে, ওই শোরুমের চার্জিং স্টেশনে ব্যাটারি চার্জ দেওযার জয়েন্ট বক্সে আগুন লাগে। বহুতল বিল্ডিংয়ের নিচে আগুন লাগায় আতঙ্কিত হয়ে পড়ে আবাসনের বাসিন্দারা। কালো ধোঁয়ায় ভরে যায় গোটা এলাকা। আগুন নেভাতে গিয়ে শোরুমের মালিক সামান্য আহত হন বলে জানা গেছে। শোরুমের মেইনটেইন ডিপার্টমেন্টের কর্মী ভাস্কর চট্টোপাধ্যায় বলেন, এটা শোরুমের ব্যাটারি চার্জিং স্টেশন। শর্ট সার্কিটের কারণেই সম্ভবত আগুন লাগে। আগুন লাগার পর প্রথমে নিজদের অগ্নিনির্বাপক দিয়ে আগুন নেভানোর কাজ শুরু হয়।

SCINTILLA COMMERCIAL & CREDIT LIMITED

CIN : L65191WB1990PLC048276
Regd.Off: "Mercantile Building",Block-E,2nd Floor, 9/12, Lalbazar Street,Kolkata-700001
Corp. off.: Jajodia Tower, 3, Bentinck Street, Room No. D-8, 4th Floor, Kolkata-700001
E-MAIL: info@scintilla.co.in, WEBSITE: www.scintilla.co.in

EXTRACT OF AUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2023

(₹ in Lakhs)

Particulars	Standalone					Consolidated				
	Quarter Ended			Year Ended		Quarter Ended			Year Ended	
	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022
	Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited	Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited
Total Income from Operations	18.16	13.44	22.00	53.26	55.99	18.16	13.44	21.76	53.26	55.99
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	-10.60	7.37	-11.28	3.43	6.67	-14.17	7.37	-7.71	0.34	10.46
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-10.60	7.37	-11.28	3.43	6.67	-14.17	7.37	-7.71	0.34	10.46
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-7.80	5.72	-8.05	2.70	5.05	-11.72	5.72	-5.73	-0.74	7.60
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	-7.80	5.72	-0.13	2.70	12.97	-11.72	5.72	2.19	-0.74	15.52
Equity Share Capital	1002.78	1002.78	1002.78	1002.78	1002.78	1002.78	1002.78	1002.78	1002.78	1002.78
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)										
Basic & Diluted	-0.08	0.06	(0.08)	0.03	0.05	-0.12	0.06	-0.06	-0.01	0.08

Note:

The above is an extract of the detailed format of the Audited Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter and Year ended 31st March, 2023 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full format of the Quarter and Year ended Audited Standalone and Consolidated Financial Results is available on the Stock Exchange at www.bseindia.com & www.cse-india.com and also on the websites of the company at www.scintilla.co.in.

The above results have been reviewed by the audit committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 30th May, 2023

For SCINTILLA COMMERCIAL & CREDIT LTD
SD/-
JITENDRA KUMAR GOYAL
Managing Director
DIN:00468744

Place : Kolkata
Date : 30.05.2022

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৮ বর্ষ, দৈনিক ১৮১ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

রাম তত্ত্ব

রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবকের পরিচালক মোহন ভাগবতের কথা হচ্ছে দলিত সমাজকে হিন্দুত্বের বৃহৎ সমাজে নিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে হবে। তিনি ফের একবার জাতিভেদাভেদ প্রথা লোপ করার তিনি ডাক দিলেন। তিনি এর আগে বলেছিলেন ভারতের মুসলিমদের পূর্ব পুরুষরা সবাই হিন্দু ছিলেন। সেই কারণে এই দেশের মুসলিমদের হিন্দুত্বের ব্যাপারে নিন্দা করা উচিত নয়। ভারত যখন সভ্যতা শুরু হয়েছিল তখন এখানে কোনও ইসলাম ধর্ম ছিল না। সবাই তখন হিন্দু বা বৈদিক ধর্মে দীক্ষিত ছিল। ভারতের ইসলামরা পরে প্রবেশ এবং জোর করে ভারতীয়দের ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা হয়েছিল। ভারতের ইতিহাস সেই কথাই বলছে। তিনি বলেছেন, সমাজে পিছিয়ে পড়া মানুষদের সংঘের মধ্যে যুক্ত করতে হবে। তাদেরকে ভারত সম্পর্কে জানাতে দেওয়া হবে। ভারতীয় সভ্যতার ঐতিহ্য সম্পর্কে জনজাতির অধিকাংশ ব্যক্তিদের কোনও রকম সুস্পষ্ট ধারনা নেই। আগামি দিনে এই সব জাতিকে সহ পরিবারের সদস্যদের যুক্ত করে মহান ভারত গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। ভারতের রাষ্ট্রপতি পদে এখন জনজাতির একজন মহিলা। বিজেপি দলের লক্ষ্যই হচ্ছে জনজাতি সম্প্রদায়কে সভ্য সমাজের প্রাদপ্রদীপে নিয়ে আসা। রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবকের পরিচালক মোহন ভাগবত বলেছেন, বাল্মীকিই রামায়ণ লিখেছিলেন। তাঁর রচিত কাব্যই ভারতের মহাকাব্যে পরিণত হয়েছে। বাল্মকী জন্ম জয়ন্তী পালন করতে হবে সারা দেশ জুড়ে। 'রামায়ণ' এবং 'মহাভারত' ভারতের গর্ব। সেই বাল্মীকি মঞ্চ থেকে জাতিভেদ প্রথা দূর করার কথা বললেন মোহন ভাগবত। তিনি পরিস্কার করে বলে দিলেন জাতিভেদাভেদ প্রথা দূর করে সামাজিক এবং ধর্মীয় ঐক্য স্থাপন করতে হবে। তাহলে ভারত আগামি দিনে একটি শক্তিশালী দেশে পরিণত হতে পারবে। তিনি দাবি করেছেন যে ভারতের সভ্যতা গড়ে তোলার পিছনে দলিত সমাজ এবং বাল্মীকি সমাজের প্রভূত অবদান রয়েছে। তিনি বলেছেন, বাল্মীকিই রামকে সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। দলিত সম্প্রদায়ের লোক এবং বাল্মীকি সমাজকে সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত করার দিন এসে গিয়েছে। আগামি দিনে দলিত সমাজকে সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত করে একটি বৃহত্তর সংঘ গড়ে তোলার পথ ধরে হাঁটতে শুরু করতে হবে। হিন্দুত্বের বৃহৎ ছাতার তলায় দলিত এবং পিছিয়ে পড়া সমাজকে নিয়ে আসার লক্ষ্য নিয়ে পদক্ষেপ য়িে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার বিজেপি দল সঙ্ঘ নেতাদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে এটা বলার অপেক্ষা রাখে না। স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরে একজন দলিত জনজাতির একজন মহিলাকে রাষ্ট্রপতি করা হল। এর পরে জনজাতি এবং দলিত মানুষদের সমাজের মূল স্রোতে নিয়ে আসার উদ্যোগ গ্রহণ করতে শুরু করে দিল বিজেপি দল। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে দলিতদের সামনে সারিতে নিয়ে আসা ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছেন বিজেপি দলের নেতারা। দলিত সম্প্রদায়রা যাতে হিন্দুত্বের মূল স্রোতে এসে উপস্থিত হতে পারে তার জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন বিজেপি দল এবং সঙ্ঘ নেতারা। দলিতদের কাছে টানার ব্যাপারে মোহন ভাগবত হায়দ্রাবাদের এমআইএম নেতা আসাউদ্দিন ওয়েইসির সমালোচনার মুখে পড়েন সঙ্ঘ প্রধান। মোহন ভাগবত বলেছিলেন যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ আইন আনতে হবে।

রামায়ণের মিথ

বহু সমুলিম পরিবার রামায়ণ পাঠ করেছে। তারা রামায়ণ পড়তে ভালো বাসেন। বহু শিক্ষিত মুসলিম পরিবার গীতা পাঠ করেছেন। আবার বহু হিন্দুরা কোরান পড়েছে। ধর্মী নিয়ে ভারতের বিবাদ ছিল না। এটা তৈরি করা হয়েছে স্বার্থকে বজায় রাখতে। বহু প্রাচীন কাল ধরে ভারতের রামায়ণ মহাকাব্যে নানা রকম মিথ -এর প্রচলন রয়েছে। শুধু ভারতের নয়, গ্রীস, ইতালি সহ বিভিন্ন দেশের মহাকাব্যেও ঘিরেও মিথের প্রচলন দেখতে পাওয়া যায়। মিথ মানেই হচ্ছে কল্প কাহিনী। কল্প কাহিনীগুলি এমনভাবে মহাকাব্যের চরিত্রগুলির সঙ্গে মিশে গিয়েছে যে সেখান থেকে তাকে বাদ দিলে একেবারে কাহিনীরগুলো রসহীন হয়ে পড়বে। কোনও রস থাকবে না। মিথগুলি আছে বলে রামায়ণের কাহিনীগুলির উজ্জ্বলতা এত প্রখর।C দেদীপ্যমান। অবিশ্বাসও তখন বিশ্বাসে পরিণত হতে শুরু করে। মিথ রামায়ণকে মহাকাব্যে পরিণত করে তুলেছে। কাহিনী, উপকাহিনী, তস্য উপকাহিনীতে সমৃদ্ধ রামায়ণ। সাধারণ মানুষ এই সব প্রচলিত মিথকে বিশ্বাস করতে শুরু করে দেয়। তবে এই সব মিথ কীভাবে মহাকাব্যে স্থান লাভ করেছিল তার রহস্য এখনও প্রকাশ পায়নি বটে। মহাকবির কল্পনার মধ্যে দিয়ে তার প্রকাশ বলা যেতে পারে। তবে এটা ঠিক যে মিথ উপস্থাপনার পিছনে মহাকাব্যের গুণগ্রাহীদের নিশ্চয় রয়েছে। আসলে আমরা যারা পৌরাণিক কাহিনী পড়েছি তারা সবাই মিথের ওপরে অবলম্বন করে সেই সব কাহিনীর রসাস্বাদন গ্রহণ করে থাকি। বর্তমান যুগেও মিথ চালু আছে। তবে পৌরণিক যুগের মতো বহুভাবে নয়। পৌরাণিক কাহিনীগুলির মধ্যে প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখ তে পাওয়া যায় মিথের ওপরে অলম্বন করেই কাহিনীর গতি চলতে শুরু করে দিয়েছে। মিথ আছে বলেই গল্পের কাহিনী এত বেশি উজ্জ্বল। আবার ভারতের অধিকাংশ মনীষীদের নিয়ে বিভিন্ন মিথ এর প্রচলন রয়েছে। সেই সব মিথ যুগের পর যুগ ধরে মানুষের মুখে মুখে ঘুরতে শুরু করে দিয়েছিল। আজও তার অবসান হয়নি। এখনও মানুষ ভারতের মহাকাব্য রামায়ণের মিথগুলোকে বিশ্বাস করে এবং তার পাঠ করে চলে। কোনও রকম এই নিয়ে বিতর্ক হয় না। রামায়ণে যা বলা হয়েছে তা সবই সত্য। তার মধ্যে কোনও অসত্য লুকিয়ে নেই বলে মনে করেন ভারতের অধিকাংশ বাসিন্দারা। আজকের বিজ্ঞানের যগেই রামায়ণের মিথগুলি বহাল তবিয়তে রয়েছে। রামায়ণ থেকে মিথকে ছেঁটে ফেলে দিলে রামায়ণ একেবারে রসকষহীন কাহিনীতে পরিণত হবে। মিথ আছে বলে রামায়ণ এর কাহিনীগুলি এত সজীব। যেমন ধরা যেতে পারে রামায়ণ রচনাকার বাল্মিকীর কথা। মহর্ষী বাল্মিকী আগের নাম ছিল দস্যু রত্নাকর। দস্যু রত্নাকরের কাজই ছিল মানুষের সম্পত্তি লুটপাট করা। তবে বহু পণ্ডিতরা বলে থাকেন যে আর্যরা যখন ভারতে আসে তারা স্থানীয় বাসিন্দাদের ধন সম্পত্তি লুটপাট করতে শুরু করে। লুটপাট করতে আর্যরা ভালো পারতেন। আর্যদের লক্ষ্য ছিল অনার্যদের সম্পত্তি লুট করে তাদেরকে ভারত থেকে বহিস্কার করে দেওয়া।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

অমৃতময় জল কপটের নিকট
তিক্ত লবনময়, তীরে যাইয়াও
তার তৃষ্ণা নিবারিত হয় না
মাটির শরীর মাটি হবে মাটি
ছাড়া নাই বিধান, মাটিরে তুই
কররে খাঁটি অমৃতেরই
এনে নিদান ।।।।।।

স্বামী বিবেকানন্দের কর্ম চিন্তা

স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, মানব শক্তি হচ্ছে এই জগতের সবচেয়ে বড় শক্তি। এই শক্তিকে উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করতে হবে। মানুষের বিপদের সময়ে গিয়ে পাশে দাঁড়াতে হবে। নিজের মনকে সম্পদশালী করতে হবে। পিছনে ফিরে তাকালে চলবে না। সব সময়ে সম্মুখের দিকে তাকিয়ে চলবে হবে। বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। তাদেরকে পরাস্ত করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মা সরদা সেই শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন। নরেনকে জয় করার শক্তি দিয়েছিলেন।শত্রুকে পরাস্ত করার শক্তি দিয়েছিলেন।

আজও কেন বাঙালির অন্তরালে বিপ্লবী পুলিন বিহারী দাস ?

রবীন্দ্রকুমার শীল

সবচেয়ে বেশি আমাদের দুর্ভাগ্য যে বিপ্লবী পুলিন বিহারী দাসকে আজকে বাঙালিদের কাছে পরিচয় করিয়ে দিতে হচ্ছে। এর চেয়ে বড় লজ্জা আর হতে পারে না। বাংলা বিপ্লবী আন্দোলনের সূচনা কালে যাঁদের অবদান উল্লেখযোগ্য তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বিপ্লবী পুলিন বিহারী দাস। ১৯০০ সালে কলকাতায় সতীশ মুখার্জি এবং নিবারণ ভট্টচার্যের প্রচেষ্টায় একটি বিপ্লবী দল 'আত্মোন্নতি সমিতি' প্রতিষ্ঠা হল। এর সঙ্গে যুক্ত হলেন বিপ্লবী বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী। অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠা হয়েছিল কলকাতায় ১৯০২ সালে। ব্যাবিস্টার প্রমথ নাথ মিত্র সভাপতি এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস এবং বিপ্লবী অরবিন্দ ছিলেন সহ সভাপতি। ১৯০৬ সলে ঢাকা অনুশীলন সমিতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন পুলিন বিহারী দাস (১৮৭৭-১৯৪৯)। সেই সময়ে 'সারথী যুবক মণ্ডলী' নামে কট্টর বিপ্লবী সংগঠন গড়ে ওঠে সশস্ত্র সংগ্রামে মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে। কলকাতা অনুশীলন সমিতি থেকেও ঢাকা অনুশীলন সমিতির সদস্যরা অতি সক্রিয় হয়ে উঠতে শুরু করেছিল। এর জন্য পুলিন বিহারী বিপ্লবী চিন্তা কাজ করেছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে গুপ্ত আন্দোলন করার মানসিকতা তখনও বাংলা গ্রহণ করেনি। কিন্তু ১৯০৫ সালে বাংলা ভাগ করতে গিয়ে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালো বাংলা। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সারা ভারতে বিপ্লবী আন্দোলন ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। অনুশীলন সমিতি শুধু কলকাতা এবং ঢাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। বাংলার বাইরে অনুশীলন সমিতির শাখা বিপ্লবী দফতর খোলা হয়। কাশীতে অনুশীলন সমিতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন শচীন্দ্রনাথ সান্যাল। তিনি লিখে ছেন,'' ১৯০৬-০৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশে যে প্রবল স্রোত বহিয়া যায়, সে স্রোত বাংলাদেশেই আবদ্ধ থাকে না। কতকটা বাংলাদেশের অনুকরণে, কতকটা বাংলার অনুপ্রেরণার বশে অখণ্ড ভারতবর্ষের নানা স্থানে বিপ্লবী কেন্দ্র গড়িয়া উঠিতেছিল। তাহার ফলে দিল্লি, কাশী লাহোরেও বিপ্লবী কেন্দ্রের সৃষ্টি হয়" (ভারতের বিপ্লবী প্রচেষ্টা)। পুলিন বিহারী দাসকে বহুবার অনুরোধ করার পর তিনি একটি আত্মজীবনী রচনা করে গিয়েছেন। সেই বইটির নাম হচ্ছে 'আমার জীবন কাহিনী'। এটি একটি নিঃসন্দেহে অমূল্য ঐতিহাসিক দলিল। বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনে বহু অজানা ঘটনার প্রকাশ এই বইটির মধ্যে রয়েছে। বাঙালি এবং বাংলাকে চিনতে গেলে বাংলার ইতিহাস পড়ার যেমন প্রয়োজন রয়েছে ঠিক তেমনি স্বাধীনতা আন্দোলনের বাংলার অবদানের কথাও আমাদের জানা উচিত। আজকে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন তথা গুপ্ত বিপ্লবী আন্দোলন ক্রমশ ঢাকা বা চাপা পড়তে শুরু করে দিয়েছে। বাংলা যে এক সময়ে মানসিক এবং শারীরিক দিয়ে শক্তিশালী ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় এই সব বিপ্লবী আন্দোলনের বাংলার অবদানের মধ্যে থেকে। বাংলাকে মানসিক দিক দিয়ে শক্তিশালী করার উদ্যোগ যেমন গ্রহণ করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ পাশাপাশি প্রত্যক্ষভাবে ময়দানে নেমে বাংলার যুবকদের শারীরিক এবং মানসিক শক্তি গড়ার দিকে নজর দিতে শুরু করেছিলেন পুলিনী বিহারী দাস। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন ইরেজ জাত হচ্ছে মানসিক এবং শারীরিক দিক দিয়ে খুবই শক্তিশালী।

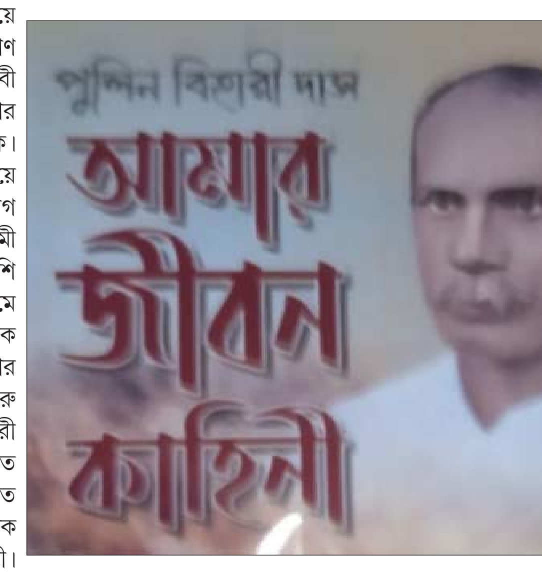

এর ফলে তারা সারা বিশ্বকে জয় করতে সক্ষম হয়েছে। বাংলার তরুণদের ইংরেজ শাসকদের চেয়ে আরও বেশি শক্তিশালী হওয়ার খুবই প্রয়োজন। না হলে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে বাংলার হার হতে পারে। ওঁনার মত ছিল, ' আবেগ ও উচ্ছ্বাসের বশে প্রাণ ত্যাগ করাতে বিশেষ কোনো ইষ্টসাধন হয় না।" প্রয়োজন জ্ঞান, বুদ্ধি, তার সঠিক প্রয়োগ, তার জন্য যা যা কর্তব্য তাই করণীয়। পুলিন বিহারী যে ধরনের বিপ্লবী চেতনাকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করতেন তার সঙ্গে অনেকেই মত মেলাতে পারেনি। পুলিন বিহারী দাস তাঁর সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসেননি। তিনি মনে করতেন বিপ্লবী আন্দোলন করতে গেলে শুধু মাত্র হঠকারিতার মধ্যে দিয়ে কাজ করতে গেলে তা ব্যর্থ হতে বাধ্য। বিপ্লবী আন্দোলন করতে গেলে তার সুস্থ এবং সর্বজনীন শক্তির খুবই প্রয়োজন রয়েছে। বিপ্লবী আন্দোলন কারোর নিজস্ব আন্দোলন নয়। এটা দেশকে পরাধীনতার হাত থেকে মুক্ত করার লড়াই। এই লড়াইতে সবার অংশ গ্রহণের খুবই প্রয়োজন। সবাই এর সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। কিন্তু দেখতে পাওয়া গিয়েছিল একটি সময়ে বাংলার বিপ্লবী আন্দোলন ব্যক্তিগত আন্দোলনে পরিণত হয়েছে।

বাংলার বিপ্লবী আন্দোলন ব্যক্তিগত আন্দোলনে পরিণত হওয়ার ফলে তাকে ইংরেজ শাসকেরা নির্মূল করে দিয়ে পেরেছিল। সাধারণ জনগণ রাস্তায় নেমে আসেনি বিপ্লবী আন্দোলকে সমর্থন করতে। খুবই গোপনে সামান্য কয়েকজন ইরেজ শাসকদের ভারত থেকে বিতারিত করতে উদ্যোগী হয়েছিল। যদি এর পিছনে বাংলার প্রতিটি বাসিন্দাদের সমর্থন থাকতো এবং তারা যদি প্রকাশ্যে মিলিত হয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে অবতীর্ণ হতো তাহলে কিন্তু বাংলার বিপ্লবী আন্দোলন যে উচ্চ পর্যায়ের উপনীত হয়েছিল সেখান থেকে ১৯৪৭ সালের আগেই ভারত স্বাধীনতা লাভ করতে সক্ষম হতো। কিন্তু তা করতে পারলো না তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে বাংলার বিপ্লবী আন্দোলন ব্যক্তিগত আন্দোলনে পরিণত হল। তবে বলতে হয় বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন সর্বজনীন আন্দোলনে পরিণত হতে পেরেছিল। সবাই নিজ বর্ণ জাতির ভেদভেদ ভুলে বাংলাকে এক করতে হবে, বাংলার সংস্কৃতিকে ভাগ করা চলবে না এই ধরনের মানসিকতা গ্রহণ করে সারা বাংরা জুড়ে ব্যাপক আন্দোলন মাথা চাড়া দেওয়ার ফলে ইরেজ শাসকেরা পরবর্তীকালে বাংলা ভাগ করার সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করে। এটা বাঙলির আন্দোলনের বড় জয় বলে গ্রহণ করে নিতে হবে। বিপ্লবী পুলিন বিহারী দাস এই ভাবনায় বশবর্তী ছিলেন। তিনি চাইতেন সবাই ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করুক। ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তি তো কারোর একার হতে পারে না। ভারত স্বাধীনতা লাভ করলে সবাই স্বাধীন ভারতের নাগরিক হতে পারবে। বিশ্বের কাছে স্বগর্বে বলতে পারবে আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক। এটাই হবে ভারতের জনগণের রাজটিকা। এটাই বারবার পুলিনী বিহারী সবাইকে বোঝাতে চেয়েছেন। ভারতের স্বাধীনতা যজ্ঞে সবার আত্মত্যাগ করার খুবই প্রয়োজন। তার জন্য শারীরিক এবং মানসিক শক্তির অধিকারী হতে হবে। মনে রাখতে হবে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী জাত হচ্ছে ইংরেজ। তাদের বিদ্যা বুদ্ধি এবং শক্তির কাছে সবাই পরাস্ত। সেই বিপুল শক্তির অধিকারী ইরেজ শাসকেরা হচ্ছে ভারত শত্রু। এদের সঙ্গে লড়াই করতে গেলে প্রবল থেকে প্রবলতর শক্তি অর্জন করতে হবে। ঐক্যবদ্ধ শক্তি দিয়ে লড়াই করতে হবে। বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন লড়াই করে ভারত থেকে ইংরেজদের ভারত থেকে বিতারিত করা একেবারে অসম্ভব। এই বোধটা কাজ করে গিয়েছিল বিপ্লবী পুলিন বিহারী দাসের মধ্যে প্রথম থেকেই। তিনি সবাইকে শক্তির সাধনা করতে বলেছিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলন দুর্বল জাতির আন্দোলন নয়। স্বাধীনতা আন্দোলন হচ্ছে বীরের আন্দোলন। সেই কারণে তিনি মহাত্মা গান্ধির মতের সঙ্গে এক হতে পারেননি। তিনি সুভাষ বোসের মতের প্রশংসা করেছিলেন। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পুলিন বিহারী দাস সম্পর্কে স্যার আশুতোষ মুখে পাধ্যায় বলেছিলেন- ''Pulin must be laudable man''। কলকাতায় পুলিন বিহারীর সবচেয়ে বড় কাজ হচ্ছে 'বঙ্গীয় ব্যায়াম সমিতি প্রতিষ্ঠা করা। ১৯২৮ সালে এই সমিতি' প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। পরে এটি 'পুলিন দাসের আখড়া' হিসাবে প্রচার লাভ করে। ১৯৩০ সালে কলকাতায় তৎকালীন মেয়র সুভাষচন্দ্র বোস দীর্ঘ মেয়াদি লিজে জমি দিয়েছিলেন এখানে এই সমিতি প্রতিষ্ঠা করার জন্য। আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস এই সমিতির পৃষ্টপোষক ছিলেন। তাঁর স্ত্রী অবলা বসু সেখানে নারী শক্তি বিকাশের ভাবনাকে প্রতিষ্ঠা করার কাজে লিপ্ত ছিলেন। ১৯৪৬ সালে দাঙ্গার সময়ে 'বঙ্গীয় ব্যায়াম সমিতি' একটি বড় ভূমিকা পালন করেছিল। বিপ্লবী পুলিন বিহারী দাস ভারতের স্বাধীনতা দেখে গিয়েছিলেন। তিনি এই স্বাধীনতা লাভের আশায় তো জীবন ত্যাগ করেনি! সেই কারণে তিনি ১৯৪৭ সালে ১৫ আগস্ট 'বঙ্গীয় ব্যায়াম সমিতি' প্রাঙ্গনে লাল পতাকা উত্তোলন করলেন। তিনি সেদিন উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত করলেন, '' সে পতাকা কমিউনিস্ট পার্টির লাল পতাকা নয়, প্রকৃত লাল পতাকা।"

সমাজবাদী বিপ্লবী সমর বসু লিখেছেন,'' পুলিনবাবু উচ্চকণ্ঠে বললেন আমার জন্মভূমি, আমার ভারতমাতা, ক্ষত-বিক্ষত দ্বিখণ্ডিত এবং রক্তাক্ত কলেবর; কোনো দেশপ্রেমিকের তা কাম্য হতে পারে না। তাই খণ্ডিতরক্তাক্ত মাতৃভূমির যথার্থ স্বাধীনতা না আসা পর্যন্ত এই রক্ত পতাকা উড্ডীন থাকবে।"প্রশ্ন থাকছে আজও কী ভারতবাসী যর্থাথ স্বাধীনতা লাভ করতে পেরেছে? এর উত্তর জনগণই দিক। পুলিন বিহারী দাসের রচিত ''আমার জীবন কাহিনী' বইটি প্রথম প্রকাশ ঘটেছিল ১৯৮৭ সালে মে মাসে। তারপরে দ্বিতীয় প্রকাশ লাভ করলো ২০২৩ সালে। বইটি সম্পাদনা করেছেন বিশ্বরঞ্জন দাস এবং মনীশরঞ্জন দাস মহাশয়দ্বয়। প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ অমলেন্দু দে বইটিতে মূল্যবান ঐতিহাসির বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি লিখেছেন, ''পুলিন বিহারীর রাজনৈতিক জীবনের সময়কাল ছিল চৌদ্দ বছর, ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯২০ খি স্টাব্দ পর্যন্ত। এই সময়কালকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায়ঃ ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯১০ খ্রিস্টাব্দ; (খ) ১৯১১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ; (গ) ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে মে মাস থেকে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দ। প্রথম স্তরটিকে তাঁর রাজনৈতিক জীবন বলে উল্লেখ করা যায়। পুলিন বিহারী দাসকে কি ইংরেজ সরকার খুবই ভয় পেত? নাহলে তাঁকে বারবার কারাগারে রাখা এবং অন্তরীন রাখার প্রয়োজন দেখা দিল কেন? এর বিচার বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাওয়া যাবে যে ইংরেজ সরকার বিপ্লবী আন্দোলনের গোড়া কেটে দিতে চেষ্টা করছিল। মূল শিকড়গুলিকে যদি উপড়ে ফেলা যায় তাহলে বাংলার বিপ্লবী আন্দোলন তৈরি করা সম্ভব হবে না। সেই কারণে বারবার পুলিন বিহারী দাসের ওপরে পুলিশ কড়া নজর রাখতে শুরু করে। ১৯০৮ সালে অনুশীলন সমিতি বেআইনী ঘোষিত হল। পাঞ্জাবের মন্টোগোমারি জেলে বিনা বিচারে বন্দি চৌদ্দ মাস। ১৯১০ সালে ঢাকা জেলে বন্দি। ১৯১১ সালে ৭ আগস্ট আদালতের রায়ে তাঁকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। ১৯১২ সালে কলকাতা হাইকোর্টে আবেদন করার ফলে তাঁকে সাত বছর দ্বীপান্তর। ১৯১৮ সালে আন্দামান জেল থেকে তাঁকে নিয়ে এসে মাদ্রাজ জেলে রাখা। তারপরে কৃষ্ণনগর জেলে এবং কলকাতার ইলিসিয়াম রোডে পুলিশি হেফাজতে থাকা। পরে নিজ বাড়ি লোনসিংহ গ্রামে অন্তরীন থাকা। এত বছর কাগারারে থেকেও তিনি কোনও সময়ে বিপ্লবী আন্দোলনে নিরাশ হননি। কারাগার থেকে তিনি নতুন উৎসাহ উদ্দিপনা লাভ করে আবার নতুন করে বিপ্লবী সংগঠনকে মজবুত করেছেন। কোনও কাজে নিরাশ হতে নেই তাঁকে দেখে এই শিক্ষা গ্রহণ করার সময় এসে গিয়েছে।

শৈশব মানে একরাশ খুশি, শৈশব মানে হাওয়াই মিঠাই

বিসে, প্রতিবেদক ঃ শৈশব মানে একরাশ খুশি, শৈশব মানে সবুজ ঘাসে ভরা মাঠে রঙিন বল পায়ে দৌড়ে বেড়ানো একপাল ক্ষুদে বাচ্ছার দল, শৈশব মানে হাওয়াই মিঠাই , পুকুরে ঝাঁপ দিয়ে স্নান , চুরি করে খাওয়া আমের আচার। কিন্তু কালের প্রবাহে আজ সবই প্রায় লুপ্ত। শৈশব আজ পরিচালিত হচ্ছে মুঠো ফোনে। খেলার মাঠের সাথে সম্পর্ক তো বহুতলের বেড়াজালে খেলার মাঠের ধারনাও স্পষ্ট নয় আজকের প্রজন্মের কাছে। মূলত, মোবাইল ফোনের প্রসার এবং ডিজিটাল প্রযুক্তির উত্থানের সাথে, শিশুদের খেলার অভিজ্ঞতা ক্রমবর্ধমানভাবে শারীরিক স্থান থেকে ভার্চুয়াল অঞ্চলে স্থানান্তরিত হয়েছে। বিজ্ঞানের অগ্রগতির একটি অন্যত্তম পাথর ফলক এই মুঠো ফোন বা মোবাইল। সাধারনত মোবাইল ফোন আমাদের আশেপাশের বিশ্বের সাথে যোগাযোগ করার, তথ্য অ্যাক্সেস করার এবং সংযুক্ত থাকার পদ্ধতিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। শিশুদের জন্য, বর্তমানে এই ডিভাইসগুলি সর্বব্যাপী সরঞ্জাম হয়ে উঠেছে যা তাদের নখদর্পণে বিনোদন, শিক্ষা এবং সামাজিক সংযোগ সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করে থাকে। বর্তমান সময়ে মোবাইল ফোনের কম্প্যাক্ট প্রকৃতি এবং অ্যাক্সেসযোগ্যতা একটি খেলার মাঠের ঐতিহ্যগত ধারণাকে নস্যাৎ করে খেলার মাঠের এক নতুন সমীকরন তৈরী করেছে নব প্রজন্মের কাছে। হাতে মোবাইল ফোন থাকায়, শিশুরা এখন ডিজিটাল খেলার মাঠে ডুবে আছে। তারা ভিডিও গেম খেলা, সোশ্যাল মিডিয়া ব্রাউজ করা, ভিডিও দেখা এবং শিক্ষামূলক অ্যাপ অন্বেষণ সহ বিস্তৃত ক্রিয়াকলাপে জড়িত। এই পরিবর্তন শিশুর বৌদ্ধিক বিকাশ ও জানার পরিধিকে বহুমুখী করে তোলে, শুধু তাই নয় ভার্চুয়াল অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষামূলক জিজ্ঞাসা তৈরী করে। মোবাইলের কিছু ভাল দিক রয়েছে যেমন, এটি ইন্টারেক্টিভ গেম এবং শিক্ষামূলক অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে

শিশুদের জ্ঞানের বিকাশ, সমস্যা সমাধান এবং সৃজনশীলতার সুযোগ প্রদান করে। মোবাইল ফোনগুলিতে প্রচুর পরিমাণে তথ্য সহজে অ্যাক্সেস করা সম্ভব হয়, যার দ্বারা শিক্ষাকে গতি প্রদান করা সম্ভ হয়ে ওঠে এবং শিশুদের জ্ঞানের দিগন্তকে ও প্রসারিত করে। উপরন্তু, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলি সংযোগ স্থাপনে ও দ্রুততা আনে, যা শিশুদের বিভিন্ন অবস্থানের সাথে মিথস্ক্রিয়া করতে সক্ষম করে তোলে। তবে এর ব্যবহারের কিছু খারপ প্রভাব ও রয়েছে, অতিরিক্ত স্ক্রীন টাইম শিশুদের শারীরিক স্বাস্থ্যের উপর সম্ভাব্য প্রভাব ফেলতে পারে, এর প্রভাবে শিশুদের বাইরের ক্রিয়াকলাপ হ্রাস পায়। অধিকন্তু, অনুপযুক্ত বিষয়বস্তু, সাইবার বুলিং, এবং গোপনীয়তার ঝুঁকিতে সীমাহীন অ্যাক্সেসের সম্ভাব্য নেতিবাচক প্রভাব শিশু মনে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। সেক্ষেত্রে, স্ক্রিন টাইম এবং অ্যাক্সেসের ধরনগুলির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা, সেইসাথে ডিজিটাল সাক্ষরতা এবং দায়িত্বশীল অনলাইন আচরণকে বিধিবদ্ধতার সাথে পরিচালিত করতে হবে, তবেই এই বিবর্তিত পরিকাঠামোকে সঠিক ভাবে ব্যবহার করা সম্ভব। সেক্ষেত্রে পিতামাতা অভিভাবককে মোবাইল ফোন এবং ডিজিটাল খেলার মাঠের সাথে শিশুদের সম্পৃক্ততার দিকনির্দেশনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। তবেই শিশুকে ডিজিটাল বাতাবরন থেকে সুরক্ষিত রেখে তার বৃদ্ধি ও বিকাশকে গতি প্রদান করা সম্ভব হবে। মোবাইল ফোন নিঃসন্দেহে শৈশবের খেলার মাঠের ধারণাকে রূপান্তরিত করেছে,তবে নিঃ সন্দেহে ডিজিটালাইজেশন সৃজনশীলতা এবং সামাজিক মিথস্ক্রিয়া বিস্তারের অনন্য সুযোগ দেয়। বর্তমান সময়ে ডিজিটাল নেটওয়ার্কের যে একটি বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে তা বলার অবকাশ রাখে না। তবে ডিজিটাল এবং ঐতিহ্যগত খেলার অভিজ্ঞতার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সামগ্রিক খেলার ধারনা, নির্দেশিকা প্রদান, এবং ডিজিটাল সাক্ষরতা বৃদ্ধি করতে না পারলে সেক্ষেত্রে ডিজিটালাইজেশনের যে কুপ্রভাব তা শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশকে প্রভাবিত করতে পারে।

আরএসএসের নীতিই বিজেপিতে প্রতিফলিত

রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘের আর্শিবাদ নিয়েই বিজেপি দলটা তৈরি। যদিও শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বিজেপি দলটা করে ছিলেন। কিন্তু তাঁর হিন্দু মহাসভা সেই সময়ে ভারতের রাজনীতিতে বিশেষ স্থান গ্রহণ করে। এখ ন আরএসএস-এর আর্শিবাদ নিয়ে বিজেপি দলটা চলে। বিজেপির সঙ্গে আরএসএসের একটি অলিখিত চুক্তি রয়েছে। সেই অলিখিত চুক্তিটা হচ্ছে আরএসএসের লোকেরা বিজেপিতে ঢুকে দলের নেতৃত্বের পদে অধিষ্ঠিত হবেন। এখন বিজেপিতে এখন যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন তারা সবাই আরএসএসের লোক। আরএসএসকে সবাই ভয় পায়। কংগ্রেস থেকে শুরু করে কাশ্মীরের ন্যাশনাল পার্টির নেতারা পর্যন্ত আরএসএস আতঙ্কে আতঙ্কিত। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে আরএসএস একটি শক্তিশালী সংগঠন যাদের লক্ষ্য হচ্ছে ভারতের হিন্দু রাষ্ট্র নির্মাণ করা। মুসলিমদের জন্য পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু হিন্দুদের জন্য এখনও পর্যন্ত কোনও রাষ্ট্র তৈরি হয়নি। সেই কারণে আরএসএসের মূল লক্ষ্য হচ্ছে ভারতে হিন্দু রাষ্ট্র নির্মাণ করা। কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের একেবারে নিকেশ করে দেওয়ার শপথ গ্রহণ করেছে আরএসএস। আরএসএস এখন বিজেপিকে সামনে রেখে তাদের মূল আদর্শের দিকে এগিয়ে চলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করতে বিজেপি সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে শুরু করে দিয়েছে। সেই আরএসএস পরিচালিত রাজনৈতিক দল বিজেপিকে পরাস্ত করা সম্ভব নয়। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে আরএসএস একটি শৃঙ্খলিত দল। ফলে বিজেপিকে সবাই ভয় পায়। কংগ্রেস দলের পূর্বতন নেতারা আরএসএসকে নিষিদ্ধ সংগঠন হিসাবে ঘোষণা দিয়েছিল। বেশ কয়েক বছর আরএসএস ভারতবর্ষে নিষিদ্ধ সংগঠন হিসাবে পরিচিত ছিল । কিন্তু তারপরে এই নিষিদ্ধ করার চিন্তাধারাকে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। তখন থেকেই আবার আরএসএস সারা ভারতবর্ষে সক্রিয় হয়ে উঠতে শুরু করে দেয়।

সবাইকে এক জায়গায় আনার কাজ করেছে ঃ মোদী

(পূর্ব প্রকাশের পর) প্রজন্মের অনেক ভাবে সাহায্য করে। অনেক সময় মিউজিয়াম-এ আমরা নতুন অভিজ্ঞতা হয়, তো কখনো কখনো অনেক কিছু শিখতে পারি। কিছু দিন আগে ভারতে আন্তর্জাতিক সংগ্রহশালার এক্সপোর আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে বিশ্বের ১২০০-এর ও বেশী মিউজিয়াম এর বিশেষত্ব প্রদর্শন করা হয়েছিল। আমাদের এখানে ভারতে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের অনেক মিউজিয়াম আছে, যা আমাদের অতীত এর সঙ্গে জড়িত অনেক অজানা তথ্যকে প্রদর্শন করে, যেরকম গুরুগ্রামে একটি ক্যামেরার অনন্য সংগ্রহশালা আছে, এখানে ১৮৬০ সালের পর থেকে ৮০০০ এরও বেশি ক্যামেরার সংগ্রহ রযেছে। তামিলনাড়ুর মিউজিয়াম অফ পসিবিলিটিজে আমাদের ভিন্ন ভাবে সক্ষম বন্ধুদের কথা মাথায় রেখে নকশা করা হয়েছে। মুম্বাইয়ের ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ বাস্তু সংগ্রহালয় একটি এমন মিউজিয়াম যেখানে ৭০ হাজারেরও বেশি সামগ্রী সংরক্ষিত করা হয়েছে। ২০১০ সালে স্থাপিত ইন্ডিয়ান মেমারি প্রজেক্ট এক ধরনের অনলাইন মিউজিয়াম। এটি পৃথিবীব্যাপী পাঠানো ছবি এবং গল্পের মাধ্যমে ভারতের গৌরবময় ইতিহাসের সংযোগ সূত্রকে জোড়ার কাজ করে চলেছে। বিভাজনের বিভীষিকার সঙ্গে জড়িত স্মৃতিকেও সামনে আনার পয়াস করা হচ্ছে। বিগত বছরেও আমরা ভারতে নতুন নতুন ধরনের মিউজিয়াম আর স্মারক তৈরি হতে দেখেছি। স্বাধীনতা সংগ্রামে আদিবাসী ভাই বোনেদের অংশগ্রহণের উপর সমর্পিত দশটি নতুন মিউজিয়াম তৈরি করা হচ্ছে। কলকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল এর বিপ্লবী ভারত গ্যালারিই হোক বা জালিয়ানওয়ালাবাগ মেমোরিয়ালকে পুনরুদ্ধার, দেশের সব পূর্ব প্রধানমন্ত্রীদেরকে সমর্পিত পি এম মিউজিয়ামও আজ দিল্লীর শোভা বর্ধন করছে। দিল্লির ন্যাশনাল ওয়ার মেমোরিয়াল এবং পুলিশ মেমোরিয়াল-এ প্রত্যেকদিন অনেক মানুষ শহীদদের শ্রদ্ধা জানাতে আসেন। ঐতিহাসিক ডান্ডি যাত্রাকে সমর্পিত ডান্ডি মেমোরিয়াল হোক বা স্ট্যাচু অফ ইউনিটি মিউজিয়াম। যাই হোক, আমাদের এখানেই থেমে যাওয়া উচিত কারণ দেশ ব্যাপী সংগ্রহশালাগুলির তালিকা অনেক লম্বা আর প্রথমবার দেশে সমস্ত মিউজিয়ামের সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংকলন করা হচ্ছে। মিউজিয়াম কোন থিম এর উপর তৈরি করা হয়েছে, ওখানে কোন ধরনের কি বস্তু রাখা আছে, সংগ্রহশালার সঙ্গে কি ভাবে যোগাযোগ করা যাবে, এই সমস্ত কিছুই একটি অনলাইন ডিরেক্টারির মধ্যে একসঙ্গে রাখা হচ্ছে। আমি আপনাদের অনুরোধ করছি আপনারা যখনই সুযোগ পাবেন, নিজের দেশের এই সংগ্রহশালাগুলো অবশ্যই দেখতে যাবেন। আপনারা সেখানে আকর্ষণীয় ছবিগুলি (হ্যাশট্যাগ) Museum Memories এ সকলের সঙ্গে ভাগ করতে ভুলে যাবেন না যেন। এইভাবে আমাদের গৌরবময় সংস্কৃতির সঙ্গে আমাদের ভারতীয়দের সংযোগ আরও শক্তিশালী হবে। আমার প্রিয় দেশবাসী, আমরা সবাই নিশ্চয়ই একটি কথা বহুবার শুনেছি, বারবার শুনেছি বিন পানি সব সুন। জল ছাড়া জীবন সংকট তো দেখা দেবেই, ব্যক্তি এবং দেশের উন্নয়নও থমকে যায়। ভবিষ্যতের এই চ্যালেঞ্জকে সামনে রেখে আজ দেশের প্রতিটি জেলায় ৭৫টি অমৃত সরোবর কাটা হচ্ছে। আমাদের অমৃত সরোবর এইজন্য গুরুত্বপূর্ণ, কারণ, এইগুলি স্বাধীনতার অমৃত কালের সময় নির্মিত হচ্ছে এবং এতে মানুষের অমৃত প্রচেষ্টা জড়িয়ে আছে। আপনারা জেনে খুশি হবেন যে এখনও পর্যন্ত ৫০ হাজারেরও বেশি অমৃত সরোবর কাটা হয়েছে। জল সংরক্ষণের লক্ষ্যে এটি একটি বড় পদক্ষেপ। বন্ধুরা, আমরা প্রতি গ্রীষ্মে এইভাবে, জল সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জগুলি নিয়ে কথা বলতে থাকি। এবারও আমরা এই বিষয়ে বলব, তবে এবার আমরা আলোচনা করব জল সংরক্ষণ সম্পর্কিত নতুন উদ্যোগ নিয়ে। একটি স্টার্ট আপস আছে - ফ্লাক্সজেন। এই স্টার্ট আপ, আইওটি এনাবেল্ড প্রযুক্তির মাধ্যমে জল সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনার বিকল্প দেয়। এই প্রযুক্তি জল ব্যবহারের ধারাকে বদলে দেবে এবং নিত্য ব্যবহারে সাহায্য করবে। আরেকটি স্টার্ট আপ হল লিভএনসেন্স। (ক্রমশ)

হেরিটেজ

মধ্যযুগে বাংলার সাহিত্য সম্পদ হচ্ছে মঙ্গল কাব্য

মধ্যযুগে বাংলার সাহিত্য সম্পদ হচ্ছে মঙ্গল কাব্য। মঙ্গলকাব্য রচিত হয়েছিল মা মনসার বা সর্প দেবীর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য। মঙ্গল কাব্য এক সময়ে রামায়ণ এবং মহাভারতের চেয়ে জনপ্রিয় ছিল। রামায়ণ বাংলায় রচনা করেছিলেন কৃত্তিবাস ওঝা। মহাভারত বাংলায় রচনা করেছিলেন কাশীরাম দাস। কাশীরাম দাসের মহাভারতের খুব নাম গান রয়েছে। মধ্য যুগের সাহিত্য ছিল মূলত কাব্য সাহিত্য। সেই সময়ে মঙ্গল কাব্য গীত হয়ে পরিবেশিত হতো। গান সুর ছিল মধ্য যুগের সাহিত্যে। প্রথম গদ্য সাহিত্য সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল চৈতন্যদেবের আমল থেকে। এর আগে সবই ছিল পদ্য সাহিত্য। মঙ্গল কাব্য ছিল পদ্য সাহিত্য। বৈষ্ণব পদাবলীও ছিল পদ্য সাহিত্য। কিন্তু চৈতন্যদেব গদ্য সাহিত্য সৃষ্টি করার চেষ্টা করে গিয়েছিলেন। তবে মঙ্গল কাব্য ছিল মূলত শক্তি পুজোর আরাধনা। মঙ্গল কাব্য রচিত হয়েছে তখন বাংলায় সাপের প্রচুর উপদ্রব ছিল। বহু লোক সাপে কামড়ে মারা যেত। তখন সাপের কামড়ে কোনও চিকিৎসা ছিল না। একমাত্র ওঝা ছাড়া। কিন্তু কোনও ওঝাও বিষাক্ত সাপের কামড় থেকে মানুষকে রক্ষা করতে পারতো না। ফলে সাপের দেবী মা মনসার পুজো শুরু হল। বাংলায় মঙ্গলকাব্য সূচনা হলো। যদিও শিবায়ন কাব্য এসে গিয়েছে মঙ্গল কাব্যে। তবে সেটা অনেক পরে। মধ্য যুগটা ছিল ধর্মান্ধদের যুগ। তখন বাংলার সমাজকে ধর্ম পরিচালিত করতো। ধর্মই মানুষকে পথ দেখাতো। চৈতন্যদেবই প্রথম ধর্মটাকে একেবারে ভক্তিরসে সিক্ত করে দিলেন। তিনি পথ দেখ ালেন যে ঈশ্বর ভজনা করতে গেলে পুজো বা মানত করার কোনও প্রয়োজন হয় না। ঈশ্বর মানুষের মনে বসবাস করে থাকেন।

নবজোয়ার যাত্রাপথে অভিষেকের নিরাপত্তারক্ষীর ধাক্কায় আহত মন্ত্রী

নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়লেন মন্ত্রীর অনুগামীরাও

দুরন্ত বার্তা, পটাশপুর, ৩১ মে ঃ কোচবিহার থেকে দীর্ঘ দু'মাস ব্যাপী জনসংযোগ যাত্রা শুরু করেছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার জনসংযোগ যাত্রা নিয়ে পূর্ব মেদিনীপুরে পৌঁছেছেন অভিষেক। বুধবারও তৃণমূল নেতার রোড শো শেষের পর ঘটল এক অপ্রীতিকর ঘটনা। অভিষেকের নিরাপত্তারক্ষীদের হাতে ধাক্কা খেতে হল রাজ্যের এক মন্ত্রীকে। নবজোয়ারে অভিষেকের নিরাপত্তারক্ষীর হাতে ধাক্কা খেয়ে আহত হলেন কারামন্ত্রী অখিল গিরি। বুধবার উত্তর কাঁথির মুকুন্দপুরে অভিষেকের র‍্যালির পর এই ঘটনা ঘটেছে। মুকুন্দপুরের চণ্ডীভেটিতে রোড শো শেষের পর অখিল যখন হেঁটে তাঁর গাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন, তখন নিরাপত্তারক্ষীরা তাঁকে ঠেলে সরিয়ে দেন বলে অভিযোগ। নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে সামান্য আহত হয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মন্ত্রীসভার এই সদস্য। অভিষেকের নিরাপত্তার দায়িত্বে মোতায়েন থাকা নিরাপত্তারক্ষীদের এই আচরণে খানিক হকচকিয়ে যান মন্ত্রী। অখিলের অনুগামীরাও নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়েন। এই ঘটনার পর প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় অখিল বলেন, নিরাপত্তারক্ষীরা আমাকে ঠেলে সরিয়ে দেয়। আমি হাতে প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছি। এই ঘটনার পর জেলার রাজনীতিতে নতুন করে শোরগোল শুরু হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে অভিষেকের নিরাপত্তার বহর নিয়ে রাজ্য সরকারকে কটাক্ষ করেছে বিরোধীরা। তৃণমূল নেতাদের একাংশও আড়ালে অভিযোগ করেন, নিরাপত্তারক্ষীদের বাড়াবাড়ির জন্য তৃণমূল নেতার কাছে পৌঁছতে তাঁদের সমস্যা হয়। এদিনের ঘটনার পর ফের একবার প্রশ্ন উঠছে, রাজ্যের মন্ত্রীর যদি এই অবস্থা হয়, তবে সাধারণ তৃণমূলকর্মীদের অবস্থা কী বোঝা যাচ্ছে। পূর্ব মেদিনীপুরের অভিষেকের নিরাপত্তার বহর নিয়ে প্রশ্ন তুলে তীব্র কটাক্ষ করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। টুইটে তিনি লেখেন, দেশে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা পেয়ে থাকেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, তাই তো? ভুল! দেখুন ভাইপোর নিরাপত্তার জন্য একদিনে ২ হাজার ২৪৫ জন নিরাপত্তারক্ষীকে মোতায়েন করা হয়েছে। বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের কাছেও এই নিরাপত্তা তুচ্ছ! বাংলার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ব্যাপকভাবে অবনতি হয়েছে। এই মাসেই বিস্ফোরণে শিশু, মহিলা সহ অনেকে মারা গিয়েছেন। অগুনতি রাজনৈতিক খুন হচ্ছে বাংলায়। দক্ষিণবঙ্গের সব থানা খালি। একজনের নিরাপত্তায় সব পুলিশকর্মীকে মোতায়েন করা হয়েছে। অন্যদিকে চণ্ডীপুরের ফুটবল মাঠে সভা করবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানেও কড়া নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। এই মাঠেই আট বছর আগে আক্রমণের মুখে পড়তে হয়েছিল তৎকালীন যুব তৃণমূল সভাপতিকে। অভিষেক কী বার্তা দেন, সেটাই এখন দেখার।

কাটমানি চাইলেন প্রধান

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ৩১ মে ঃ বোলপুর ব্লকের পাঁড়ুই থানার অন্তর্গত কসবা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান প্রতিমা হেমরমের বিরুদ্ধে কন্ট্রাক্টর সহ সাধারণ গ্রামবাসীদের কাছ থেকে বিভিন্ন কাজের জন্য কাটমানি চাওয়ার অভিযোগ উঠল। ইতিমধ্যেই তার একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সমাজমাধ্যমে (এই ভিডিওর সত্যতা দুরন্ত বার্তা যাঁচাই করেনি)। যাতে দেখা যাচ্ছে পঞ্চায়েত প্রধান প্রতিমা হেমব্রম দাঁড়িয়ে থাকা এক কন্ট্রাক্টর সহ গ্রামবাসীদের কাছ থেকে কাজের জন্য কমিশন দাবি করছেন। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, প্রধান কন্ট্রাক্টরকে বলছেন সবাইকে টাকা দেওয়া হচ্ছে, তাহলে আমি কমিশন পাবো না কেন! প্রধানকে একথাও বলতে শোনা যায় আমি গাড়ির তেল পুড়িয়ে তোমাদের কাজ করে দেবো সেটাই বলতে চাইছো তো? পঞ্চায়েত সদস্যরা ক'দিন পঞ্চায়েতে আসে, ওরা বিনা খেটে পয়সা পায়, আর আমি খাটবো কিছু পাবো না!

বাইক দুর্ঘটনায় মৃত্যু ২ জনের

দুরন্ত বার্তা, সাঁকরাইল, ৩১ মে ঃ পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল ২ জনের। বুধবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁকরাইল ব্লকের ডাহিচক এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এদিন একটি বাইকে ২ জন দ্রুত গতিতে ডাহিচকের দিক থেকে কেশিয়াপাতার দিকে আসার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়েরাস্তার ধারে একটি গাছে ধাক্কা মারে। গ্রামের লোকজন বিষয়টি দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে সাঁকরাইল থানার পুলিশ। ঘটনাস্থল থেকে দু'জনকে উদ্ধার করে পুলিশ স্থানীয় ভাঙ্গাগড় গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসকরা দু'জনকেই মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ সুত্রে জানা গেছে, মৃতের নাম দীপক মান্ডি, তার বয়স আনুমানিক ৩৫। আর একজন দিলীপ সরেন, তার বয়স আনুমানিক ২০ বছর। দু'জনের বাড়ি সাঁকরাইল থানার সাঁকরাইল গ্রামে। ওই ঘটনার খবর গ্রামে আসতেই মৃত দুই জনের পরিবারে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। পুলিশ মৃতদেহ দুটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঝাড়গ্রাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। পাশাপাশি ঠিক কি কারণে ওই বাইক দুর্ঘটনার ঘটনাটি ঘটেছে তা খতিয়ে খতিয়ে দেখার জন্য পুলিশ ওই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

যুবকের দেহ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৩১ মে ঃ বুধবার ভোরে মেমারি থানার অন্তর্গত রসুলপুরের রেল গেট সংলগ্ন রেললাইনের ধারে এক যুবকের দেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। স্থানীয়রা রসুলপুর স্টেশন মাস্টারকে খবর দিলে জিআরপিএফ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়। জানা যায় মৃত যুবকের নাম নিমাই দাস। বয়স আনুমানিক ২৮ বছর। মৃত নিমাই দাসের বাড়ি রসুলপুরের নতুন রাস্তা পাড়ায়। পরিবার সূত্রে জানা নিমাই দাস হোটেল ম্যানেজমেন্টের ছাত্র পাড়াতে ঠাকুর গণেশ পাগলের মেলার জন্য বাড়ি এসেছিলেন। তার সাথে পাড়ারই একটি মেয়ের সাথে প্রেমের সম্পর্ক ছিল। মঙ্গলবার রাতে মেলায় মেয়েটির সাথে দেখা করতে যান এবং সেখানে মেয়েটির বান্ধবীর সাথে কিছু বিষয় নিয়ে বচসা হওয়ার জেরে প্রেমিকার বান্ধবীর দাদা, বন্ধুরা নিমাই দাসের বাড়িতে এসে প্রাণনাশের হুমকি দেয় এবং বচসা হয়। তারপর রাত থেকেই নিমাই আর ঘরে ফেরেননি। আর বুধবার সকালে নিমাইয়ের মৃত্যু সংবাদ মেলে। নিমাই দাসের দাদা পিন্টু দাস গোটা ঘটনার জন্য প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধানকে দায়ী করেন। ভাইয়ের মৃত্যু আত্মহত্যা নয়, খুন করা হয়েছে। যদিও এখনও পর্যন্ত মেমারি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। বুধবার বিকালে নিমাই দাসের দেহ বাড়িতে পৌঁছালে পরিবার, আত্মীয় ও প্রতিবেশীরা পুলিশের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন

নিউ হাফলং স্টেশনের পুনরুন্নয়ন ও সংস্কার

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: এলএমজি/ইএনজিজি/৪৬ অফ ২০২৩, নিয়ন্ত্রণকারী দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: নিউ হাফলং স্টেশনের পুনরুন্নয়ন ও সংস্কার - অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের সাথে সম্পর্কিত সম্মুখভাগের উন্নতি, ওয়েটিং হল/রুম, প্ল্যাটফর্মের পৃষ্ঠের উন্নতি, ল্যান্ডস্কেপিং, পার্কিং এলাকার উন্নয়ন, সাইনেজ এবং আলো সহ যাত্রী সঞ্চালন এলাকায় উন্নতি এবং দিব্যাঙ্গজনের জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা এবং টয়লেট সুবিধার ব্যবস্থা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ ইত্যাদি। (পর্যায়-১)। টেন্ডার মূল্য: ₹৮,০৩,৮২,৮৯৬.৭৫/-; বিড সিকিউরিটি: ₹৫,৫১,৯০০/-; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ২৭-০৬-২০২৩ তারিখে ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা ২৮-০৬-২০২৩ তারিখে ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৭-০৬-২০২৩ তারিখে ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে।

ডিআরএম(ইঞ্জি), লামডিং

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

সার্কুলেটিং এরিয়ার আপগ্রেডেশন ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: কেআইআর/ ডিএসইউ/ ০৭ অফ ২০২৩, তারিখ: ২৬-০৫-২০২৩। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিয়ন্ত্রণকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নং ঃ ১। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ এবিএসএস ঃ- কাটিহার ডিভিশনের ডালুকা রোড স্টেশনে সার্কুলেটিং এরিয়া, প্ল্যাটফর্মের আপগ্রেডেশন সহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। টেন্ডার মূল্য ঃ ৯,০০,৮৫,৯৫৭.৭১ টাকা, বিড সিকিউরিটি ঃ ৬,০০,৪০০.০০ টাকা। টেন্ডার নং ঃ ২। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ এবিএসএস ঃ- কাটিহার ডিভিশনের ঠাকুরগঞ্জ স্টেশনে সার্কুলেটিং এরিয়া, সম্মুখ অংশের আপগ্রেডেশন সহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। টেন্ডার মূল্য ঃ ৯,৮৩,৬৯,১৬৮.৯২ টাকা, বিড সিকিউরিটি ঃ ৬,৪১,৯০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২২-০৬-২০২৩ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খুলবে ২২-০৬-২০২৩ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২২-০৬-২০২৩ তারিখের তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম. সিই/ডিএস/কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

লামডিং ডিভিশনে পি.ওয়ে রক্ষণাবেক্ষণের কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: এলএমজি/ইএনজিজি/৪১ অফ ২০২৩; নিয়ন্ত্রণকারী দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: এসএসই/পি.ওয়ে/ দিফু-এর অধীনে ওয়েল্ডিং এবং ক্লিপ এর সহায়তা, রিস্ক্রেপিং, রেল পেইন্টিং, সাইড ড্রেন পরিষ্কার এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ সহ পি.ওয়ে রক্ষণাবেক্ষণের কাজ। টেন্ডার মূল্য: ₹৩,৫৩,৬৮,০০১.৮৩/-; বিড সিকিউরিটি: ₹৩,২১,৯০০/-; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ২৭-০৬-২০২৩ তারিখে ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা ২৮-০৬-২০২৩ তারিখে ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৭-০৬-২০২৩ তারিখে ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম(ইঞ্জি), লামডিং

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

আগ্রহের প্রকাশ

এনআইটি. নং. সিএমএস/৩৫, তারিখ ঃ ২৯-০৫-২০২৩। কাজের নাম ঃ এক বছর সময়ের জন্য চিফ মেডিকাল সুপারিনটেনডেন্ট, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, আলিপুরদুয়ার জং.-এর পক্ষ থেকে রেলওয়ে সুবিধাভোগীদের চিকিৎসার জন্য সিজিএইচএস মূল্য অথবা নিজেদের হাসপাতালের মূল্য অনুযায়ী আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার জেলায় অবস্থিত সিজিএইচএস, ইসিএইচএস ও ইএসআইসি তালিকাভুক্ত মাল্টিস্পেশালিটি হাসপাতাল অথবা অন্য যে কোনও আগ্রহী ব্যক্তিগত হাসপাতালের তালিকাভুক্তির জন্য এবং সিজিএইচএস-এর সর্বশেষ মূল্য অনুযায়ী ল্যাবরেটরি ইনভেস্টিগেশন টেস্ট/প্যাথোলজি ল্যাবরেটরি এবং রেডিওলজি সেন্টারের সাথে তালিকাভুক্তির জন্য আগ্রহের প্রকাশ (ই.ও.আই.) আহ্বান করা হচ্ছে। আনুমানিক মূল্য ঃ মাল্টিস্পেশালিটি হাসপাতালের জন্য ১০,০০,০০০ টাকা, ল্যাবরেটরি টেস্ট সেন্টার/রেডিওলজি টেস্ট সেন্টারের জন্য ৫,০০,০০০ টাকা। জমা করার অন্তিম তারিখ ও সময় ঃ ০১-০৬-২০২৩ তারিখের ১১.০০ ঘন্টা থেকে ২৬-০৬-২০২৩ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত এবং খুলবে ২৭-০৬-২০২৩ তারিখের ১৬.০০ ঘন্টায়। ইওআই নথি জমা করার কার্যালয়ের ঠিকানা ঃ সিএমএস, এন. এফ. রেলওয়ে, ডিভিশনাল রেলওয়ে হাসপাতাল, আলিপুরদুয়ার জং. কার্যালয়ে ০১-০৬-২০২৩ তারিখের ১১.০০ ঘন্টা থেকে ২৬-০৬-২০২৩ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত যে কোনও কর্মদিনে। টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ www.nfr.indianrailways.gov.in ওয়েবসাইটেও দেখা যাবে।

সিএমএস, আলিপুরদুয়ার জং.

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

Chandernagore Municipal Corporation

1) Tender No. WBMAD/CMC/COMMISSIONER/PWD/NIT-06(e)/2023-24, DT-31.05.2023

Memo No. 3133/PWD/TENDER/23-24/05, DT- 31.05.2023

Various Developments of Municipal Areas

For details, please visit the website- www.chandernagoremunicipalcorporation.in

Engineer

Chandernagore Municipal Corporation

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ই-ডিওয়াই-জুজুজু-সিএএমসি-এজেটিবি-২৩, তারিখ ঃ ৩০.০৫.২০২৩। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ডেপুটি সিএমই (ওয়াগন), খড়গপুর ওয়ার্কশপ, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে নিম্নলিখিত কাজের জন্য কাজের পাশে উল্লিখিত তারিখে দুপুর ৩টার আগে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন যেটি দুপুর ৩ টায় খোলা হবে। কাজের নাম ঃ অ্যাক্সেল জার্নাল টার্নিং ও রোল বেয়ারিং বার্নিশ (৯এলডব্লিউ) সংক্রান্ত সামগ্রিক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি (সিএএমসি)। কাজের আনুমানিক ব্যয় ঃ ১১,৮৬,৮৪৪ টাকা, ১৮% জিএসটি সহিত। বায়না মূল্য ঃ ২৩,৭০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ২১.০৬.২০২৩ ও বেলা ৩.০০টা। ওয়েবসাইটের বিবরণ ঃ www.ireps.gov.in। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ/বিবরণ/ স্পেসিফিকেশন সম্পর্কে জানতে ও তাঁদের বিড অনলাইনে জমা করতে ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in দেখতে পারেন। এই কাজের জন্য কোন ক্ষেত্রেই ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। (PR-234)

NOTICE INVITING TENDER

NIT No. 01of 2023-24/PO/BCW/JAL, Dt. 30-05-2023 for one no. of work (Repair and Renovation of existing Teachers' Quarter at EMRS, Nagrakata, Jalpaiguri). Last date of bid submission is **14-06-2023.** Details may be known from the office of the undersigned on any working day. Visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
P.O-cum-D.W.O.
BCW. Jalpaiguri

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Office of the Executive Engineer
Malda Division, Municipal Engineering Directorate
"Sevaniketan" (2nd Floor), A.C. Market,
Malda-732101. Phone/Fax: (03512) 252104,
e-Mail: med.malda@yahoo.in

NOTICE FOR INVITING E-TENDER

e-tender is invited from Interested Bonafide bidders/Govt. contractors for Upgradation of approach road with cement concrete of Aligara Urban Health & Wellness Centre (UH & WC) at Aligara, Ward no 08, under Buniadpur Municipality, Dist Dakshin Dinajpur as per the detailed below:

Sl. No.	Name of the ULB & Ward No.	Tender ID	Amount Put to Tender
1	Buniadpur Municipality, Ward No. 08	2023_MAD_536081_1	Rs. 5,67,217.00

Last date of submission: 12-June-2023 at 02:00 PM. Interested Bonafide bidders are requested to visit **https://wbtenders.gov.in/**

Sd/- Executive Engineer
Malda Division
M. E. Directorate

ULUBERIA MUNICIPALITY
TENDER NOTICE
"Notice Inviting e-Tender No.-"
WBMAD/UM/90/e-Tender/2023-24,
Dated: 31.05.2023,

(Supply and delivery of Three Wheeled Secondary Tipper of Mahindra ALFA PLUS for SWM under Uluberia Municipality). Details are available in the **www.wbtender.gov.in**

Sd/- Executive Officer
Uluberia Municipality

GOSWAMI MALIPARA GRAM PANCHAYAT
Vill & P.O-Goswami Malipara
P.S-Dadpur, Dist-Hooghly, Pin-712305

E-Tender are invited by the Prodhan, Goswami Malipara Gram Panchayat. **Tender title: GMGP/51/2023-2024 Date-24/05/2023,** Bid Submission end date: **02nd June 2023 18:00 Hrs.** Bid Opening Date: **2nd June 2023.** Any other information may be had from the office of the undersigned on any working day or visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Goswami Malipara Gram Panchayat

নিভাকা ফ্যাশান লিমিটেড

CIN : L52100WB1983PLC035857
রেজি. অফিস ঃ এএ-৪৭, সল্টলেক সিটি, সেক্ট.-১, বিএল-এএ, কলকাতা -৭০০০০৭
E-mail : btsyndicateltd1983@gmail.com

স্বতন্ত্র নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সংক্ষিপ্ত রূপ
বিবরণী ত্রৈমাসিক শেষে ৩১ মার্চ, ২০২৩ (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্তে			বর্ষ সমাপ্তে	
	৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০২২ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২২ (নিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২২ (নিরীক্ষিত)
কারবার থেকে মোট আয়	৫৪.৭৯	১১৫.৫২	৩৫২.৪৩	৪১২.১৬	১২০০.৮৯
অন্যান্য আয়	৫৭.৪৭	০.৪	২.৮৩	৫০.৫৭	৩.১৩
মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে (করের পূর্বে ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারন আইটেমে)	২৩.১১	১৩.১৭	৩৬.১৫	৬.৭৪	৩০.৬০
মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে করের পূর্বে (ব্যতিক্রমী এবং /অথবা অসাধারনআইটেমে)	২৩.১১	১৩.১৭	৩৬.১৫	৬.৭৪	৩০.৬০
মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে করের পর (ব্যতিক্রমী এবং /অথবা অসাধারন আইটেমে)	১৯.৫৪	৯.৮৮	৩৬.১৫	২.২৭	২৮.৮৪
মোট ব্যাপক আয় মেয়াদে (সংযুক্ত লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে (করের পর) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পর)	১৯.৫৪	৯.৮৮	৩৬.১৫	২.২৭	২৮.৮৪
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১০২৬.৯	১০২৬.৯	১০২৬.৯	১০২৬.৯	১০২৬.৯
সংরক্ষিত (রেভলিউশান রিজার্ভ ছাড়া) যা দেখানোহয়েছে পূর্ব বছরের নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিটে	০	০	০	০	০
শেয়ার প্রতি আয় (১০ টাকা প্রতি) (চলতি ও অচলতি আয়ে)- মূল ঃ	০.০২	০.০১	০.০৪	০.০০২	০.০৩
মিশ্র ঃ	০.০২	০.০১	০.০৪	০.০০২	০.০৩

দ্রষ্টব্য ঃ
১) উপরোক্ত ফলাফল ত্রৈমাসিক শেষে ৩১ মার্চ, ২০২৩ পর্যালোচিত হয়েছে অডিট কমিটি দ্বারা এবং বোর্ড অফ ডিরেক্টর ও তাহাদের প্রতিনিধিদের সভায় যা অনুষ্ঠিত হয়েছে ৩০ মে, ২০২৩।
২) বিধিসম্মত অডিটরগন সাময়িক পর্যালোচনা করেছেন এই আর্থিক ফলাফল এবং তাদের রিপোর্ট আনকোয়ালিফায়েড।
৩) উপরোক্ত ফলাফল ত্রৈমাসিক ও বছর শেষে ৩১ মার্চ, ২০২৩ সঙ্গে সাময়িক পর্যালোচনা রিপোর্ট ও ঘোষনা সহ অনুমোদিত হয়েছে কোম্পানি বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের পক্ষে।
৪) ৩১.০৩.২০২৩ তারিখে উপরোক্ত ফলাফল প্রস্তুত হয়েছে আইএনডি এএস মোতাবেক।
৫) কোম্পানির আর্থিক ফলাফল প্রস্তুত হয়েছে ভারতীয় গননা গুনমান সহ যা উল্লেখ্য অধীন ধারা ১৩৩ কোম্পানি আইন, ২০১৩ সঙ্গে পড়তে হবে অনুসারী ধারা যা তারপর জারি হয়েছে অধীন এবং নিয়ম ও শর্তাবলী ধারা ১৩৩ সেবি ধারা, ২০১৫।
৬) কোম্পানি নিযুক্ত রয়েছে ''টেক্সটাইল সামগ্রী'' বানিজ্যে এবং রয়েছে একটি উল্লেখ্য বিভাগ অনুসারী হিসাবে আইএনডি এএস ১০৮ ''অপারেটিং সেগমেন্ট''।
৭) অনুসারী ধারা ৩৩ সেবি (লিস্টিং অব্লিগেশানস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) ধারা, ২০১৫ কোম্পানি প্রকাশ করছে ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক নিরীক্ষিত স্বতন্ত্র ফলাফল।
৮) পূর্বেকার মেয়াদের রাশি পুনস্থাপন করা হয়েছে প্রয়োজন অনুসারে বর্তমান মেয়াদের রাশির সাথে সামঞ্জস্য করতে।
৯) শেষ ত্রৈমাসিকের রাশি সামঞ্জস্যপূর্ণ রাশি নিরীক্ষিত রাশির মধ্যে সারা আর্থিক বছর এবং অনিরীক্ষিত প্রকাশিত বছর থেকে রাশি তৃতীয় ত্রৈমাসিক পর্যন্ত উল্লেখিত আর্থিক বছর ভিত্তিতে।

নিভাকা ফ্যাশান লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা /- বাভিন জৈন
ডিরেক্টর
DIN : 00741604

তারিখ ঃ ৩০.০৫.২০২৩
স্থান ঃ কলকাতা

রিচফিল্ড ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড

রেজিস্টার অফিস ঃ ২বি, গ্র্যান্ট লেন, ২য় ফ্লোর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০১২
CIN: L65999WB1992PLC055224, E-mail: rfsl.nbfc@gmail.com

স্বতন্ত্র নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল বিবরণী ত্রৈমাসিক মাস ও বছর শেষে ৩১.০৩.২০২৩
(দেখুন ধারা ৪৭(১) সেবি(এলওআরডি) ধারা, ২০১৫) (টাকায়)

	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্তে		বর্ষ সমাপ্তে	
		চলতি তিন মাস সমাপ্তে ৩১.০৩.২৩	চলতি তিন মাস সমাপ্তে ৩১.০৩.২২	বছর থেকে তারিখ রাশি চলতি মেয়াদ শেষে ৩১.০৩.২৩	বছর থেকে তারিখ রাশি পূর্ব মেয়াদ শেষে ৩১.০৩.২২
১.	কারবার থেকে মোট আয়	১,৬৯৯.৮৭	৩৮৫.৯৩	৩,৫০৪.৪১	৪,৪১০.৪৭
২.	মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে (করের পূর্বে এবং / অথবা অসাধারন আইটেমে#)	৩৫১.৬৭	১৯২.৮২	৭৩.৮৭	১,৫৮৪.২৭
৩	মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে করের পূর্বে (ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারন আইটেমে#)	৩৫১.৬৭	১৯২.৮২	৭৩.৮৭	১,৫৮৪.২৭
৪	মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে করের পর(ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারন আইটেমে#)	৩৫১.৬৭	-২১.২৯	৮৬.৫০	১,৩৭০.১৬
৫	মোট ব্যাপক আয় মেয়াদে (সংযুক্ত লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে (করের পর) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পর)	৩৫১.৬৭	-২১.২৯	৮৬.৫০	১,৩৭০.১৬
৬	প্রদেয় ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৩৭,৫০১,০০০	৩৭,৫০১,০০০	৩৭,৫০১,০০০	৩৭,৫০১,০০০
৭	সংরক্ষিত (রেভলিউশান রিজার্ভ ছাড়া) যা দেখানো হয়েছে পূর্ব বছরের ব্যালেন্স শিটে	৪১,৯৪৯.০০	৪১,৮৬৩.০০	৪১,৯৪৯.০০	৪১,৮৬৩.০০
৮	শেয়ার প্রতি আয় (১০ টাকা প্রতি) চলতি ও অচলতি আয় থেকে ১. মূল	০.০৯	-০.০১	০.০২	০.৩৭
	২. মিশ্র	০.০৯	-০.০১	০.০২	০.৩৭

দ্রষ্টব্য ঃ
ক. উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত রূপ বিস্তারিত ফলাফলের ত্রৈমাসিক / বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের যা জমা করা হয়েছে স্টক এক্সচেঞ্জে ধারা ৩৩ সেবি (লিস্টিং ও অন্যান্য ডিসক্লোজার অনুসারে) ধারা, ২০১৫ অধীন। বিস্তারিত ফরম্যাট ত্রৈমাসিক / বার্ষিক আর্থিক ফলাফল পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.bseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে-www.rfsl.co.in।
খ. মোট লাভ/ ক্ষতি, মোট ব্যাপক আয় বা অন্য যে কোন অনুসারী আর্থিক বিষয়ের উল্লেখ পরিবর্তন করা হয়েছে গণনার পদ্ধতি মোতাবেক যা ফুটনোট দ্বারা প্রকাশ করা হবে।
গ. ব্যতিক্রমী এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেম সংযুক্ত করা হয়েছে বিবরণীতে লাভ এবং ক্ষতিতে অনুসারী হিসাবে আইএনডি-এএস ধারা/ এএস ধারা, যাহা প্রযোজ্য।

বোর্ডের পরিচালনবর্গের তরফে
রিচফিল্ড ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড
স্বা /-
ভাদাসসেরিল চাকো জর্জকুট্টি
DIN : 09194854

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ৩০.০৫.২০২৩

স্পটলাইট বানিজ্য লিমিটেড

CIN : L65993WB1981PLC034252
রেজিস্টার্ড অফিস ঃ ২, রেড ক্রস প্লেস, কলকাতা-৭০০ ০০১, ফোন ঃ ০৩৩-২২৫৪৩১০০ , ফ্যাক্স ঃ ০৩৩-২২৫৪৩১৩০

সংক্ষিপ্ত নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল ত্রৈমাসিক ও বছর সমাপ্তে ৩১ মার্চ ২০২৩ (লক্ষ টাকায় শেয়ার প্রতি রাশি ছাড়া)

ক্র. নং.	বিবরণী	স্বতন্ত্র					একত্রীকরণ				
		তিন মাস শেষে			বছর শেষে		তিন মাস শেষে			বছর শেষে	
		৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০২২ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২২ (নিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২২ (নিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০২২ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২২ (নিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২২ (নিরীক্ষিত)
১	মোট আয় কারবার থেকে	৮৮.৫০	১৯৩.৭৯	১১০.২১	৯৯৫.৪৭	১,৬২২.৪৫	৩২৭.৪৬	৭৩১.৪২	৩৮৯.১৮	২,২৭৭.১৭	২,৪৪১.৫৬
২	মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে (করের পূর্বে, ব্যতিক্রমী এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেমে)	(৭৮৩.৯৬)	৮০.৩৫	(৮১১.৩৫)	(৬২৯.১৪)	২৬১.৫৪	(৬৩৯.২৫)	৪২.৬১	(২৮৫.৩৮)	(৫৫৩.৭০)	৫৪৭.৮৬
৩	মোট লাভ/ (ক্ষতি) মেয়াদে করের পূর্বে (ব্যতিক্রমী এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেম পর)	(৭৮৩.৯৬)	৮০.৩৫	(৮১১.৩৫)	(২১,২২৯.৪৪)	২৬১.৫৪	(৬৩৯.২৫)	৪২.৬১	(২৮৫.৩৮)	(২১,১৫৪.০০)	৫৪৭.৮৬
৪	মোট লাভ/ (ক্ষতি) মেয়াদে করের পর (ব্যতিক্রমী এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেম পর)	(৮১৮.২৩)	২৭.৭৬	(১,৩২৩.৬০)	(২১,৩৫১.৯১)	২১৮.১৯	(৬৭৪.১২)	(৯.৯৮)	(৭৯৭.৪৩)	(২১,২৭৬.৪১)	(৫০৪.৫১
৫	মোট ব্যাপক আয় মেয়াদে (সংযুক্ত লাভ এবং (ক্ষতি) মেয়াদে (করের পর) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পর)	(৮৫৩.৭৪)	১১.৫৬	(৩,৭৩৫.৪৫)	(২২,৯২৪.২০)	(৩,৪১৪.৭১)	(৭১২.৯৭)	(২৬.১৮)	(৩,২১২.৪৮)	(২২,৮৫২.৭০)	(৩,১৩১.৫৯)
৬	প্রদেয় ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ১০ টাকা)	৭০.৮৪	৭০.৮৪	৭০.৮৪	৭০.৮৪	৭০.৮৪	৭০.৮৪	৭০.৮৪	৭০.৮৪	৭০.৮৪	৭০.৮৪
৭	অন্যান্য ইক্যুইটি				২২৮৪০.১৬	৪৫৭৬৪.৩৬				২১,৯৫২.৯৯	৪৪৮০৫.৬৯
৮	শেয়ার প্রতি আয় (১০ টাকা প্রতি) মূল ও মিশ্র	(১১৫.৬০)	৩.৯২	(১৮৬.৮৬)	(৩,০১৪.৩১)	৩০.৮০	(৯৫.১৭)	(১.৪১)	(১১২.৫৮)	(৩,০০৩.৬৬)	৭১.২২

দ্রষ্টব্য ঃ
১. উপরোক্ত আর্থিক ফলাফল পর্যালোচিত হয়েছে অডিট কমিটি দ্বারা ৩০ মে, ২০২৩ এবং বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের সভায় অনুমোদিত হয়েছে ৩০ মে, ২০২৩।
২. উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত রূপ বিস্তারিত ফলাফলের ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফল সম্পূর্ন করা হয়েছে স্টক এক্সচেঞ্জে অধীন ধারা ৩৩ সেবি (লিস্টিং অবলাইজেশান অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) ধারা, ২০১৫। বিস্তারিত ফরম্যাট ত্রৈমাসিক এবং বছর শেষে আর্থিক ফলাফল পাওয়া যাবে ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইট-www.cse-india.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে-www.spotlightvanijya.com।
৩. পূর্বেকার বছরের রাশি পুনঃসজ্জিত / পুনঃসংগ্রহ হয়েছে প্রয়োজন অনুসারে।

বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের পক্ষে
(নারাইন দাস মাহেশ্বরী)
ডিরেক্টর
DIN : 02177410

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ৩০ মে, ২০২৩

জনবিজ্ঞপ্তি

সুয়াশ ফিনোভেস্ট প্রাইভেট লিমিটেড
১, ক্রুকড লেন, গ্রাউন্ড ফ্লোর,
রুম নং-জি-২, কলকাতা-৭০০০৬৯

অনুসারী হিসাবে সার্কুলার নং **ডিএনবিআর (পিডি) সিসি নং. ০৬৫/ ০৩.১০.০০১/ ২০১৫-১৬** ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দ্বারা জারি করা **০৯ জুলাই, ২০১৫** সময়ে সময়ে সংশোধিত, নোটিশ এতদ্বারা দেওয়া হল যে এই ধরনের প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলা এবং এই ধরনের শর্ত পূরণ সাপেক্ষে, যদি থাকে, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বা অন্য কোন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ তরফে, ১) **শ্রী মনীশ আগরওয়াল (DIN: 00129240)** নিবাস- ৩৮৬এ, ব্লক জি, নিউ আলিপুর, কলকাতা- ৭০০০৫৩, পশ্চিমবঙ্গ, পেশা-চাকরি, ২) **শ্রী অরবিন্দ কুমার সহায় (DIN: 08764374)** নিবাস-এফজি১, অমৃতা বিহারী কমপ্লেক্স, সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা-৭০০১০৩, পশ্চিমবঙ্গ, পেশা-চাকরি, সঙ্গে তাহাদের সহযোগী (এরপর উল্লেখ হবে সংযুক্তভাবে ''অধিগ্রহণকারী'' হিসাবে) প্রশাসনিক দায়িত্ব গ্রহণ করছেন **সন্দীপ শর্মা, সুনীল কুমার সারোগি, প্রমিলা সারোগি, বজরং লাল দরগরাহ, কিশান দারুকা, সুয়াশ সারোগি, নিকেশ কুমার জয়সোয়াল, অশোক কুমার জয়সোয়াল, পলাশ হাজরা, ধিরাজ কুমার মালি এবং স্বপন চ্যাটার্জি,** থেকে যা একটি বর্তমান নন-ব্যাঙ্কিং ফাইনান্স কোম্পানি (এরপর উল্লেখ হবে ''কোম্পানি'' হিসাবে) **সুয়াশ ফিনোভেস্ট প্রাইভেট লিমিটেড** থেকে **৩১-০৩-২০২০** তারিখে, কোম্পানির সমস্ত বর্তমান ডিরেক্টর এবং তাদের সহযোগী (এরপর উল্লেখ হবে ''বিক্রেতা'' হিসাবে), কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টর সঙ্গে প্রশাসন আইনত পরিবর্তিত হয়েছে উপরোক্ত অধিগ্রহণকারীর পক্ষে ৩১মার্চ, ২০২০ তারিখে। পরিবর্তনের প্রধান উদ্দেশ্য হল কোম্পানির বর্তমান নন-ব্যাঙ্কিং ফিনান্সিয়াল কার্যক্রমকে সুসংহত ও শক্তিশালী করা এবং এর ভিত্তি তৈরি করা।

প্রস্তাবিত অধিগ্রহণের ফলে যার আগ্রহ প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এমন যেকোন ব্যক্তি উপরোক্ত ঠিকানায় এবং ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, ডিএনবিএস ১৫, এন. এস. রোড, ৫ম ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০০১-এ অধিগ্রহণকারী, বিক্রেতা বা কোম্পানিকে অবহিত করতে পারেন। এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে আগ্রহের প্রকৃতি এবং আপত্তির কারণ উল্লেখ করে।

উপরোক্ত নামের অধিগ্রহণকারী, কোম্পানি এবং বিক্রেতার তরফে প্রচারিত হইল।

তারিখ ঃ ৩১.০৫.২০২৩

বোর্ডের আদেশানুসারে/-

CORRIGENDUM NOTICE

The advertisement published on 31.05.2023 of Rakhera Bishpuriya Gram Panchayat should be read as offline Tender **NIT-01/RBGP of 2023-24.** Other details will remain unchanged. For details please visit office of the Rakhera-Bishpuria Gram Panchayat.

CORRIGENDUM NOTICE

This is for information to all concerned that the following correction have to made against the **e-N.I.T. No-WBMAD/DKM/CP/e-NIT-05/2023-24,** Bid submission closing date (Online)-**07/06/2023 instead of 30/05/2023** and Bid submission opening date (online)-**09/06/2023 instead of 01/06/2023.** Details may be seen from **www.wbtenders.gov.in** the official website of e-tender. All other terms & condition will remain unchanged.

Sd/- Chairperson
Dankuni Municipality

প্রিমিয়ার রোড ক্যারিয়ারস লিমিটেড

CIN : L63090WB1968PLC027309
রেজি. অফিস ঃ ১৪ ফ্লোর, স্যুইট নং. ১৪০৫, ওম টাওয়ারস, ৩২, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-৭০০০৭১
ফোন নং. +৯১-২২-৬৭৭৪০৬৭৭ E-mail : info@prclimited.co.in, Webite : www.prclimited.co.in

স্বতন্ত্র নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সংক্ষিপ্ত রূপ
বিবরণী ত্রৈমাসিক শেষে ৩১ মার্চ, ২০২৩ (লক্ষ টাকায়)

	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্তে			বর্ষ সমাপ্তে	
		৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০২২ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২২ (নিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২২ (নিরীক্ষিত)
১	কারবার থেকে মোট আয় (নিট)	৭৪৫৬.৯১	৭২৮০.২০	৭১৭৬.২৪	২৯৪৮৩.৭৮	২৪৫৪২.৭৯
২	মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে (করের পূর্বে ব্যতিক্রমী এবং/ অথবা অসাধারন আইটেমে)	৬৫৭.৪১	২০০.৫০	৩৩২.৯৯	১৩১০.৮৪	৮৪৬.৪২
৩	মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে করের পূর্বে (ব্যতিক্রমী এবং /অথবা অসাধারনআইটেমে)	৬৫৭.৪১	২০০.৫০	৩৩২.৯৯	১৩১০.৮৪	৭২৪.৬০
৪	মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে করের পর (ব্যতিক্রমী এবং /অথবা অসাধারন আইটেমে)	১৮৬.১৩	১৩৭.০৫	২১১.৫৮	৬৩৫.১৭	৪৭৮.৮১
৫	মোট ব্যাপক আয় মেয়াদে (সংযুক্ত লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে (করের পর) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পর)	২২৭.৫৬	১৩৭.০৪	২৬৪.৪৪	৬৭৬.৬০	৫৩১.৬৭
৬	প্রদেয় ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ১০ টাকা প্রতি শেয়ারে)	১০৪২.৫০	৫২১.২৫	৫২১.২৫	১০৪২.৫০	৫২১.২৫
৭	অন্যান্য ইক্যুইটি	-	-	-	-	-
৮	শেয়ার প্রতি আয় (১০ টাকা প্রতি) (বার্ষিকীকৃত নহে) ঃ (টাকায়) মূল ও মিশ্র	২.১৮	২.৬৩	৫.০৭	৬.৪৯	১০.২০

দ্রষ্টব্য ঃ
১) উপরোক্ত ফলাফল পর্যালোচিত হয়েছে অডিট কমিটি দ্বারা এবং অনুমোদিত হয়েছে বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের সভায় যা অনুষ্ঠিত হয়েছে ৩০ মে, ২০২৩ তারিখে।
২) উপরোক্ত সংক্ষিপ্তরূপ বিস্তারিত আর্থিক ফলাফলের ত্রৈমাসিক এবং বছর শেষে ৩১ মার্চ, ২০২৩ যা সম্পূর্ন করা হয়েছে সিএসই লি-তে অধীন ধারা ৩৩ সেবি (এলওআরডি) ধারা, ২০১৫। উল্লেখিত ফলাফলের বিস্তারিত বিবরণী পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইটে-https://www.cse-india.com/ এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে-www.prclimited.co.in।

প্রিমিয়ার রোড ক্যারিয়ারস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা /-
বিজয় কুমার গুপ্তা
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN : 00798748

তারিখ ঃ ৩০.০৫.২০২৩
স্থান ঃ কলকাতা

ক্রিপ্টন ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

CIN : L25199WB1990PLC048791
রেজি. অফিস ঃ প্লট নং. ৩১ ও ৩২, ফলতা স্পেশাল ইকোনমিক জোন সেক্টর-১, ২৪-পরগণা (দক্ষিণ) পিন ঃ ৭৪৩৫০৪
প্রধান কার্যালয় ঃ ৪১০, বরদান বিল্ডিং ২৫এ, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬, ই-মেল আইডি ঃ krypton@kryptongrup.com

সংক্ষিপ্ত নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল ত্রৈমাসিক এবং বছর সমাপ্তে ৩১ মার্চ, ২০২৩

লক্ষ টাকায় (ইপিএস রাশি ছাড়া)

	বিবরণী	স্বতন্ত্র					একত্রীকরণ				
		ত্রৈমাসিক শেষে ৩১.০৩.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক শেষে ৩১.১২.২০২২ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক শেষে ৩১.০৩.২০২২ (অনিরীক্ষিত)	বছর শেষে ৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)	বছর শেষে ৩১.০৩.২০২২ (নিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক শেষে ৩১.০৩.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক শেষে ৩১.১২.২০২২ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক শেষে ৩১.০৩.২০২২ (অনিরীক্ষিত)	বছর শেষে ৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)	বছর শেষে ৩১.০৩.২০২২ (নিরীক্ষিত)
১	কারবার থেকে মোট আয়	১,০১৭.০৩	৭২৮.১৯	১,৭৩৯.৭৪	৩,২৭৬.৮২	৪,৪৬০.১৫	১,০৪৪.১৩	৭৬৮.৮৩	১,৭৭৩.১৫	৩,৩৭০.২৫	৪,৭৬২.৩৪
২	মোট লাভ/ (ক্ষতি) মেয়াদে (পূর্বে কর, ব্যতিক্রমী এবং অসাধারণ আইটেমে #)	২১.৪৫	৩৭.৮৩	৩৯১.৮৪	১০৬.৭৭	৫০৩.৪৬	২৪.০৩	৩৩.৮৪	৩৯২.৭৩	৯৫.১৪	৪৮২.১১
৩	মোট লাভ/ (ক্ষতি) মেয়াদে করের পূর্বে (ব্যতিক্রমী এবং অসাধারণ আইটেম পর #)	২১.৪৫	৩৭.৮৩	৪১৩.৩৫	১০৬.৭৭	১০৪.৮২	২৪.০৩	৩৩.৮৪	৪১৪.২৪	৯৫.১৪	১১৯.৪৭
৪	মোট ব্যাপক আয় / (ক্ষতি) মেয়াদে করের পর (ব্যতিক্রমী এবং অসাধারণ আইটেম পর)	২২.৫৭	৩৩.৮৩	৩৭৪.৩৯	১১১.৮৯	৮৯.৮৬	২৫.১৫	২৯.৮৪	৩৭৫.২৮	১০০.২৬	৬৮.৫১
৫	মোট ব্যাপক আয় মেয়াদে (সংযুক্ত লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে (করের পর) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পর)	২৪.৬৬	৩৩.৮৩	৩৭৪.২৭	১১৩.৯৮	৮৯.৭৪	২৮.৯৫	৩০.০২	৩৭৩.৭১	১০৪.১৫	৭২.২০
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১,৪৬৯.৭১	১,৪৬৯.৭১	১,৪৬৯.৭১	১,৪৬৯.৭১	১,৪৬৯.৭১	১,৪৬৯.৭১	১,৪৬৯.৭১	১,৪৬৯.৭১	১,৪৬৯.৭১	১,৪৬৯.৭১
৭	সংরক্ষিত রেভলিউশান রিজার্ভ ছাড়া যা দেখানো হয়েছে পূর্বেকার বছরের ব্যালেন্স শিটে	-	-	-	১,৪৯৬.৩৪	১,৪১০.২২	-	-	-	১,৬২৪.৮২	১,৫১৮.৮৮
৮	শেয়ার প্রতি আয় (চলতি ও অচলতি আয় থেকে) (ফেস ভ্যালু ১০ টাকা প্রতি) মূল ও মিশ্র(বার্ষিকীকৃত নহে*)	০.১৫*	০.২৩*	২.৫৫*	০.৭৬	০.৬১	০.১৭*	০.২০*	২.৫৫*	০.৬৯	০.৪৮

দ্রষ্টব্য ঃ
(১) উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত ফলাফল বিস্তারিত ফরম্যাটের ত্রৈমাসিক / বার্ষিক ফলাফলের যা সম্পূর্ন করা হয়েছে স্টক এক্সচেঞ্জে অধীন ধারা ৩৩ সেবি (লিস্টিং অব্লিগেশানস অ্যান্ড ডিসক্লোসার রিকোয়ারমেন্টস) ধারা, ২০১৫ । বিস্তারিত ফরম্যাট ত্রৈমাসিক / বার্ষিক ফলাফল পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইটে (**www.bseindia.com**) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে (**www.kryptongroup.com**)।

বোর্ডের তরফে
(জয় সিং বারদিয়া)
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN : 00467932

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ২৯.০৫.২০২৩

ফ্যাশন ও রূপচর্চা

গরমে কম্বিনেশন ত্বকের যত্ন নিন বাড়িতেই, ৫ টি ফেস প্যাকের কথা বলা হল

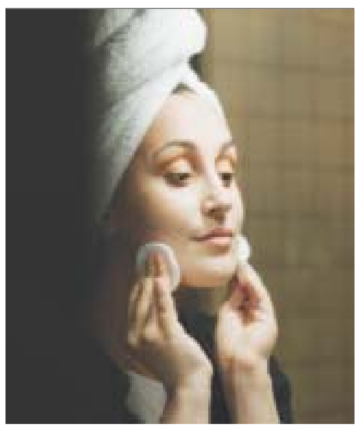

গরমকাল মানেই প্যাচপ্যাচে ঘাম। কি তাই না। সব সময়ই মুখ, হাত, পা ঘামে চিটচিটে হয়ে থাকে। কী ভাবে যে একটু রিফ্রেশ হওয়া যায়, তারই সন্ধান চলে সকলেই। তৈলাক্ত ত্বকে ঘাম আর তেল মিলেমিশে ত্বক আরও বেশি তেলতেলে হয়ে যায়, শুষ্ক ত্বকে আরও বেশি টান ধরে এবং রুক্ষ ভাব থাকে। আর যাদের কম্বিনেশন ত্বক, তাদের আবার অন্য সমস্যা। কম্বিনেশন ত্বকের কিছুটা অংশ শুষ্ক, আবার কিছু অংশ থাকে তৈলাক্ত। যাদের কম্বিনেশন ত্বক আছে, তাদের সাধারণত টি-জোন (কপাল, নাক, থুতনি) তৈলাক্ত এবং গালের অংশ থাকে শুষ্ক। এই ধরনের ত্বকে নানা রকম সমস্যা দেখা দেয়। ফলে কী ভাবে ত্বকের নিলে কাজে দেবে, তা ভেবেই নাজেহাল হন অনেকে। মার্কেটে তৈলাক্ত এবং শুষ্ক ত্বকের জন্য অনেক পণ্য পাবেন, কিন্তু কম্বিনেশন ত্বকের জন্য মাত্র কয়েকটি পণ্যই বিদ্যমান। তবে চিন্তার কিছু নেই! গরমে কম্বিনেশন ত্বকের যত্ন নিন বাড়ি বসেই। ঘরোয়া উপকরণ দিয়েই বানিয়ে ফেলুন ফেস প্যাক। আজ আপনাদের জন্য রইল কম্বিনেশন স্কিনের ৫ টি ফেস প্যাকের হদিশ। মধু, দই এবং গোলাপ জলের ফেস প্যাক ১ টেবিল চামচ মধু, ১ টেবিল চামচ টক দই এবং ১ টেবিল চামচ গোলাপ জল একসঙ্গে মিশিয়ে নিন। ফেস প্যাকটি পুরো মুখে সমানভাবে লাগিয়ে ২০ মিনিট রাখুন। তারপর মুখ ধুয়ে ফেলুন। মধু এবং দই ত্বকের শুষ্ক ভাব দূর করে আর্দ্রতা ফেরায়। মধুতে রয়েছে অ্যান্টিইনফ্ল্যামেটরি বৈশিষ্ট্য। গোলাপ জল ত্বককে সতেজ করে তোলে। গোলাপ জলে থাকা অ্যান্টি- ব্যাকটেরিয়াল, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি গুণাগুণ ত্বকের যে কোনও ধরনের জ্বালা, লালচে ভাব, ফোলাভাব ও ব্রণ কমাতে সাহায্য করে। অতিবেগুনি রশ্মি থেকে ত্বককে সুরক্ষিত রাখে। ওটস এবং আমন্ড ফেস প্যাক ১২টা আমন্ড সারা রাত জলে ভিজিয়ে রাখুন। পর দিন খোসা ছাড়িয়ে পেস্ট করে নিন। এতে ১ টেবিল চামচ ওটস, ১ চামচ মধু এবং টক দই মিশিয়ে মুখে লাগান। ২০ মিনিট পর জল দিয়ে মুখ ধুয়ে নিন। ওটস ত্বকের অতিরিক্ত তেল দূর করে। অন্যদিকে, আমন্ড শুষ্ক ত্বকে পুষ্টি যোগায়। পেঁপে এবং কলার ফেস প্যাক কয়েক টুকরো পাকা পেঁপের সঙ্গে পাকা কলা পেস্ট করে নিন। এতে মধু মিশিয়ে মুখে লাগান। শুকিয়ে গেলে ধুয়ে নিন। এই ফেস প্যাক ত্বক হাইড্রেট রাখে এবং জেল্লা ফেরায়। মুলতানি মাটির ফেস প্যাক ত্বকের যত্নে মুলতানি মাটির উপকারিতা কারুরই অজানা নয়। তবে মুলতানি মাটি ত্বক আরও শুষ্ক করে তুলতে পারে। তাই এর সঙ্গে গোলাপ জল ব্যবহার করুন। তাহলে ত্বক আর্দ্রতা পাবে। মুলতানি মাটির সঙ্গে গোলাপ জল মিশিয়ে মুখে লাগান। শুকিয়ে গেলে জল দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলুন। এই ফেস প্যাক ত্বকের জ্বালা, যন্ত্রণা, লালচে ভাব প্রশমিত করে এবং ত্বক সতেজ রাখে। শসার ফেস প্যাক অর্ধেক শসা পেস্ট করে তাতে ১ চা চামচ মধু এবং আধা চা চামচ দুধের সর মেশান। পুরো মুখে এই পেস্টটি লাগান। শুকিয়ে গেলে মুখ ধুয়ে ফেলুন। ফেস প্যাক লাগানোর সময় চোখের উপর ২ টি শসার স্লাইস রাখতে পারেন।

নেলপালিশ থাকবে অক্ষত, রইল ৫ টিপস

আপনি যদি সাজতে পছন্দ করেন, তাহলে মেক-আপ কিটে রংবাহারি নেলপালিশ মাস্ট! হালফিল

ফ্যাশনে আবার নেল আর্ট ভীষণ ট্রেন্ডিং। কিন্তু একটা সমস্যায় অনেকেই ভুগে থাকেন, সেটা হচ্ছে নেলপালিশ পরার দু-তিন বাদেই নখ থেকে উঠে যায়। অনেকের ক্ষেত্রে আবার রং উঠে গিয়ে নখও ফ্যাকাসে হয়ে যায়। অর্ধেক নখে নেলপালিশ দেখতে যে বেজায় বিশ্রী লাগে, তা বোধহয় আর আলদা করে বলার প্রয়োজন পড়ে না। আর সেই সমস্যা সমাধানের জন্যই ঝটপট কয়েকটি টিপস জেনে নিন। এই ৫টি নিয়মগুলি মেনে চললেই কেল্লাফতে! নখের নেলপালিশ থাকবে অক্ষত।

১. ভেজা নখে নেলপালিশ একদম লাগাবেন না। নখ ভেজা থাকলে রং বসতে চায় না। তাছাড়া, দু-একদিন বাদে তা উঠেও যেতে পারে। তাই নেলপালিশ পরার আগে ভাল করে হাত ধুয়ে মুছে নিন।

২. নেলপালিশ লাগানোর পর হাত ধোবেন না। বরং এককাপ বরফ গলা জলে আঙুল ডুবিয়ে দিন। এতে নেলপালিশ শুকিয়েও যাবে। আর ভাল করে নখে বসবেও।

৩. মোটা করে নেলপালিশ লাগানো একেবারে উচিত নয়! অনেকের ধারণা পুরু করে করে নেলপালিশ লাগালে অনেকদিন থাকে। এটা সম্পর্ণ ভুল। বরং হালকা করে নেলপালিশ লাগালেই সেটা দীর্ঘস্থায়ী হয়।

৪. নেলপালিশ পরার সময়ে নখের কোণায় নজর দিন। প্রতিটা কোণায় যেন ঠিক করে নেলপালিশ পড়ে, সেটা দেখবেন। নইলে রং উঠে যায় খুব দ্রুত।

৫. নিত্যদিন ঘরের কাজ, যেমন- বাসন মাজা কিংবা কাপড় কাচার মতো কাজ করলেও নেলপালিশ উঠে যায় তাড়াতাড়ি। সেই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে গ্লাভস পরে কাজ করুন। এতে হাতের ত্বকও মোলায়েম থাকবে। আবার নেলপালিশও অক্ষত থাকবে।

শরীরকে শীতল রাখতে এই তিন উপায়ে স্নান করুন

গরমে একেবারে নাজেহাল অবস্থা। বার বার মন চায় স্নান করতে। তবে রোজকার নিয়মে স্নান করলে তো গরম থেকে মুক্তি সেভাবে মিলবে না। বরং শরীরকে শীতল রাখতে এই তিন উপায়ে স্নান করুন। দেখবেন শীতল শীতল শরীর আর কুল কুল মন। গরমকালের স্নান মানে সুগন্ধী। স্নানের পর হালকা গন্ধ যদি না ছড়ায়, সেই স্নানের মানেই হয় না। তাই এই গরমে অডিকোলন স্নান হোক একেবারে মাস্ট। বাজার চলতি অনেক অডিকোলন রয়েছে। স্নান করার জলে, তা মিশিয়ে নিলেই হল অথবা বাড়িতেই বানিয়ে ফেলুন অডিকোলন। গোলাপ জলে কিছু পরিমাণ সাদা চন্দন বেঁটে নিন। বেঁটে নিতে পারেন কিছু পরিমাণ পুদিনা পাতাও। স্নানের জলে মিশিয়ে, স্নান সেরে ফেলুন। একটু সময় খরচ করলে বাড়িতেই নিতে পারেন স্পা বাথ। স্নানের জলে মিশিয়ে নিন বাথিং সল্ট। তার মধ্যে কিছুটা পরিমাণ গোলাপ জল, পুদিনা পাতার রস ঢেলে দিন। স্নান শেষে পরিষ্কার জল গায়ে ঢেলে নিন। দেখবেন সারাদিন সতেজ থাকবেন। আবার বাজার থেকে গোলাপ জলের বোতল কিনে এনে, রোজকার স্নানের জলে মিশিয়ে নিতে পারেন। গরমকালে এই স্নান কিন্তু সারাদিন সতেজ রাখবে আপনাকে।

লোকোমোটিভ ‘নব উৎকর্ষ’ চিরেকা থেকে ফ্ল্যাগ অফ করেছে

৩১ মে ঃ ৯০০০ HP WAG-9HHS লোকোমোটিভ ‘নব উৎকর্ষ’ চিরেকা থেকে ফ্ল্যাগ অফ করেছে।

৯০০০ HP WAG-9HHS (লোকো নম্বর ৯০০০৯) লোকোমোটিভ ‘নব উৎকর্ষ’ আজ ৩০ মে, চিত্তরঞ্জন রেল ইঞ্জিন কারখানা থেকে ফ্ল্যাগ অফ করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানে বিভাগীয় প্রধান, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, সুপারভাইজার ও কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। WAG- 9HHS ‘নব উৎকর্ষ’ নতুন ক্রুবান্ধব বৈশিষ্ট্য সহ ব্যাপক প্রোফাইল পরিবর্তন করেছে এবং এর দক্ষতা, দক্ষতা এবং নিরাপত্তা এবং নতুন রঙের স্কিম সহ লোকোমোটিভ উৎপাদনে নতুন মানদণ্ড স্থাপন করেছে। জনাব সতীশ কুমার কাশ্যপ, জেনারেল ম্যানেজার ৯০০০ HP WAG- 9HHS লোকোমোটিভের উন্নয়ন ও পরিবর্তনের জন্য তাদের নিবেদিত টিমওয়ার্কের জন্য সমগ্র চিরেকা দলকে অভিনন্দন জানাতে পেরে গর্বিত এবং খুশি।

বর্ধিত দুর্ঘটনা ত্রাণ ক্ষমতার জন্য দুটি কোচ স্পার্টকে ৩ টি কোচ স্পার্টে রূপান্তর

কলকাতা, ৩১ মেঃ আরও দক্ষ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য পূর্ব রেলওয়ের প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে, হাওড়া বিভাগে বিদ্যমান দুটি কোচ স্বচালিত দুর্ঘটনা ত্রাণ ট্রেন দুটি বিদ্যমান কোচের মধ্যে একটি অতিরিক্ত মেডিকেল ভ্যান যোগ করে তিনটি কোচের স্পার্টে রূপান্তরিত হয়েছে।

কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপ দ্বারা রূপান্তর প্রক্রিয়াটি সফলভাবে করা হযেলি। হাওড়া বিভাগের বর্ধমানে এই তিনটি কোচ স্পার্টের ট্রায়াল রান ৫ জুন, ২০২২-এ পরিচালিত হয়েছিল, সর্বোচ্চ ১০০ কিমিঘন্টা গতি অর্জন করেছিল। প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সরঞ্জাম সংগ্রহের পর তিনটি কোচ স্পার্টের উদ্বোধন করেছেন এস.আর. ঘোষাল, প্রিন্সিপাল চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে অন্যান্য বিভাগীয় প্রধানের উপস্থিতিতে এবং বিভাগীয় রেলওযে ম্যানেজার, হাওড়া। স্বচালিত দুর্ঘটনা ত্রাণ ট্রেনের প্রাথমিক কাজ হল দুর্ঘটনাস্থলে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সরঞ্জাম বহন করা, দ্রুত চিকিৎসা সহায়তা এবং আহত ব্যক্তিদের দ্রুত নিকটস্থ হাসপাতালে নিযে যাওযা। হাওড়া বিভাগে তিনটি কোচ যুক্ত করা জরুরি অবস্থার সময় দ্রুত এবং আরও দক্ষ চিকিৎসা সুবিধা নিশ্চিত করে। তিনটি কোচ নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি অফার করে টুলু ভ্যান এই কোচটিতে হাইড্রোলিক রেসকিউ ডিভাইস, জ্যাক এবং পায়ে পাতার মোজাবিশেষ সহ হাইড্রোলিক রিরেলিং ইকুইপমেন্ট, রিরেলিং ব্রিজ এবং ইনফ্ল্যাটেবল এয়ারব্যাগ সহ ধ্বংসাবশেষ থেকে যাত্রীদের বের করার জন্য জরুরি সরঞ্জাম দিয়ে সজ্জিত করা হয়েছে।

জি-২০ ঃ ত্রিবেণী ঘাটে আরতিতে দেখতে পাবেন বিদেশী অতিথিরা

ঋষিকেশ, ৩১ মে ঃ জুনের শেষ সপ্তাহে প্রস্তাবিত পরিকাঠামো নিয়ে ঋষিকেশে জি-২০ বৈঠকের সময় ঋষিকেশের ত্রিবেণী ঘাটে অনুষ্ঠিত হওয়া আরতি বিদেশী অতিথিরা দেখতে পাবেন। এ কারণে ১৫ দিনের মধ্যে সৌন্দর্য্যবর্ধনসহ উন্নয়ন কাজ শেষ করার আশ্বাস দিয়েছেন সকল দফতরের কর্মকর্তারা। বুধবার পৌর কর্পোরেশনের অডিটোরিয়ামে কর্পোরেশনের মেয়র অনিতা মামগাই এর সভাপতিত্বে শহরের বাণিজ্যিক, সামাজিক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সভায় তাদের পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে আরতিকে জাঁকজমকপূর্ণ করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এতে ডেপুটি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সৌরভ আসওয়াল জানান, ২০টি দেশের প্রায় ১৭০ জন প্রতিনিধি আরতিতে অংশ নেবেন। তাদের ত্রিবেণী ঘাটে নিয়ে যাওয়ার জন্য নটরাজ চক থেকে ত্রিবেণী ঘাট এবং গোরা দেবী চক থেকে ত্রিবেণী ঘাট বাদে শুধুমাত্র আনন্দ চক থেকে ত্রিবেণী ঘাট পর্যন্ত রুট ব্যবহার করা হবে। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সহকারী মিউনিসিপ্যাল কমিশনার রমেশ সিং রাওযাত, গঙ্গা সেবা সমিতির সভাপতি হর্ষবর্ধন শর্মা, কার্যনির্বাহী সভাপতি রাহুল শর্মা, রাজেন্দ্র পান্ডে, এসএস ভান্ডারি, কপিল গুপ্ত, দীপক ধমিজা, পৌরসভার কাউন্সিলর অনিতা রায়না, আন্ডার ইঞ্জিনিয়ার ইলেক্ট্রিসিটি ডিপার্টমেন্ট শক্তি সিং, প্রমুখ।

‘হর ঘর ধান’ কর্মসূচি উদ্বোধন করলেন পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার

কলকাতা, ৩১ মে ঃ আজাদি কা অমৃত মহোৎসবের ২য় পর্বের অংশ হিসাবে, আর্ট অফ লিভিং এর পৃষ্ঠপোষকতায় ২৯ মে ২০২৩ থেকে ১লা

জুন ২০২৩ পর্যন্ত পূর্ব রেলওয়ে হেডকোয়ার্টার, ফেয়ারলি প্লেসে হর ঘর ধান শীর্ষক একটি ধ্যান কর্মশালার আয়োজন করা হচ্ছে। শ্রী অমর প্রকাশ দ্বিবেদী, জেনারেল ম্যানেজার পূর্ব রেলওয়ে ২৯.৫.২০২৩ তারিখে পূর্ব রেলওয়ে হেডকোয়ার্টারে মেডিটেশন ওয়ার্কশপের উদ্বোধন করেন। পূর্ব রেলওয়ে সদর দফতরে আয়োজিত ‘হর ঘর ধ্যান’ অধিবেশনটি অংশগ্রহণকারীদের মানসিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের দিকে মনোনিবেশ করে, ধ্যানের একটি সহজ এবং সহজে গ্রহণযোগ্য অনুশীলনের প্রবর্তন করে এবং শারীরিক মাধ্যমে স্বউন্নতির ক্রমাগত যাত্রার জন্য দরকারী সামগ্রী সরবরাহ করে। এবং মানসিক সুস্থতা। অমর প্রকাশ দ্বিবেদী, মহাব্যবস্থাপক, শ্রী এস আর ঘোষাল, অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক, পূর্ব রেলওয়ে সদর দফতরের সমস্ত প্রিন্সিপাল অফিসার এবং সমস্ত স্তরের কর্মীরা মেডিটেশনের মাধ্যমে আত্মউন্নতির জন্য পূর্ব রেলওয়ে সদর দফতরের এই মেডিটেশন ওয়ার্কশপে অংশ নিয়েছিলেন যা শুধুমাত্র প্রশমিত করতে সাহায্য করে না। কর্মজীবনে প্রতিদিনের চাপ কিন্তু ভারতের মানুষকে আরও ভালোভাবে সেবা করতে সাহায্য করে।

কৈলাশ সিংকে গোল্ড প্লেটেড মেডেল প্রদান করেন উত্তর পূর্ব রেলের প্রিন্সিপাল চিফ পার্সোনেল অফিসার

গোরখপুর ৩১ মে ঃ প্রিন্সিপাল চিফ পার্সোনেল অফিসার, উত্তর- পূর্ব

রেলের শ্রী বিপিন কুমার সিং ৩১ মে, ২০২৩-এ তাঁর কক্ষে প্রধান প্রকৌশলী সেতু হেড শ্রী কৈলাশ সিংকে গোল্ড প্লেটেড মেডেল, যিনি ৩১ মে অবসর নিতে চলেছেন, ২০২৩ পরিমাণ ফর্ম এবং পরিষেবা শংসাপত্র প্রদান করে পুরস্কৃত করা হয়েছে। এছাড়াও, ৩১ মে, ২০২৩ তারিখে পার্সোনেল ডিপার্টমেন্টের মিটিং হলে আয়োজিত অন্য একটি অনুষ্ঠানে, ৩১ মে, ২০২৩-এ অবসর গ্রহণকারী ২৪ নন-গেজেটেড রেলওয়্যোনদের বিপিন কুমার কর্তৃক গোল্ড প্লেটেড মেডেল, অবসানের পরিমাণের ফর্ম এবং পরিষেবা শংসাপত্র দেওয়া হয়েছিল। অনুষ্ঠানে পার্সোনেল অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস বিভাগের কর্মকর্তা, ইউনিয়নের কর্মকর্তা এবং অবসরপ্রাপ্ত রেলওয়্যোনদের আত্মীয়-স্বজনরা উপস্থিত ছিলেন।

পাথর পড়ে বন্ধ জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক

জম্মু, ৩১ মে ঃ যানবাহন চলাচলের জন্য বন্ধ থাকল জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক। বৃষ্টি ও পাহাড় থেকে পাথর পড়ে যাওয়ায় বুধবার রামবান ও বানিহালের মধ্যে মহাসড়কটি যান চলাচলের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ট্রাফিক বিভাগের আধিকারিক জানিয়েছেন, রামবান এবং বানিহালের মধ্যে বিভিন্ন অংশ থেকে মহাসড়কে ভূমিধস এবং পাথর পড়ার ঘটনা অব্যাহত রয়েছে। পাথর সরানো না পর্যন্ত মহাসড়ক বন্ধ থাকবে। গুরুত্বপূর্ণ এই জাতীয় সড়ক বন্ধ থাকায় সমস্যায় পড়েছেন অসংখ্য মানুষ।

আইএসআই-এর ষড়যন্ত্র ফাঁস, কাশ্মীর-পাঞ্জাবে সন্ত্রাসের পরিকল্পনা ব্যর্থ করল ভারত

নয়াদিল্লি, ৩১ মে ঃ পাকিস্তানের আইএসআই এবং জইশ-ই-মোহাম্মদ (জেএম) একসঙ্গে জম্মু ও কাশ্মীর এবং পাঞ্জাবে সন্ত্রাসবাদী কার্যক্রম জোরদার করার জন্য ভারতের বিরুদ্ধে একটি বড় ষড়যন্ত্র করেছে। জানা গিয়েছে, পাঞ্জাব এবং জম্মু সংলগ্ন ভারতীয় সীমান্তে সুড়ঙ্গের মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদীদের অনুপ্রবেশের ষড়যন্ত্র করা হয়েছে। আরও জানা গিয়েছে, আইএসআই-এর কাছ থেকে সুড়ঙ্গ দিয়ে ভারতীয় সীমান্তে অনুপ্রবেশের নির্দেশ পেয়েছে জইশ সন্ত্রাসবাদীরা। গোয়েন্দা রিপোর্ট অনুযায়ী, জম্মু ও পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর সংলগ্ন পাকিস্তানি সীমান্ত থেকে জইশ সন্ত্রাসবাদীদের ভর্তি করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলি জইশ সন্ত্রাসীদের বার্তাগুলি ডিকোড করেছে যেখানে তাদের পাঞ্জাব এবং জম্মু সংলগ্ন সীমান্ত অঞ্চলে সুড়ঙ্গ খননের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এমনকি গত বছরের মে মাসে, বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (বিএসএফ) জম্মুর সাম্বাতে একই রকম একটি সুড়ঙ্গের কথা জানতে পেরেছিল যাকে জইশ সন্ত্রাসবাদীরা অনুপ্রবেশের জন্য ব্যবহার করা হতো। নিরাপত্তা বাহিনী সুড়ঙ্গ দিয়ে অনুপ্রবেশকারী জইশ-ই-মহম্মদের চার সন্ত্রাসবাদীকে হত্যা করেছিল। এই কারণে জম্মু ও কাশ্মীরে সন্ত্রাবাদীদের একটি বড় ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়েছিল। একজন কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা অফিসারের মতে, সুড়ঙ্গের মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদীদের অনুপ্রবেশের ষড়যন্ত্রের বিষয়ে ইনপুট ক্রমাগত জম্মুতে পাওয়া যাচ্ছে। সন্ত্রাসবাদী দলগুলিকে এখন জম্মু এবং পাঞ্জাবে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের জন্য সীমান্তের ওপার থেকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। পাঞ্জাব এবং জম্মু ও কাশ্মীরে সন্ত্রসবাদী ষড়যন্ত্র চালানোর জন্য সীমান্তের ওপার থেকে ড্রোনের মাধ্যমে ভারতীয় সীমান্তে মাদক ও অস্ত্র সরবরাহের প্রচেষ্টাও চলছে। গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারতের বিরুদ্ধে ড্রোন অভিযানকে দ্রুত করার জন্য, আইএসআই জইশ-ই-মহম্মদের সহায়তায় লাহোরে একটি ড্রোন স্টোরেজ গোডাউন স্থাপন করেছে। সেখানে চিন থেকে আমদানি করা বিপুল সংখ্যক ড্রোন রাখা হয়েছে বলেও জানা গিয়েছে। জানা গিয়েছে, ড্রোন স্টোরেজ সেন্টারের কমান্ড হস্তান্তর করা হয়েছে জইশের হাতে। লাহোর সংলগ্ন পাঞ্জাব সীমান্তে জইশ সন্ত্রাসবাদীরা এই ড্রোনগুলো নিয়ে যায় শিয়ালকোট পর্যন্ত। সন্ত্রাসবাদীরা পাঞ্জাবের ডেরা বাবা নানক সংলগ্ন জম্মু এবং নারোয়াল সংলগ্ন পাকিস্তানের শিয়ালকোটে ভারতীয় সীমান্তে ড্রোন প্রবেশের জন্য লঞ্চিং সেন্টার তৈরি করেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, আইএসআই পাঞ্জাবের ডেরা বাবা নানক এবং গুরুদাসপুরে ড্রোনের মাধ্যমে বড় আকারে অস্ত্র ও মাদক সরবরাহের ষড়যন্ত্রে নিযুক্ত রয়েছে। সীমান্তের ওপার থেকে শত্রুদের যেকোনও ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করতে সীমান্তে বিএসএফ ও সেনাবাহিনী সম্পূর্ণ সজাগ রয়েছে বলেও জানা গিয়েছে।

ছাঁটাই হচ্ছেন আসাম স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনে অবৈধভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত ৭৭১ জন কর্মচারী

গুয়াহাটি, ৩১ মে ঃ ছাঁটাই করা হবে আসাম স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন (এএসটিসি)-এ অবৈধভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত ৭৭১ জন কর্মচারীকে। সরকারি সূত্রে জানা গেছে, আসাম স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের বিভিন্ন বিভাগে সম্পূর্ণ অবৈধভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত ৭৭১ জন কর্মচারীকে খুব শীঘ্রই ছাঁটাই করবে রাজ্য সরকার। সূত্রের খবর এএসটিসি-তে কর্মরত ওই সব কর্মচারীকে আইপিএস আনন্দপ্রকাশ তিওয়ারি এবং খগেন্দ্রনাথ চেতিয়া যখন ম্যানেজিং ডিরেক্টর ছিলেন, তখন যথাযথ পদ্ধতি লঙ্ঘন করে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। সূত্রের নিশ্চিত খবর, সরকার ইতিমধ্যে ওই ৭৭১ জন কর্মচারীকে ছাঁটাই করার নির্দেশ দিয়েছে। সে মোতাবেক সরকারি নোটিশ খুব শীঘ্রই সংশ্লিষ্ট বিভাগে পাঠানো হবে। নোটিশে নাকি আরও বলা হয়েছে, চুক্তিভিত্তিক ২,২৭৪ জন কর্মচারীকে রিজার্ভেশন পদ্ধতিতে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে নিয়োগ করা হয়েছিল। কোনও ইন্টারভিউ নেওয়া হয়নি নিয়োগপ্রাপ্তদের। এই বিষয়ে তদন্ত করার নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে, তদন্তে যদি ঘটনার সত্যতা পাওয়া যায়, তা-হলে সরকারি নিয়ম লঙ্ঘনের দায়ে এএসটিসি-র তৎকালীন ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হবে। এর পর সরকারের বিভাগীয় নিয়ম অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট আদিকারিকের বিরুদ্ধে প্রক্রিয়া শুরু করা হবে, বলা হয়েছে নির্দেশিকায়।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের দ্বারা টিকিটহীন যাত্রীদের বিরুদ্ধে বিশেষ অভিযান

মালিগাঁও, ৩১ মে ঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে নিয়মিতভাবে টিকিটবিহীন ও অনিয়মিত ভ্রমণের বিরুদ্ধে জোরদার অভিযান চালিয়ে আসা হচ্ছে। টিকিটবিহীন যাত্রাকে নিরুসাহিত করার জন্য এই ধরনের অভিযান চালানো হয়, কেননা এর ফলে প্রকৃত যাত্রীদের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। ২০২৩-এর এপ্রিল মাসে এই ধরনের অভিযানের ফলে টিকিটবিহীন ভ্রমণকারীদের কাছ থেকে ৪.৮১ কোটি টাকারও অধিক অর্থ উদ্ধার করা হয়েছে। ২০২২-এর এপ্রিল থেকে ২০২৩-এর মার্চ মাস পর্যন্ত সময়সীমার মধ্যে টিকিটবিহীন অনিয়মিত টিকিটের ৭৭৮৮০৮ সংখ্যক যাত্রী চিহ্নিত করা হয়েছে এবং অতিরিক্ত ভাড়া ও জরিমানা হিসেবে প্রায় ৬২.৯৮ কোটি টাকা আদায় করা হয়েছে। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের জরিমানার ঘটনার সংখ্যার তুলনায় এটি ৭৩.৬৮ শতাংশ অধিক এবং জরিমানা উপার্জনের ক্ষেত্রে ১৬৯.৫৬ শতাংশ বেশি। উপযুক্ত টিকিট ছাড়া অথবা অনুমোদিত দূরত্বের বাইরে ভ্রমণ করলে অতিরিক্ত শুল্ক এবং ভাড়া আরোপ করা হতে পারে। যদি একজন যাত্রী দাবি অনুযায়ী সেই অর্থ দিতে ব্যর্থ হন অথবা অস্বীকার করেন, তাহলে তিনি অর্থ পরিশোধের ক্ষেত্রে খেলাপি হবেন এবং রেলওয়ে আইন ১৯৮৯-এর প্রাসঙ্গিক ধারাগুলির অধীনে তাঁর বিচার প্রক্রিয়া করা

হবে। অসুবিধা এড়ানোর জন্য উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষকে উপযুক্ত ও বৈধ টিকিট এবং বৈধ পরিচয়পত্র সাথে নিয়ে ভ্রমণ করার আহ্বান জানানো হয়েছে। এখন দেশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত যাত্রীরা নিজেদের স্মার্ট ফোন থেকে আনরিজার্ভড টিকেটিং সিস্টেম (ইউটিএস) মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে অসংরক্ষিত টিকিট ক্রয় করতে পারবেন। ইউটিএস অ্যাপ্লিকেশনটি অ্যানড্রয়েড ও অ্যাপল অ্যাপ-স্টোর থেকে ডাউনলোড করা যাবে।

গ্যাস সিলিন্ডার বিক্রেতার ছিন্নভিন্ন দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

আরারিয়া, ৩১ মে ঃ বিহারের তারাবাড়ি থানার বাটুরবাড়ি পঞ্চায়েতে এক গ্যাস সিলিন্ডার বিক্রেতার ছিন্নভিন্ন দেহ উদ্ধার হয়। বুধবার সকালে গ্যাস সিলিন্ডার বিক্রেতার মৃতদেহ পাওয়া যায়। দুস্কৃতীরা তাকে নৃশংসভাবে খুন করে দেহ ছিন্নভিন্ন করে দেয়। খবর পেয়ে তারাবাড়ি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য আরারিয়া সদর হাসপাতালে পাঠায়। ঘটনার তদন্তে ডগ স্কোয়াড দল ডেকেছে পুলিশ।

শাহবাদ ডেয়ারি হত্যাকাণ্ড ঃ ধৃত সাহিলকে নিয়ে দৃশ্য পুনঃনির্মাণ করল পুলিশ

নয়াদিল্লি, ৩১ মে ঃ বুধবার উত্তর জেলার শাহবাদ ডেয়ারি এলাকায় দুদিন আগে নাবালিকাকে হত্যার ঘটনায় পুলিশ দৃশ্যের পুনঃনির্মাণ করল। যে এলাকায় ১৬ বছর বয়সী কিশোরীকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়, সেখানে বুধবার ভোর ৪ টায় পুলিশের একটি দল অভিযুক্ত সাহিল খানকে নিয়ে ঘটনাস্থলে এসে দৃশ্যের পুনঃনির্মাণ করল এবং ঘটনার রাতের প্রতিটি বিষয় জিজ্ঞাসা করা হয়। তাও যাচাই করা হয়েছে। পুলিশ সাহিলকে হত্যার আগে তার বন্ধু আকাশের সাথে কোথায় দাঁড়িয়ে ছিল সে সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করে। পুলিশ সূত্রে খবর, নাবালিকা খুনের ঘটনায় পুলিশের তদন্ত দ্রুত এগিয়ে চলেছে। তবে, পুলিশ এখনও খুনে ব্যবহৃত ছুরিটি খুঁজে পায়নি। এনিয়ে সাহিল বারবার তার বয়ান পরিবর্তন করছে। কখনো বলে রিঠালার পার্কে ছুরি ছুড়েছেন, আবার কখনো বলে শাহবাদ ডেয়ারি এলাকার জঙ্গলে। এখন পর্যন্ত পুলিশ তাকে তার উল্লেখিত তিনটি স্থানে নিয়ে গেলেও কোথাও থেকে ছুরিটি উদ্ধার করতে পারেনি। ছুরিটি কোথা থেকে কিনেছেন তা এখনও পুলিশকে জানাননি অভিযুক্ত। একবার সে বলল যে সে স্থানীয় বাজার থেকে কিনেছে কিন্তু পরের দিন সে বলল যে ছুরিটা সে হরিদ্বার থেকে কিনেছে।

পটনায় বিরোধীদের বৈঠকে যোগ দেবেন উদ্ধব ঠাকরেঃ সঞ্জয়

মুম্বই, ৩১ মে ঃ বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের ডাকা বিরোধী নেতাদের বৈঠকে দেবেন শিবসেনা (উদ্ধব) প্রধান উদ্ধব ঠাকরে। উদ্ধবের দলের নেতা সঞ্জয় রাউত বুধবার এ কথা জানিয়েছেন। আগামী ১২ জুন পটনায় এই বৈঠক হতে চলেছে। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনকে মাথায় রেখে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই আরও জোরদার করতে দেশের বিরোধীদলগুলির নেতাদের নিয়ে বৈঠকের ডাক দিয়েছেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। ইতিমধ্যে একাধিক বিরোধী নেতার সঙ্গে পৃথকভাবে সাক্ষাৎ করেছেন তিনি। বুধবার সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় রাউত বলেন, ‘সমস্ত সমমনস্ক দল জোট বাঁধছে। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার এর নেতৃত্ব দিচ্ছেন। উদ্ধব ঠাকরে পাটনায় হতে চলা ওই বৈঠকে যোগ দেবেন।’ প্রসঙ্গত ১২ জুন পাটনায় বিরোধী বৈঠকে যোগ দেবেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে তাঁর থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, ‘নীতীশজি যখন কলকাতা এসেছিলেন তখন আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম পটনাতেই বৈঠক হোক। কারণ, ওখানে থেকে জয়প্রকাশ নারায়ণজি আন্দোলন শুরু করেছিলেন।

বিদেশি মদ উদ্ধার, চালক গ্রেফতার

পালামু, ৩১ মে ঃ ঝাড়খন্ডের মঙ্গরদহ উপত্যকার ডাল্টনগঞ্জ হয়ে চৈনপুর হয়ে বিহারে পাচারের সময় উদ্ধার বিদেশি মদ। চেইনপুর থানা পুলিশ ৪৬৫ বোতল বিদেশে মদ উদ্ধার করেছে। আটক চালক। বুধবার চৈনপুর থানার ইন্সপেক্টর উদয় কুমার গুপ্তা সাংবাদিকদের জানান, ৩০ মে মহকুমা পুলিশ অফিসার ঋষভ গর্গ গোপন সূত্রে খবর পান, সাদা রঙের টাটা ইন্ডিগোতে এক ব্যক্তি মদ পাচার করবে। তিনি মদ নিয়ে মাঙ্গারদহ উপত্যকা হয়ে গাড়োয়ার দিকে যাচ্ছেন। পুলিশের একটি দল রাত ৯.৩০ টার দিকে মঙ্গলদহ ভ্যালিতে সাদা টাটা ইন্ডিগো গাড়িটি আটকায়, গাড়িটিতে কেবল চালক ছিলেন। চালকের নাম অজয় কুমার সিং। তিনি বিহারের রোহতাস জেলার নোখা থানা এলাকার পুরনো নোখা বাসিন্দা। তল্লাশি চালিয়ে গাড়িটির ট্রাঙ্ক থেকে দুটি ভিন্ন কোম্পানির বেদেশি মদ উদ্ধার করা হয়। একটি মোবাইল ফোনও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

Name Change

I, VINOD TODI (old name) S/O SHANKAR LAL TODI Resident of L1 KARUNAMOYEE, SECTOR -2, SALT LAKE CITY, KOLKATA - 700091 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) VINOD KUMAR TODI, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 31/05/2023. VINOD TODI and VINOD KUMAR TODI both are same and one identical person.

Name Change

I, SUBRATA MANNA Resident of 7, Nilgunt Road, PS+PO- Belgharia, Kolkata-700056 WEST BENGAL, India do hereby solemnly affirm & declare my son's actual name SOUMYAJIT MANNA instead of SOUMYAJET MANNA, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 31/05/2023. SOUMYAJET MANNA and SOUMYAJIT MANNA both are same and one identical person.

Name Change

I, MD ALI, SK BECHO (old name) S/O SK CHUNNU Resident of 9H/1, Topsia 2 nd Lane, PO+PS- Tiljala, Kolkata-700039 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) SK BECHU, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 31/05/2023. MD ALI, SK BECHO and SK BECHU both are same and one identical person.

Name Change

I, SWAPNA MAJUMDER is wrongly recorded in my Passport No- X7954153. W/o- KSHIRODA NANDA MAJUMDAR. Residing at Vill - Begamganj, Post- Begamganj, Ps- Jiaganj, Dist- Murshidabad, Pin- 742123, West Bengal. Shall henceforth be known as SWAPNA MAJUMDAR. That my name SWAPNA MAJUMDAR and SWAPNA MAJUMDER is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, KAUSHIK MITRA S/o MRINAL KANTI MITRA resident of 70/1, Panchanantala Lane, PS- Parnasree, Kolkata-700034 WEST BENGAL, India do hereby solemnly affirm & declare that my minor daughter's actual name SHINJINI MITRA instead of SHINGINI MITRA, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 31/05/2023. SHINJINI MITRA and SHINGINI MITRA all are same and one identical person.

Name Change

I, SM AFZAL HOSSAIN is wrongly recorded in my Son's School Certificate. S/o- BHADU SEKH. Residing at Vill - Nowdapara, Post- Nowdapara, Ps- Tehatta, Dist- Nadia, Pin- 741160, West Bengal. Shall henceforth be known as AFJAL HOSEN SEKH. That my name AFJAL HOSEN SEKH and SM AFZAL HOSSAIN is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, SUPRITI LAHA @ SUPRITI LAHA PRADHAN (old name) D/O RAMESWAR PRADHAN W/o MADHU LAHA Resident of Kumarpur, PO & PS- Contai, East Medinipur-721401 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) SUPRITI PRADHAN, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 30/05/2023. SUPRITI LAHA @ SUPRITI LAHA PRADHAN and SUPRITI PRADHAN both are same and one identical person.

Name Change

I, GOLAMBARI MONDAL (old name) S/o JIYAD MONDAL resident of N0114, Kundakhali Godabar, PO-Koabati, PS-Kultali, Pin: 743338, 24 PGS (South) WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) GOLAMNABI MONDAL, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 31/05/2023. GOLAMBARI MONDAL and GOLAMNABI MONDAL all are same and one identical person.

Name Change

I, LIAQUAT ALI MONDAL (old name) S/o MASBUD MONDAL resident of VILL-SIROMONIPUR, PO-SIHAR, PS-KOTULPUR, BANKURA-722161 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) LIAKAT ALI MONDAL, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 31/05/2023. LIAQUAT ALI MONDAL and LIAKAT ALI MONDAL all are same and one identical person.

Name Change

I, MD AKSAR ALI (old name) S/O LATE MUSIM ALI MIDYA Resident of VILL-SIROMONIPUR, PO-SIHAR, PS-KOTULPUR BANKURA-722161 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) AKSAR ALI MIDYA, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 31/05/2023. MD AKSAR ALI and AKSAR ALI MIDYA both are same and one identical person.

Name Change

I, HASANUR RASID (old name) S/O AKSAR ALI MIDYA Resident of VILL-SIROMONIPUR, PO-SIHAR, PS-KOTULPUR, BANKURA-722161 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) HASANUR RASID MIDYA, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 31/05/2023. HASANUR RASID and HASANUR RASID MIDYA both are same and one identical person.

মালদার পর পূর্ব বর্ধমানের আমের দিল্লি যাত্রা

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৩১ মে ঃ পূর্ব বর্ধমানের হিমসাগর আমও এবার পাড়ি দিচ্ছে দিল্লিতে। আগামী সপ্তাহে দিল্লিতে শুরু হতে চলেছে আম উৎসব। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে বিভিন্ন প্রজাতির আম সেখানে পাঠানো হয়। এতদিন মালদা -সহ বিভিন্ন জেলার আম দিল্লি পাড়ি দিত। পূর্ব বর্ধমান জেলা প্রশাসনের তরফে ইতিমধ্যেই তৎপরতা শুরু হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ আমের জেলা বলতে প্রথমেই উঠে আসে মালদার নাম। আম উৎপাদন ও আমের গুণগত মানের বিচারে মালদার হিমসাগর প্রজাতির আমের বিশ্ব জোড়া খ্যাতি। প্রতি বছর দিল্লিতে আয়োজিত হয় 'ওয়েস্ট বেঙ্গল ম্যাংগো ফেস্টিভ্যাল।' বাংলার বিভিন্ন প্রজাতির আমের প্রদর্শনী ও বিক্রির উদ্দেশ্যেই এই উৎসবের আয়োজন করা হয়। মালদার আম প্রতিবছর সেখানে যায়। পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলা থেকে বিভিন্ন প্রজাতির আম পাঠানো হয় এই উৎসবে। পূর্ব বর্ধমানের হিমসাগর আম অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় স্বাদে ও গন্ধে পিছিয়ে নেই। স্থানীয় বাজার ও পার্শ্ববর্তী জেলায় রপ্তানি করা হয়। কলকাতায় আয়োজিত আম উৎসবে অংশ নেয় পূর্ব বর্ধমানের হিমসাগর। এবার পালা রাজধানী যাত্রার। পূর্ব বর্ধমানের কালনায় হিমসাগর আমের উৎপাদন বেশি। জেলা প্রশাসনের হিসাব অনুযায়ী, কেবলমাত্র কালনা ও পূর্বস্থলি এলাকায় ৩ হাজার ৯৪০ হেক্টর এলাকায় আম চাষ হয়েছে। মোট উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ২ হাজার ৬৪৬ মেট্রিক টন। পূর্ব বর্ধমান জেলায় উৎপাদিত হিমসাগর প্রজাতির আমই পাঠানো হবে দিল্লির আম উৎসবে। বিশেষ পদ্ধতিতে প্যাকেজিংয়ের মাধ্যমে এই আম পৌঁছে দেওয়া হবে। অন্য রাজ্যের অন্যান্য জেলার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পূর্ব বর্ধমানের হিমসাগর আম দিল্লিবাসীর বা দিল্লিতে বসবাসকারী বাঙালির মন জয় করতে পারে কিনা সেটাই দেখার।

ফুটপাত দখলমুক্ত করতে পৌরসভার অভিযানের বিরুদ্ধে হকার সংগঠনের মিছিল

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৩১ মে ঃ জলপাইগুড়িতে হকার উচ্ছেদ করে ফুটপাত দখলমুক্ত করার ঢেউ আছড়ে পড়লো পৌরসভায়। বিগত কয়েক দিন থেকে জলপাইগুড়ি পৌরসভা এবং পুলিস প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে শহরের ব্যস্ততম রাস্তার ফুটপাত দখলমুক্ত করার পাশাপাশি পথের পাশে বসে ব্যাবসা করে চলা হকারদের উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়। যা নিয়ে ইতিমধ্যেই শহরে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। বুধবার এই অভিযানকে অগণতান্ত্রিক আখ্যা দিয়ে এর বিরুদ্ধে পথে নামলো সি আই টি ইউ অনুমোদিত রাজ্য স্ট্রিট ভেন্ডার এন্ড হকার্স ইউনিয়নের জলপাইগুড়ি জেলার সদস্যারা। বুধবার শহরের সমাজ পাড়া মোড়ে জমায়েত হয়ে সংগঠনের জেলা সম্পাদক সহ অন্যান্য স্ট্রিট ভেন্ডার এবং হকার্সরা মিছিল করে জলপাইগুড়ি পৌরসভায় পৌঁছে নিজেদের দাবি গুলো পৌর প্রশাসনের সামনে তুলে ধরে। আন্দোলন প্রসঙ্গে সংগঠনের জেলা সম্পাদক নীলাঞ্জন নিয়োগী বলেন, কোনো পুনর্বাসনের ব্যবস্থা বা পরিকল্পনা না করেই যে ভাবে উচ্ছেদ অভিযান শুরু করা হয়েছে তার বিরোধিতা করছি আমরা। এরপর আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যাবো আমরা।

অসহনীয় এই দাবদাহেও জলকষ্টে বাঘমুন্ডির গ্রামবাসীরা

দুরন্ত বার্তা, পুরুলিয়া, ৩১ মে ঃ সজল ধারা প্রকল্পে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানীয় জল পাওয়া থেকে বঞ্চিত পুরুলিয়ার আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রামের বাসিন্দারা। তাই পাম্প হাউসে তালা লাগিয়ে পোস্টার ঝুলিয়ে বিক্ষোভ দেখালেন গ্রামবাসীরা। ঘটনাটি ঘটেছে পুরুলিয়ার বাঘমুন্ডি ব্লকের তুনতুড়ি-সুইসা অঞ্চলের তুনতুড়ি গ্রামে। বাঘমুন্ডি পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষ থেকে তুনতুড়ি গ্রামে জলসংকট দূর করতে সজল ধারা প্রকল্পের মাধ্যমে পাড়ায় -পাড়ায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু গ্রামবাসীদের একাংশের অভিযোগ, গ্রামের কয়েকটি পাড়ায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে জল সরবরাহ করা হলেও বেশ কয়েকটি পাড়া এখনও বঞ্চিত রয়েছে পানীয় জলের পরিষেবা থেকে। স্থানীয় একজন জানান, বিশেষ করে তুনতুড়ি গ্রামের নামো পাড়ার প্রায় ১৫০ টি পরিবার সজল ধারা প্রকল্পের মাধ্যমে পানীয় জল পাওয়া থেকে বঞ্চিত রয়েছে। ওই পাড়ায় নলকূপ থাকলেও গ্রীষ্মকালে জলস্তর নীচে নেমে যাওয়ায় পর্যাপ্ত জল ওঠে না। গ্রামের অন্য পাড়া থেকে জল বয়ে নিয়ে আসতে হয় গ্রামবাসীদের। বিষয়টি সজল ধারা প্রকল্পের পাম্প হাউস দেখভালের দায়িত্বে থাকা কমিটিকে জানানো হলেও কোনও লাভ হয়নি বলে অভিযোগ ভুক্তভোগীদের। তাই তুনতুড়ি গ্রামের নামো পাড়ার বাসিন্দারা হাঁড়ি, বালতি, কলসি সহ অন্যান্য জলপাত্র নিয়ে পাম্প হাউসে গিয়ে বিক্ষোভ দেখান। তবে পরে সজল ধারা প্রকল্পের পাম্প হাউস কমিটির তরফে দুর্গাপ্রসাদ সিং মুড়া জানান, ওই পাড়ায় জল সরবরাহের পাইপ খারাপ হয়ে যাওয়ায় এই সমস্যা দেখা দিয়েছে। শীঘ্রই সেখানে জলসমস্যার সমাধান হবে।

ইন্টেলিজেন্ট ওয়াটার লেভেল মনিটরিং উপকরণের সরবরাহ, স্থাপন, টেস্টিং ও কমিশনিং

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং [illegible], তারিখ: ২৫-০৫-২০২৩। [illegible]

টেন্ডার মূল্য: ১,৪৫,৪৮,৮৯৭/- টাকা, বিড সিকিউরিটি ২,২২,৮০০/- টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২৭-০৬-২০২৩ তারিখের ১৫.০০ ঘটিকায় এবং খুলবে ২৮-০৬-২০২৩ তারিখের ১৫.০০ ঘটিকায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৭-০৬-২০২৩ তারিখের ১৫.০০ ঘটিকা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

বিআরএম/ওয়ার্কস, লামডিং

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

হাসিমুখে গ্রাহকদের সেবায়

মেয়র এবং এনবিএসটিসি আধিকারিকরা নতুন বাস টার্মিনাস জমি পরিদর্শন করেছেন

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৩১ মে ঃ শিলিগুড়ি শহরের যানজট সমস্যার সমাধানে তিনবাত্তি মোড়ে নতুন বাস টার্মিনাস তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার।

বুধবার ওই এলাকা পরিদর্শনে গেলেন মেয়র ও NBSTC এর আধিকারিকেরা। জানা গিয়েছে, শহরের যানজট সমস্যা মোকাবেলায় শহরের ভেতরে থাকা বাসস্ট্যান্ডকে তিনবাত্তি মোড়ে স্থানান্তরিত করা হবে। তার জন্য সেখানে নতুন বাস টার্মিনাস তৈরি করা হবে। জানা গিয়েছে NBSTC এর জমির ওপর ওই বাস টার্মিনাস তৈরি হবে। বুধবার, ওই এলাকা পরিদর্শন করে সমস্ত পরিকাঠামো খতিয়ে দেখেন মেয়র গৌতম দেব। জানা গিয়েছে, সেখানে আগে NBSTC এর কার্যালয় ছিল। এবার সেই জায়গাকে পুরনিগমকে ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছে NBSTCও রাজ্য পরিবহন দপ্তর। এদিন এই পরিদর্শনে মেয়রের সাথে উপস্থিত ছিলেন এনবিএসটিসির চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়, ম্যানেজিং ডিরেক্টর দীপঙ্কর পিপলাই, বরো চেয়ারম্যান জয়ন্ত সাহা সহ অন্যান্যরা।

বনভূমি রক্ষা ও পলিব্যাগ বর্জনের আহ্বান মেজিয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ৩১ মে ঃ পলিব্যাগ বর্জন করে জুট ও কাপড়ের থলের ব্যবহার বাড়ানো ও বনভূমি রক্ষার জন্য সবুজায়নের আহ্বান জানিয়েছেন ডিভিসির মেজিয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষ। কেন্দ্রীয় সরকারের লাইফ মিশন কর্মসূচিতে গত ১১ মে থেকে ডিভিসির মেজিয়া তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বিভাগ ও সিএসআর বিভাগের যৌথ উদ্যোগে আগামী ৫ জুন পর্যন্ত নানা কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। বিশ্ব উষ্ণায়নে মানব সভ্যতার বিপন্নতা , তা থেকে রক্ষা পেতে বনরক্ষাও গাছপালা লাগাতে প্রকল্প লাগোয়া ১০ কিমি এলাকার বাসিন্দাদের আহ্বান জানান হয়। অধিবাসীদের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে সভা, সেমিনার, জল সংরক্ষণ, শক্তির অপচয়রোধ বিষয়ে স্কুল পড়ুয়াদের পরামর্শ ও বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে বলে জানান এমটিপিএসের ডিজিএম (সিএসআর) এ কে তেওয়ারি। তিনি বলেন আগামী প্রজন্মের কাছে ভয়ঙ্কর বিপদ দাঁড়িয়ে আছে। মানব সভ্যতাই নয়. পৃথিবীর সমস্ত প্রাণী ও জড় জগতের রক্ষার্থে জরুরি ভিত্তিতে পদক্ষেপ নিতে হবে। প্রকল্পের দূষণ নিয়ন্ত্রণ বিভাগের আধিকারিক কল্যানী পাইন বলেন বুধবার আমরা এখানের কেন্দ্রীয় বাজারের প্রত্যেক দোকানদারকে সতর্ক করেছি পলিব্যাগ ব্যাবহার না করার জন্য। পাশাপাশি এদিন তাদের হাতে জুটের ব্যাগ তুলে দেওয়া হয়। অন্যদিকে সবুজায়নের লক্ষ্যে স্থানীয় আমডাঙা গ্রামে বাড়ি বাড়ি গিয়ে একটি করে মেহগিনি গাছের চারা দেওয়া হয় বলে জানান বিদ্যুৎ প্রকল্পের প্রিন্সিপাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার ও প্রকল্প প্রধান সুশান্ত সন্নিগ্রাহী।

জেলা পুলিশের নির্দেশে র‍্যালি

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৩১ মে ঃ ৩১ মে বিশ্ব তামাক বিরোধী দিবস। তামাকজাত দ্রব্য সেবনে প্রতিবছর অসংখ্য মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে মারন ব্যাধিতে , সেই সঙ্গে অসংখ্য মানুষের মৃত্যু হচ্ছে।তামাক সেবনে শ্বাসনালীতে সংক্রমণ, শ্বাসনালীর অবনতি, হাঁপানি, ফুসফুসের ক্যান্সার মতো মারন ব্যাধিতে আক্রান্ত হচ্ছে মানুষ। ধূমপানেও প্রবল ঝুঁকি! শিশুদের উপর মারাত্মক প্রভাব পড়ে। বুধবার তামাক বিরোধী দিবস উপলক্ষ্যে জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশের নির্দেশে ধূপগুড়ি থানার তরফে আয়োজন করা হয় তামাক বিরোধী র‍্যালি । এদিনের র‍্যালিতে উপস্থিত ছিলেন, ধূপগুড়ি থানার আইসি সুজয় তুঙ্গা, আবগারি দপ্তরের অধিকারীক সহ ধূপগুড়ি থানার পুলিশ কর্মীরা। র‍্যালিতে প্ল্যাকার্ড হাতে অংশ নেয় তাইকুন্ডো শিক্ষার্থীরা।

সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগমের বৃত্তি ও ঋণ প্রদান

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ৩১ মে ঃ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগমের আয়োজনে এবং জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় আগামী ১ জুন থেকে ৭ জুন,২০২৩,বীরভূম জেলার নলহাটি-১ নম্বর ব্লকের কৃষক বাজারে এবং সাইথিয়া ব্লক সংলগ্ন মেলার মাঠে ৫ জুন থেকে ১১ জুন বেলা ১১.৩০ মিনিট থেকে অনুষ্ঠিত হবে ঋণ মেলা ও স্কলারশিপ প্রদান অনুষ্ঠান। সাতদিন ধরে এই মেলা অনুষ্ঠিত হবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বিশিষ্টজনেরা। মোট আঠারো শো উনিশ জনকে চার দশমিক আটান্ন কোটি টাকা ঋণ প্রদান করবে। ২২ সালের ১ এপ্রিল -২৩ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত স্বনির্ভর গোষ্ঠীর দুশোজনকে ৩১ কোটি ঋণ প্রদান করা হবে। ২২-২৩ সালে মোট সাতচল্লিশ কোটির বেশি টাকা দেওয়া হবে।

পূর্ব রেলওয়ে

সংক্ষিপ্ত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-কন-ইপিসি-১২০-২০২৩-এলজাইটি, তারিখ ২৬.০৫.২০২৩। চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার (কন), পূর্ব রেলওয়ে, কলকাতা, ১৭, নেতাজি সুভাষ রোড, ৪র্থ তল, ফেয়ারলি প্লেস, কলকাতা-৭০০০০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য যথেষ্ট আর্থিক সঙ্গতি এবং পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা সহ বৈধ ইলেক্ট্রিক্যাল কন্ট্রাক্টর'স লাইসেন্স আছে এরূপ অভিজ্ঞ ইলেক্ট্রিক্যাল কন্ট্রাক্টর, পার্টনারশিপ ফার্ম ইত্যাদির থেকে ইপিসি পদ্ধতির মাধ্যমে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। টেন্ডার নং ইএল-এইচডব্লুএইচ-কন-ইপিসি-১২০-২০২৩, কাজের নাম : বর্তমান হাওড়া-দিঘি সিঙ্গি কাট গতিবেগে ১৬০ কিমি প্রতি ঘণ্টা পর্যন্ত বাড়ানোর জন্য পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া ডিভিশনের হাওড়া-বর্ধমান কর্ড (বাইপাস) শাখায় ২২৫ কেভি গ্রাফাইটে ২২০/১৩২ কেভি ট্র্যাকশন সাবস্টেশন, সেকশনিং পোস্ট (এসপি) এবং সাব সেকশনিং পোস্ট (এসএসপি) সহ ২-ক্যাটেনারি ট্র্যাকশন ডিজাইন, সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষণ এবং চালুকরণ। টেন্ডার মূল্যমান: ৬১,০৫,৭৬,৮৯৯ টাকা। বিড সিকিউরিটি : ৩০.৫২৪ লক্ষ টাকা। কাজ শেষের সময়সীমা : ৯ মাস। বন্ধের তারিখ ও সময় : ২৫.০৭.২০২৩ তারিখ সকাল ১১টা। www.ireps.gov.in থেকে টেন্ডার নথিপত্র ডাউনলোড করা যাবে এবং এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে উল্লিখিত টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পূর্বে টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য ও বায়নামূল্য অনলাইনে দেওয়ার পর দাখিল জমা করা যাবে। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে সর্বতোভাবে পূরণ করা এবং সকল নথিপত্র সহ টেন্ডার www.ireps.gov.in-এ আপলোড করা যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে টেন্ডারের জন্য বিডিং জমা করতে হবে। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হলে তা গ্রাহ্য হবে না এবং সরাসরি বাতিল করে দেওয়া হবে। টেন্ডার নথিপত্র, টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির বিশদ বিবরণ, সময়ে সময়ে ইস্যু করা সংশোধনী (যদি থাকে) এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি www.ireps.gov.in-তে পাওয়া যাবে। ডেপুটি চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (কন), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৩৭১, জেলখানা ঘাট রোড, হাউস ব্লক, হাওড়া-৭১১১০১-এর অফিসের নোটিস বোর্ডে বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি দেখা যাবে।

(CON-25/2023-24)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

জলপাইগুড়িতে বিমান বসু

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৩১ মে ঃ বিমান বসু জলপাইগুড়ি। সুজয় কৃষ্ণ ভদ্র (কালীঘাটের কাকু) গ্রেফতার প্রসঙ্গে বুধবার সকালে জলপাইগুড়িতে বিমান বসু সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বলেন, এভাবে সম্পত্তি বেড়েছে আর এই সম্পত্তি বাড়ার লিস্ট যেভাবে বেরোচ্ছিল তাতে বোঝাই যাচ্ছিল, আর ইডি যেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছে তাতে বোঝাই যাচ্ছিল যে কালীঘাটের কাকু নামে যিনি বিখ্যাত তিনি গ্রেফতার হতে পারেন। আর কালীঘাটের কাকু একটা কথা বলেছেন যে তার সাহেব অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেননি বলেছেন তার সাহেব। সে তাই তাকে কেউ কিছু করতে পারবেন না। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যদি অনিয়ম বেনিয়ম হয়, আর যদি আয়ের থেকে ব্যয় বেশি হয় তাকে ছুঁতে পারবেনা এমন কথা বলার অর্থ তার স্তাবক। কাজেই কোন তথ্য প্রমাণ পেয়েছে সম্পত্তির হদিশ সহ ব্যাংক ডিটেল পেয়েছে তখন তাদের গ্রেফতার করেছে। এখন আইন অলোক ব্যবস্থা হবে। যারা বিয়েশাদী কাজ করে মানে আয়ত থেকে ব্যয় বেশি করে তাদের কিন্তু এই ধরনের অবস্থা হওয়াটা অস্বাভাবিক না।

ছেলের বিয়ে, দুর্ঘটনায় মৃত বাবা

দুরন্ত বার্তা, ইসলামপুর, ৩১ মে ঃ ছেলের বিয়ের নিমন্ত্রণ করতে বেরিয়ে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল বাবার। বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে ইসলামপুর থানার ঘোড়ামারা এলাকায় বাইপাসের উপর। জানা গিয়েছে, মৃত ওই ব্যক্তির নাম হাসিমুদ্দিন (৫০)। বাড়ি গুঞ্জরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের নয়াবস্তি এলাকায়। আগামী পরশুদিন ওই ব্যক্তির ছেলের বিয়ে। সেই উপলক্ষ্যে এদিন তিনি নিমন্ত্রণ করতে বেরিয়েছিলেন। কিন্তু আর বাড়ি ফেরা হল না তাঁর। ইসলামপুর বাইপাসে বাইকে করে যাচ্ছিলেন ওই ব্যক্তি ও তাঁর আত্মীয়। সেইসময় পেছন থেকে একটি ছোট গাড়ি ধাক্কা মারে। গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁদের উদ্ধার করে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখান থেকে হাসিমুদ্দিনকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হলে, পথে মৃত্যু হয় তাঁর। তদন্তে পুলিশ।

বিনা নোটিশে কর্মী ছাঁটাই, বিক্ষোভ কর্মীদের

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৩১ মে ঃ কোনোও নোটিশ নয় সরাসরি রিজাইন লেটার পাঠিয়ে দিলো কর্মীদের হাতে। পাশাপাশি তাদের হুমকি দেওয়া হয়েছে রিজাইন লেটারে সই না করলে চলতি মাসের মাইনে পর্যন্ত দেওয়া হবেনা। এমনই অভিযোগ তুলে প্রতিবাদ জানিয়ে একটি বহুজাতিক সংস্থার জলপাইগুড়ির শপিং মলের গেটের সামনে অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হল ওই কোম্পানিতে কর্মরত সিকিউরিটি গার্ডের কর্মীরা।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : ইএল/এইচডব্লুএইচ/২৫/২১ (নোটিস)/৪১৮, তারিখ : ৩০.০৫.২০২৩। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং রেলওয়ে স্টেশনের নিকট, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত বৈদ্যুতিক কাজের জন্য ওপেন টেন্ডার আহ্বান করছেন। ক্র.নং. ১, টেন্ডার নং : ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩২১৮-আর। কাজের নাম: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে এনএইচ-৬০-এর উপর বিষ্ণুপুরে কিমি ১৯৩.৮০-তে লেভেল ক্রসিং নং ৩৯/এ/৩এ-র পরিবর্তে আরওবি ও সেটির অ্যাপ্রোচ নির্মাণের সাথে যুক্ত এলসি গেট ও কেবিনের স্থানান্তরণ-এর পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ বৈদ্যুতিক কাজ। টেন্ডার মূল্য: ২,২৭,৪৮৪ টাকা। বিড সিকিউরিটি (বায়নামূল্য জমা): ৪,৬০০ টাকা। কাজ শেষের মেয়াদ: ৬ মাস। ক্র.নং. ২, টেন্ডার নং : ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩১৮৫-আর। কাজের নাম: হাওড়া ডিভিসনে বৈদ্যুতিক অ্যাসেটের (ডিস্ট্রিবিউশন ট্রান্সফর্মার, আরএমইউ/ভিসিবি দ্বারা এইচটি অয়েল সার্কিট ব্রেকার, কেবল) বৃদ্ধি /উন্নয়ন। টেন্ডার মূল্য: ১,৮৭,৩৪,৮৭১ টাকা। বিড সিকিউরিটি (বায়নামূল্য জমা): ২,৪৩,৭০০ টাকা। কাজ শেষের মেয়াদ: ৯ মাস। বন্ধের তারিখ ও সময়: ২৩.০৬.২০২৩ তারিখ দুপুর ৩টে। যদি কোনও অপ্রত্যাশিত কারণে টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত টেন্ডার বন্ধের তারিখে ছুটি/বন্ধ/স্ট্রাইক ঘোষিত হয় তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের কোন রকম হেরফের হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদন করে না। যদিও, টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পর যে কোনও সুবিধামতো তারিখে অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। (HWH-73/2023-24)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং : [illegible] তারিখ ৩০.০৫.২০২৩। [illegible] www.ireps.gov.in [illegible]

(MISC-52/2023-24)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

RDB REALTY & INFRASTRUCTURE LTD.

CIN: L16003WB2006PLC110039
Regd. Office : Bikaner Building, 8/1, Lal Bazar Street, R.No- 10 Kolkata-700001,
Ph No (033) 44500500, Fax: 033-22420588;
Email id :secretarial@rdbindia.com; Website: www.rdbindia.com

EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31STMARCH, 2023

(Rs. In Lakhs)

Particulars	CONSOLIDATED Quarter ended 31.03.2023 (Audited)	Year ended 31.03.2023 (Audited)	Quarter ended 31.03.2022 (Audited)
Total income from operations (net)	7252.40	14195.15	3860.09
Net Profit before Tax and exceptional items	920.78	2028.48	122.89
Net Profit before Tax after exceptional items	920.78	2028.48	122.89
Net Profit/loss after Tax	776.88	1687.82	13.30
Total Comprehesnsive Income for the period (Comprising profit for the period after tax and other comprehensive income after tax)	775.43	1708.01	40.99
Paid-up Equity Share Capital Face Value Rs. 10/- Per Share)	1728.34	1728.34	1728.34
Reserves (As shown in the Audited Balance Sheet of previous year)	15125.44 (as on 31/03/23)	15125.44 (as on 31/03/23)	13527.65 (as on 31/03/22)
Basic and Diluted Earning Per Share for the period	4.49	9.77	0.08

Notes:
1. (a) The above results were reviewed by the Audit Committee on 30th May, 2023 and approved by the Board of Directors of the Company at its meeting held on 30th May, 2023.
(b) Key Standalone Financial Information

Particulars	Quarter ended 31.03.2023 (Audited)	Year ended 31.03.2023 (Audited)	Quarter ended 31.03.2022 (Audited)
Total Income	5263.20	11261.81	2123.88
Net Profit /loss before Tax	67.15	540.37	78.17
Net Profit/Loss after Tax	61.11	426.70	8.24

2. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the website of the Stock Exchange(s) and on the company's website (www.rdbindia.com).

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD
sd/-
Rajeev Kumar
Chairman & Whole-time Director
DIN: 07003686

Place: Kolkata
Date: 31.05.2023

CENTURY EXTRUSIONS LIMITED

Regd. Office : 113 Park Street, N Block, 2nd Floor, Kolkata - 700016
Email : century@centuryextrusions.com ;
Website : www.centuryextrusions.com
Tel: +91(033) 2229 1012 /1291; Telefax: +91(033) 2249 5656
CIN : L27203WB1988PLC043705

STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2023

(Rs. in lacs)

	PARTICULARS	Quarter Ended 31.03.2023 Audited	31.12.2022 Un-Audited	31.03.2022 Audited	Year Ended 31.03.2023 Audited	31.03.2022 Audited
	PART-I					
1	Revenue from operation	8017	9992	9892	37201	32246
2	Other Income	13	7	41	35	71
3	Total Income from operation (1+2)	8030	9999	9933	37236	32317
4	Expenses					
	a) Cost of materials consumed	6340	7638	8548	28969	26117
	b) Changes in Inventories of finished goods, work in progress and stock in trade	(109)	319	(808)	254	(932)
	c) Employee benefits expense	365	397	339	1576	1395
	d) Finance Cost	216	230	195	891	760
	e) Depreciation and amortisation expense	61	67	78	305	339
	f) Other expenses	869	1135	1251	4230	3773
	Total Expenses	7742	9786	9603	36225	31452
5	Profit(+)/ Loss(-) before exceptional items (3-4)	288	213	330	1011	865
6	Exceptional Items	147	—	—	147	—
7	Profit(+)/ Loss(-) before tax (5-6)	141	213	330	864	865
8	Tax Expenses					
	(1) Current tax	108	50	108	288	247
	(2) Deferred tax	(15)	(3)	(36)	(21)	1
9	Net Profit(+)/ Loss(-) after Tax (7-8)	48	166	258	597	617
10	Other Comprehensive Income/ (Loss)	(22)	5	(9)	(6)	20
11	Total Comprehensive Income for the period (IX+X)	26	171	249	591	637
12	Paid-up equity share capital (Face Value of Rs 1/- each)	800	800	800	800	800
13	Reserves excluding revaluation reserves as per Balance Sheet of previous accounting year	—	—	—	—	—
14	EPS for the period (Rs.) (not annualised)					
	a Basic	0.06	0.21	0.32	0.75	0.77
	b Diluted	0.06	0.21	0.32	0.75	0.77

STATEMENT OF ASSETS AND LIABILITIES

(Rs. In Lacs)

	PARTICULARS	31-Mar-2023 Audited	31-Mar-2022 Audited
A	ASSETS		
1	Non-Current Assets		
	a) Property, Plant & Equipment	2246	2417
	b) Capital Work-in-progress	3	—
	c) Right of use Assets	205	257
	d) Capital Work in Progress	—	—
	e) Intangible Assets under Development	13	3
	f) Financial Assets		
	i) Loans	33	30
	ii) Other Financial Assets	6	27
	g) Deferred Tax Assets (Net)	26	16
	h) Other Non-Current Assets	676	684
	Sub total Non-Current Assets	3208	3434
2	Current Assets		
	a) Inventories	3279	4261
	b) Financial Assets		
	i) Investment	—	28
	ii) Trade Receivable	3419	4803
	iii) Cash & Cash Equivalents	806	11
	iv) Other Bank Balances	261	277
	v) Loans	10	11
	vi) Other Financial Assets	23	104
	c) Current Tax Assets (Net)	3	—
	d) Other Current Assets	2281	953
	Sub total Current Assets	10082	10248
	TOTAL ASSETS	13290	13682
B	EQUITY AND LIABILITIES		
1	Equity		
	a) Share Capital	800	800
	b) Other Equity (Reserve & Surplus)	5715	5124
	Total Equity	6515	5924
	Liabilities		
2	Non-Current Liabilities		
	a) Financial Liabilities		
	i) Borrowings	711	1262
	ii) Other Financial Liabilities	40	104
	b) Long term provisions	33	65
	Sub-total Non-Current Liabilities	784	1431
3	Current Liabilities		
	a) Financial Liabilities		
	i) Borrowings	3968	3154
	ii) Trade Payable		
	total outstanding dues of micro enterprises and small enterprises	—	—
	total outstanding dues of creditors other than micro enterprises and small enterprises	1197	2274
	iii) Other Financial Liabilities	132	174
	b) Other current liabilities	491	473
	c) Short-term provisions	213	73
	d) Current Tax Liabilities (net)	—	178
	Sub-total Current Liabilities	5991	6327
	Total Liabilities	13290	13682

Notes :
1. The above results have been reviewed by the Audit Committee at their meeting held on 30th May, 2023 for the quarter and year ended 31st March, 2023 and thereafter were approved by the Board of Directors at their meeting held on 30th May, 2023.
2. The Company has two business segments i.e. manufacturing of Aluminium Extruded Products and manufacturing Transmission and Distribution Line Hardware. However, the company does not fall under any of the criteria laid down under Ind AS - 108 and hence segment Reporting not applicable.
3. The above is an extract of the detailed fromat of quarterly results filed with the Stock Exchange under regulation 33 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly results are available on the Stock Exchange of BSE at www.bseindia.com , NSE at www.nseindia.com and on company's website at www.centuryextrusions.com
4. Ind AS 115, Revenue from Contracts with Customers, mandatory for reporting periods beginning on or after April 1, 2018, replaces the existing revenue recognition requirements. As per the assessment of the Company, on adoption of Ind AS 115, there is an impact in the profit of the Company by Rs. 22.35 lakhs for the year ended 31st March, 2023.
5. The figures of the last quarter are the balancing figures between audited figures in respect of full financial year upto 31st March, 2023 and the unaudited published year to date figures upto 31st December, 2022 being the dates of the end of the third quarter of financial year respectively which were subject to limited review.
6. The Company has opted to apply concessional rate of taxation as per the provision of Section 115BAA of the Income Tax Act, 1961, made effective for Financial Year 2021 - 22. Accordingly the provision for Income Tax and Deferred Tax balances have been recorded/remeasured using the new tax rate and the resultant impact is recognised in the statement of Profit and Loss for the current period.

For Century Extrusions Limited
Sd/-
Vikram Jhunjhunwala
Chairman and Managing Director
DIN :- 00169833

Place : Kolkata
Date : 30.05.2023

HOWRAH GASES LIMITED

CIN :L27109WB1968PLC027399
Regd. Office: 1,Crooked Lane, Ground Floor,Room No.G-2, Kolkata 700069,West Bengal,
Mobile No.+91 9830024305
Email : howrahgasesltd@gmail.com; Website : howrahgases.com

EXTRACT OF STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH ,2023

(Rs. In Lakhs)

SL No	Particulars	Quarter Ended 31-March 2023 Audited	31-Dec 2022 Unaudited	31-March 2022 Audited	Year Ended 31-March 2023 Audited	31-March 2022 Audited
1	Total income from operations (net)	120.47	67.30	59.92	461.13	720.90
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	77.21	(8.78)	37.91	41.28	217.56
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	57.21	(8.78)	37.91	21.28	197.56
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	58.58	(8.78)	37.91	22.65	193.91
5	Total Comprehensive income for the period/(Loss) {comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)}	317.00	(8.78)	37.91	281.07	209.09
6	Equity Share Capital	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00
7	Other Equity(excluding Revaluation Reserve)	-	-	-	6086.88	5805.81
8	Earnings Per Share (before and after extraordinary items) (not annualised) : Basic & Diluted(Rs.)	9.91	(0.27)	1.18	8.78	6.53

Notes:
1) The above Audited financial results were reviewed by the Audit Committee and have been approved by the Board of directors at their respective meetings held on 30th May, 2023.
2) The Above is an extract of the detailed format of Financial results has been filled with the Stock Excahange under Regulation 33 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 and available on Company's website http://www.howrahgases.com/

On behalf of the Board of Directors
For,HOWRAH GASES LIMITED
Sd/-
Suresh Kumar Agrawal
Managing Director
DIN No. 00587623

Place : Kolkata
Date : 30th May,2023

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDERS

ABRIDGE-NIT

The **Executive Engineer(E)/LTG/Z-1, KMC** invites E-tender online percentage Bid system for the following works :

1. NIT No. : LTG/48/W-15/BR-II/Z-1/23-24
Name of Work : **Improvement of street lighting system with energy efficient LED lights at Canal West Road and Lighting System of Highmast at different places in Ward No.-15, Br-II.** Estimated Amount : ₹ **3,75,646.07**. Earnest Money : ₹ **7,600.00**.

2. NIT No. : LTG/46/WD-29/BR-III/Z-1/23-24
Name of Work : **Installation of lighting arrangement with energy efficient LED light fittings at Canal East Road (East Side) in Ward No.-29 under BR-III.** Estimated Amount : ₹ **4,82,192.08**. Earnest Money : ₹ **10,000.00**.

3. NIT No. : LTG/38/WD-14/BR-II/Z-1/23-24
Name of Work : **Installation of lighting arrangement with energy efficent LED light fittings & allied electrical works at Manick Tolla Main Road to Bagmari Road crossing & other places in Ward No.-14.** Estimated Amount : ₹ **4,87,009.94**. Earnest Money : ₹ **9,800.00**.

4. NIT No. : LTG/25/WD-13/BR-III/Z-1/23-24
Name of Work : **Repairing of bustee lighting system at C. C. Road bustee, 76 Pally bustee & other bustees in Ward No.13.** Estimated Amount : ₹ **1,48,973.99**. Earnest Money : ₹ **3,000.00**.

5. NIT No. : LTG/27/WD-30/BR-III/Z-1/23-24
Name of Work : **Repairing of bustee lighting arrangements at N. N. Road bustee, U.C.B. Road bustee & other bustees in Ward No.30.** Estimated Amount : ₹ **1,49,738.56**. Earnest Money : ₹ **3,000.00**. Period of Completion : **30 days** (for Sl. No. 1 to 5). Last date of submission of Bid : **10.06.2023 (1:00 PM)** (for Sl. No. 1), **14.06.2023 (1:00 PM)** (for Sl. No. 2), **13.06.2023 (12:00 Noon)** (for Sl. No. 3 to 5). The bid forms and other details are available on & from **30.05.2023 (4:00 PM)** (for Sl. No. 1), **01.06.2023 (1:00 PM)** (for Sl. No. 2), **31.05.2023 (5:00 PM)** (for Sl. No. 3 to 5) from the website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 5).

The **Executive Engineer(E)/Electricity-II/KMC** invites tender online quoted rate in two bid system for the following works :

1. NIT No. : KMC/ELY/ESTM-23/23-24
Name of Work : **Operation of 40KVA Diesel Generator set at Br-III, Narkeldanga Treasury office under KMC.** Estimated Amount : ₹ **1,65,108.00**. Earnest Money : ₹ **3,500.00**.

2. NIT No. : KMC/ELY/ESTM-22/23-24
Name of Work : **Operation of 40 KVA Diesel Generator set at Br-IX and Br-XIII & Br-XIV Treasury offices under KMC.** Estimated Amount : ₹ **3,30,216.00**. Earnest Money : ₹ **6,700.00**.

3. NIT No. : KMC/ELY/ESTM-24/23-24
Name of Work : **Operation of 40 KVA Diesel Generator set at Gachtala Treasury office under KMC.** Estimated Amount : ₹ **1,65,108.00**. Earnest Money : ₹ **3,500.00**. Period of Completion : **365 days** (for Sl. No. 1 to 3). Last date and time of submission of Bid : **10.06.2023 up to 4:00 PM** (for Sl. No. 1 to 3). The bid forms and other details are available on and from **02.06.2023 (06:00 PM)** from the website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 3).

The **Executive Engineer(Electrical) Lighting Zone: II** invites E-tender by two bid system for the following works :

1. NIT No. : LTG/37/47/VI/Z-II/2023-2024
Name of Work : **Supply and delivery of street light fittings at Ward No. 47.** Estimated Amount : ₹ **4,99,990.78**. Earnest Money : ₹ **10,000.00**.

2. NIT No. : LTG/38/51/VI/Z-II/2023-2024
Name of Work : **Supply and delivery of street light fittings at Ward No. 51.** Estimated Amount : ₹ **4,99,934.14**. Earnest Money : ₹ **10,000.00**.

3. NIT No. : LTG/10/47/VI/Z-II/2023-2024
Name of Work : **Annual operation and maintenance of street lighting arrangement in Ward No.47.** Estimated Amount : ₹ **4,97,260.00**. Earnest Money : ₹ **10,000.00**.

4. NIT No. : LTG/36/46/VI/Z-II/2023-2024
Name of Work : **Supply and delivery of street light fittings at Ward No. 46.** Estimated Amount : ₹ **4,99,877.50**. Earnest Money : ₹ **10,000.00**. Period of Completion : **7 days** (for Sl. No. 1,2 & 4), **365 days** (for Sl. No. 3). The bid forms and other details are available on and from **01.06.2023** (for Sl. No. 1, 2 & 4), **01.06.2023 (12:00 PM)** (for Sl. No. 3). Last date and time of Submission of Bid : **10.06.2023** (for Sl. No. 1,2 & 4), **10.06.2023** up to **12:00 PM** (for Sl. No. 3). From the website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 4).

211/23-24

খেলা শুরু হয়ে গিয়েছে!

বিরাট, সিরাজকে কেন প্রশংসায় ভরিয়ে দিচ্ছে অস্ট্রেলিয়া?

লন্ডন, ৩১ মেঃ হয় এমন প্রশংসা করো, উল্টো দিকের লোকটা যেন তৃপ্তিতে গলে যায়। তখন আর দেখা যাবে না আগ্রাসন। না হলে এমন সমালোচনা করো, জবাব দিতে মরিয়া হয়ে ওঠাৎ লোকটা যেন ভুলে ভরিয়ে ফেলে নিজেকে। শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে নামার আগে এমন স্ট্র্যাটেজি অনেকেই নেন। সম্মানের মাত্রাহীন 'ছক'টা হয়ে ওঠে আসল অঙ্ক। তাতেও ধরা পড়ে প্রতিপক্ষ। খেলার মাঠে এমন স্ট্র্যাটেজি নিয়ে অনেকেই নামেন। এই নীতিতে সবচেয়ে বেশি বিশ্বাস করে অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট টিম। যে কোনও কঠিন সিরিজের খেলতে নামার আগে 'মাইন্ড গেম' দিয়েই অর্ধেক কাজ সেরে রাখেন অজিরা। বিশ্ব টেস্ট ফাইনালের আগেও এর ব্যতিক্রম হচ্ছে না। বাইশ গজে নামার আগে ভারত এবং সেরা অস্ত্রের প্রশংসায় পঞ্চমুখ অস্ট্রেলিয়া টিমের সিনিয়র সদস্য। আইপিএলে দুরন্ত ছন্দ ছিলেন বিরাট কোহলি। যদিও প্লে-অফে উঠতে পারেনি তাঁর টিম। গুজরাট টাইটান্সের বিরুদ্ধে গ্রুপের শেষ ম্যাচে সেঞ্চুরিও করেছিলেন বিরাট। পাল্টা সেঞ্চুরি করে শুভমন গিল ছিনিয়ে নিয়েছিলেন বিরাটের স্বপ্ন। তবে আরসিবি সদ্য শেষ হওয়া আইপিএলে বেশ ভালো খেলেছে। টিমের আর এক বোলার মহম্মদ সিরাজও চমৎকার পারফর্ম করেছেন। দু'জনই এখন বিশ্ব টেস্ট ফাইনালের জন্য তৈরি হচ্ছেন। ইতিমধ্যেই প্র্যাক্টিসে নেমে পড়েছেন তাঁরা। আরসিবিরই অস্ট্রেলিয়ান বোলার জস হ্যাজেলউড তাঁর আইপিএল সতীর্থদের প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন। যা দেখে কেউ কেউ বলছেন, মাইন্ড গেম শুরু করে দিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। চোটের কারণে শেষ দিকে আর টিমের সঙ্গে থাকতে না পারলেও খুব কাছ থেকে দেখেছেন বিরাট কোহলি। ভারতের প্রাক্তন ক্যাপ্টেনের সাফল্যের আসল কারণ তাঁর হার্ড ট্রেনিং। যা নিয়ে হ্যাজেলউড বলছেন, ''বিরাট কতটা কঠিন পরিশ্রম করে, সেটাই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ওর ফিটনেস দুরন্ত। তারপর ওর স্কিল, ব্যাটিং আর ফিল্ডিং নিয়ে কথা বলতে হবে। ট্রেনিংয়ে সবার আগে আসে ও। ফেরে সবার পর। ট্রেনিংয়ে বিরাট এতটাই আগ্রাসী থাকে, যা অন্যদেরও অসম্ভব তাতিয়ে দেয়। অন্যরাও ট্রেনিংয়ে নিজেদের নিংড়ে দেওয়ার চেষ্টা করে।'' বিশ্ব টেস্ট ফাইনালে ভারতের অন্যতম অস্ত্র মহম্মদ সিরাজ। হায়দরাবাদের পেসারকে নিয়ে মুগ্ধতা প্রকাশ করেছেন সিনিয়র অজি বোলার। হ্যাজেলউডের কথায়, ''আমি দেরিতে টিমের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলাম। যখন যোগ দিই, দেখি সিরাজ আগুনে ফর্মে রয়েছে। আরসিবির হোম গ্রাউন্ড চিন্নাস্বামীতে যে কোনও বোলারের পক্ষে ইকনমি রেট ঠিকঠাক রাখা খুব কঠিন কাজ। কিন্তু সিরাজের ইকনমি রেট ছয় বা সাড়ে ছয়ের বেশি কখনওই ছিল না। আইপিএলে এ ভাবে বোলিং নিয়ন্ত্রণে রাখা কিন্তু খুব কঠিন কাজ। সেটা ও করেছে। সিরাজ সত্যিই চমৎকার বোলিং করেছে।'' বিশ্ব টেস্ট ফাইনালের আগে ফর্মবিতে ট্রেনিং করছে অস্ট্রেলিয়া। চোট থাকার কারণে বেশ কিছুদিন মাঠের বাইরে ছিলেন হ্যাজেলউড। একেবারে শেষ মুহূর্তে টিমে নেওয়া হয়েছে হ্যাজেলউডকে। তাঁর কথায়, ''আমার ফিটনেস লেভেল এখন ভালো। নেটে এখন ভালো পেসেই বল করছি। টিমের দিক থেকে বলতে পারি, ভারতের বিরুদ্ধে প্রচুর খেলেছি। তবে ইংল্যান্ডে ওদের বিরুদ্ধে খেলা একটা আকর্ষণীয় ব্যাপার হতে পারে। তবে শুধু অস্ট্রেলিয়া নয়, ভারতের কাছে ইংল্যান্ডে খেলাটা অন্যরকম স্বাদ হবে।''

ফাইনালে হার, সারা রাত ঘুমোতে পারেননি, ভেঙে পড়েছেন মোহিত

নয়াদিল্লি, ৩১ মেঃ আইপিএল ফাইনালে শেষ ২ বলে ১০ রান হজম করেছিলেন গুজরাট টাইটান্সের তারকা বোলার মোহিত শর্মা। অতীতে দলকে কঠিন পরিস্থিতিতে জিতিয়েছিলেন মোহিত। তাই ফাইনালে মহেন্দ্র সিং ধোনির দলকে আটকানোর জন্য শেষ ওভারে মোহিতের হাতে বল তুলে দিয়েছিলেন হার্দিক পান্ডিয়া। কিন্তু তিনি পারেননি। সদ্য শেষ হওয়া আইপিএলের মঞ্চে দারুণ কামব্যাক করেছেন মোহিত তা ঠিক। কিন্তু ফাইনাল ম্যাচে তাঁর করা শেষ ২ বলে চেন্নাই তোলে ১০ রান। ফলে পরপর দু'বার আইপিএল জেতার স্বপ্নভঙ্গ হয় গুজরাটের। পঞ্চমবার আইপিএল ট্রফি যায় সিএসকে শিবিরে। চ্যাম্পিয়ন হয়ে একদিকে চেন্নাই যখন সেলিব্রেশনে মগ্ন ছিল, তখন অন্যদিকে সারা রাত দু'চোখের পাতা এক করতে পারেননি মোহিত। সদ্য এক সাক্ষাৎকারে মোহিত জানিয়েছেন, চেন্নাইয়ের কাছে হেরে যাওয়ার পর তাঁর মনের অবস্থা কেমন ছিল। সম্প্রতি এক ওয়েবসাইটকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মোহিত জানান, শেষ ২ বলের ব্যর্থতার পর তিনি ভেঙে পড়েছিলেন। তিনি বলেন, ''ম্যাচটা হেরে ওই রাতে আমার ঘুম আসেনি। বার বার ভাবছিলাম, কী করতে পারলে ম্যাচটা আমরা জিততে পারতাম? কোন বল করলে ভালো হত সেটাও ভাবছিলাম। একেবারেই ভালো লাগছিল না। বার বার মনে হচ্ছিল, কোথাও কিছু একটা যেন হারিয়ে ফেলেছি। যদিও আমি চেষ্টা করছি দ্রুত এই জায়গা থেকে এগিয়ে যেতে।'' শেষ বলে চেন্নাইয়ের জয়ের জন্য

প্রয়োজন ছিল চার রান। সেই সময় কী ভাবছিলেন মোহিত? উত্তরে তিনি বলেন, ''আমি চেয়েছিলাম ইয়র্কার দিতে। পুরো টুর্নামেন্টে যেমন ছিলাম আমি, ঠিক তেমনই ফোকাসড থাকার চেষ্টা করেছিলাম। তবে শেষ বলটা এমন জায়গায় পড়েছিল যেখানে পড়া উচিত ছিল না। আর জাডেজার ব্যাটে লেগে যায় বল। আমি নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম। যদিও তা কাজে লাগেনি।'' ফাইনালে হারলেও মোহিত জানান, চাপের মুখে পড়লে কেমন পারফর্ম করা উচিত এই সব কথা মাথায় রেখে নেটে তিনি একাধিক সময় অনুশীলন করতেন। মোহিত বলেন, ''আমি কী করতে চাই সেই সম্পর্কে আমার মনে পরিষ্কার ধারণা ছিল। আমি এই ধরণের চাপের পরিস্থিতিতে আগে অনেক বার অনুশীলনও করেছি। তাই আমার মধ্যে ইয়র্কার দেওয়া নিয়ে কোনও সন্দেহই ছিল না। আমি নিজের দক্ষতার উপরে ভরসা রেখেছিলাম। যদিও দলকে জেতাতে পারলাম না।''

মহারণের আগে ফর্মে ফিরতে মরিয়া

লন্ডনে প্রস্তুতিতে মগ্ন রোহিত শর্মা

লন্ডন, ৩১ মেঃ ক্রিকেট প্রেমীরা গত ২ মাস ধরে উপভোগ করেছে ভারতের কোটিপতি লিগ। ২৯ মে তা শেষ হয়েছে। ১৬তম আইপিএল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে মহেন্দ্র সিং ধোনির চেন্নাই সুপার কিংস। এ বার বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের জন্য অপেক্ষা করছে ক্রিকেট প্রেমীরা। টিম ইন্ডিয়ার সামনে বিরাট পরীক্ষা। আর ৬দিন পর শুরু হবে ভারত-অস্ট্রেলিয়া মহারণ। লন্ডনের ওভালে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে মুখোমুখি হবে রোহিত শর্মার ভারত ও প্যাট কামিন্সের অস্ট্রেলিয়া। সদ্য শেষ হওয়া আইপিএলে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের অধিনায়ক রোহিত শর্মা ছন্দে ছিলেন না। সেই ছন্দ ফিরে পাওয়ার জন্য কোনও কসুর রাখছেন না রোহিত। এ বার জাতীয় দলের গুরুদায়িত্ব পালনের জন্য জোরকদমে অনুশীলন শুরু করে দিলেন তিনি। আইসিসির পক্ষ থেকে সদ্য এক ভিডিয়ো শেয়ার করা হয়েছে। যেখানে দেখা গিয়েছে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের জন্য লন্ডনে নেটে অনুশীলন করছেন রোহিত। আইসিসির ভিডিয়োতে রোহিতের অনুরাগীরা কমেন্ট করেছেন, 'শক্তিশালী হয়ে ফিরে আসুন চ্যাম্পিয়ন।' অপর একজনের কমেন্ট, 'তাড়াতাড়ি শক্তিশালী হয়ে ফিরে এসো হিটম্যান।' আইসিসি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ম্যাচে ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা প্রচুর রান করেছেন। বিরাট কোহলির পর এই টুর্নামেন্টে দ্বিতীয় সর্বাধিক রান সংগ্রাহক রোহিত। তিনি এই টুর্নামেন্টে ২০১৯ সাল থেকে ভারতীয় দলের হয়ে মোট ২২টি ম্যাচ খেলেছেন। সেই ম্যাচগুলিতে তাঁর ব্যাটে ৩৬ ইনিংসে ৫২.৭৬ গড়ে ১৭৯৪ রান এসেছে। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে তাঁর নামের পাশে রয়েছে ৬টি শতরান ও ৪টি অর্ধশতরান। তাঁর ব্যক্তিগত পারফরম্যান্স ২১২ রান।

চ্যাম্পিয়ন হয়ে তিরুপতি বালাজি মন্দিরে সিএসকে, কোন মনস্কামনা নিয়ে ট্রফি-পুজো ধোনির দলের?

চেন্নাই, ৩১ মেঃ মহেন্দ্র সিং ধোনির চেন্নাই সুপার কিংসের ঘরের পঞ্চম আইপিএল ট্রফি এসেছে। আইপিএল ট্রফি সংখ্যার দিক থেকে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকে ছুঁয়ে ফেলেছে সিএসকে। হার্দিক পান্ডিয়ার গুজরাট টাইটান্সকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে সিএসকে। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর ট্রফি নিয়ে চেন্নাইয়ে ফিরে সিএসকে কর্তৃপক্ষ পৌঁছে যায় তিরুপতি বালাজি মন্দিরে। সেখানে আইপিএল ট্রফির বিশেষ পুজো দিয়েছে সিএসকে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল সেই ভিডিয়ো। আগামী মরসুমের আইপিএলে আর মাহিকে খেলতে দেখা যাবে কিনা, তার উত্তর এখনও পায়নি ধোনি প্রেমীরা। যাই হোক না কেন চ্যাম্পিয়ন ট্রফি যেন চেন্নাই শিবিরেই থাকে, এই মনস্কামনা নিয়েই হয়তো তিরুপতির স্মরণে গেল সিএসকে শিবির। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে

তিরুপতি বালাজি মন্দিরে চেন্নাইয়ের আইপিএল ট্রফি পুজো করার সময় তাতে মালা পরানো হয়। এরপর মন্দিরের পুরোহিতরা তামিল আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ট্রফিটির পুজো করেন। ঈশ্বরের পায়ের সামনে ট্রফিটি রাখা হয়। যদিও এই প্রথম বার আইপিএল চ্যাম্পিয়ন হয়ে ঈশ্বরের স্মরণে গেল না সিএসকে। এর আগেও চেন্নাইয়ের মালিক এন শ্রীনিবাসন দলের সাফল্যের জন্য তিরুপতি মন্দিরে পুজো দিয়েছিলেন। তিরুপতি বালাজি মন্দিরে সিএসকের আইপিএল ট্রফির পুজোর সময় দলের কোনও ক্রিকেটারকে সেখানে দেখা যায়নি। এই নিয়ে ৫ বার ইন্ডিয়ান প্রিমিয়র লিগে চ্যাম্পিয়ন হল সিএসকে। আইপিএলে সবথেকে বেশিবার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার নিরিখে রোহিত শর্মার মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের রেকর্ড ছুঁয়ে ফেলল মহেন্দ্র সিং ধোনির চেন্নাই সুপার কিংস। আইপিএলে প্রথমবার চেন্নাই চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ২০১০ সালে। এরপর ২০১১ সালে চেন্নাই দ্বিতীয়বার আইপিএল জিতেছিল। তারপর ২০১৮ সালে তৃতীয়বার আইপিএল চ্যাম্পিয়ন হয় সিএসকে। এরপর ২০২১ সালে চতুর্থবার ধোনির দল আইপিএল চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। এ বার ১৬তম আইপিএলে পঞ্চম বার আইপিএল খেতাব জিতল চেন্নাই সুপার কিংস।

লক্ষ্য পূরণে '৭৫-২৫' ফর্মূলা মেনেছিলেন বর্তমান প্রিন্স অফ ক্রিকেট শুভমন গিল!

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

ক্রিকেট খেলে কী হবে? দেশের অনেক তরুণকেই হয়তো এ কথা শুনতে হয়। কেনই বা হবে না! এত জনসংখ্যা। তার মধ্যে হাতে গোনা কয়েকশো জনই বড় মঞ্চে খেলার সুযোগ পান। অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপেও খেলেন অনেকে। তাঁদের মধ্যেও হাতে গোনা কয়েক জন পরবর্তীতে সিনিয়র দলে খেলার সুযোগ পান। বেশির ভাগই হারিয়ে যান। তবে কে বড় হয়ে সুপার স্টার হবেন সেটা তো আর আগে থেকে বলা যায় না! ভরসা পেলে, সকলের সহযোগিতা, আত্মবিশ্বাস পেলে এগনোর সাহস আসে। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ভরসা জোগানোর চেয়ে হতাশার মন্তব্যই উড়ে আসে। ভারতীয় ক্রিকেটেই শুধু নয়, বিশ্ব ক্রিকেটেও যাঁকে পরবর্তী তারকা মনে করা হচ্ছে, সেই শুভমন গিলকেও এমনটা শুনতে হয়েছে। শৈশবে যে ক্রিকেটের কারণে নানা বিদ্রুপ শুনতে হয়েছিল, সেই ক্রিকেটেই পরিচিতি তৈরি করেছে শুভমনের। শৈশবে স্কুলের সহপাঠিরা অনেকেই তাঁকে বলতেন, পড়শোনায় মন দিতে। ক্রিকেট খেলে বেশিদূর এগনো সম্ভব নয়। জাতীয় স্তরে খুব বেশি হলে ২৫০ জন খেলবে! তাহলে শুভমন কী করে সুযোগ পাবে? বন্ধুদের উৎকণ্ঠাও এড়িয়ে যাওয়ার মতো নয়। তবে

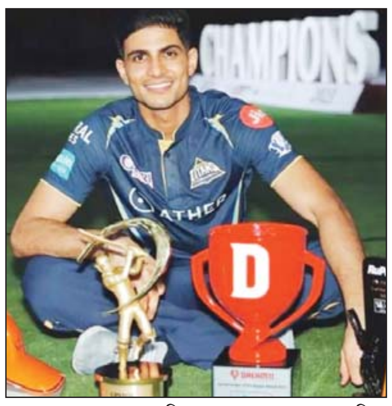

শুভমনের লক্ষ্য ছিল বড়। ফোকাস ছিল ক্রিকেটেই। যে কারণে স্কুল কামাই প্রচুর হত তাঁর। বন্ধুদের কথায় কান না দিয়ে নিজের লক্ষ্যে স্থির থেকেছেন। দেশের হয়ে অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপ জিতেছেন। এ বছর যেন নতুন জন্ম দিয়েছে শুভমনের। টেস্ট সেঞ্চুরি, ওডিআই-তে ডাবল সেঞ্চুরি, টি-টোয়েন্টি সেঞ্চুরি! আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দাপট দেখানোর পাশাপাশি আইপিএলেও নায়ক হয়ে উঠেছেন। এ বারের আইপিএলে তিনটি শতরান সহ তাঁর ব্যাটে ৯০০-এর বেশি রান। ক্রিকেটের জন্য স্কুলে অবশ্য ব্যাপক সমস্যায় পড়তে হত। শুভমন গিল একটি টক শো-তে জানিয়েছেন, ক্লাস সেভেনে পড়ার সময় স্কুলে তাঁর উপস্থিতি ছিল মাত্র ১৫ শতাংশ। শুভমনের বাবা লখবিন্দর সিং অবশ্য ছেলের স্বপ্নে বাধা দেননি। বরং স্কুলে কথা বলে হাফডের ব্যবস্থা করেছিলেন। যাতে শুভমন ভালো ভাবে প্র্যাক্টিস করতে পারেন। গিল জানিয়েছেন, ৭৫-২৫ ফর্মূলার কথা। কী সেই ফর্মূলা? শুভমন জানিয়েছেন, তাঁর ৭৫ শতাংশ ফোকাস থাকত ক্রিকেটে, বাকি ২৫ শতাংশ পড়শোনায়। গুজরাট টাইটান্সের ওপেনার এ বারের আইপিএলে স্বপ্নের ফর্মে ছিলেন। অল্পের জন্য টানা দ্বিতীয় বার ট্রফি জেতা হল না টাইটান্সের। টুর্নামেনেন্ট র ইতিহাসে এক মরসুমে দ্বিতীয় সর্বাধিক রানের রেকর্ড গড়েছেন শুভমন গিল।

উত্তেজনার বশে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি, সমালোচিত বোর্ড সচিব জয় শাহ

আমেদাবাদ, ৩১ মেঃ বৃষ্টিবিঘ্নিত ২০২৩ আইপিএল ফাইনালে শেষ হাসি হেসেছে চেন্নাই সুপার কিংস। পঞ্চম বার সিএসকের ঝুলিতে উঠেছে আইপিএল ট্রফি। ফাইনালে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই দেখা গিয়েছে। দুই দলের কেউ কাউকে এক ইঞ্চি জমি ছেড়ে দেয়নি। ম্যাচ গড়ায় শেষ ওভার পর্যন্ত। অন্তিম ওভারের প্রথম চার বল পর্যন্ত এগিয়ে ছিল গুজরাট টাইটান্স। পরের দুটি বলে ম্যাচের ছবিটাই পাল্টে যায়। মোহিত শর্মা বনাম রবীন্দ্র জাডেজার লড়াইয়ে শেষ হাসি জাড্ডুর। এমন রোমাঞ্চকর ফাইনাল দেখে যে কোনও মানুষ উত্তেজনায় ফুটবেন। স্টেডিয়ামে উপস্থিত বোর্ড সচিব জয় শাহ তার ব্যতিক্রম নন। চেন্নাই সুপার কিংসের রান তাড়া করার সময় জয় শাহের একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে। যেখানে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। ভিডিয়ো ছড়াতে সময় লাগেনি। হঠাৎ এমন বিতর্কিত অঙ্গভঙ্গী করে প্রবল সমালোচনার মুখে পড়েছেন বোর্ড সচিব। নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে একাধিক আইপিএল ম্যাচে দেখা গিয়েছে জয় শাহকে। ফাইনালেও উপস্থিত ছিলেন তিনি। ম্যাচ শেষে দুই দলের সমর্থকদের ধন্যবাদ জানান জয় শাহ। বৃষ্টির কারণে ফাইনাল ম্যাচ নির্ধারিত দিনে অনুষ্ঠিত হয়নি। পরদিন অর্থাৎ রিজার্ভ ডে-তে গড়ায় ম্যাচ। যে কারণে প্রবল সমস্যার মুখে পড়েন সমর্থকরা। দূর দূরান্ত থেকে ম্যাচ দেখতে আসা সমর্থকদের প্ল্যাটফর্মের উপরেই রাত কাটাতে দেখা যায়। রিজার্ভ ডে-তেও বৃষ্টি নামে ঝমঝমিয়ে। রান তাড়া করতে নেমে তিন বল খেলেই মাঠ ছাড়তে হয় চেন্নাই সুপার কিংসকে। এতসব সত্ত্বেও ধৈর্য না হারানোয় সমর্থকদের ধন্যবাদ জানান বিসিসিআই সচিব। অবশ্য তার আগেই কেউ বা কারা তার ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেয়।

শ্রদ্ধা নিবেদন

আজ বুধবার কিংবদন্তি ক্রিকেটার পঙ্কজ রায়ের জন্মদিবস। আজ শিলিগুড়ি পুর নিগমের তরফ থেকে তাঁর ৯৬তম জন্ম দিবস পালিত হলো। শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করা হয় শিলিগুড়ি পুর নিগমের তরফ থেকে। শিলিগুড়ি পুরনিগমের তরফ থেকে সমস্ত কাউন্সিলার এবং এমএমআই সিরা শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন প্রবাদপ্রতিম ক্রিকেটারের ছবিতে। মেয়র গৌতম দেব ও এবং ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারও শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। পঙ্কজ রায় শুধু ভারত নয় বাংলা ক্রিকেটর গর্ব।

মেসিকে পেতে ইন্টার মায়ামির সাহায্য চায় বার্সেলোনা

বার্সেলোনা, ৩১ মেঃ লিওনেল মেসি পিএসজি ছাড়লে তাঁর সম্ভাব্য গন্তব্য কোথায় হতে পারে, এ নিয়ে কানাঘুষার মধ্যে যে কয়টি ক্লাবের নাম এসেছে, তাদের মধ্যে অন্যতম যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকারের দল ইন্টার মায়ামি। মেসিকে দলে টানার আর্থিক সঙ্গতি এই ক্লাবের আছে। এরই মধ্যে মেসিকে তারা প্রস্তাবও দিয়েছে। মেসি সেই প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন কি না, তা নিয়ে পরিষ্কারভাবে কিছু জানা না গেলেও বার্সেলোনা নাকি মেসিকে পেতে মায়ামির সাহায্য চাচ্ছে। মেসিকে নিয়ে নানামুখী খবর এখন দলবদলের বাজারে। ফরাসি সংবাদমাধ্যম লে'কিপ জানিয়েছে, মেসিকে দলে নিতে বার্সেলোনা আসলে ইন্টার মায়ামির সঙ্গে একটা কনসোর্টিয়ামে যেতে চাচ্ছে। বার্সেলোনার ইচ্ছা হলো, মেসিকে ইন্টার মায়ামি ফ্রি এজেন্ট হিসেবে সই করাবে ঠিকই, কিন্তু তারা তাঁকে বার্সেলোনায় পাঠিয়ে দেবে ধারে। বার্সেলোনা মূলত মেসিকে দলে নেওয়ার ব্যাপারে নিজেদের সীমিত সামর্থ্যের কারণেই এমনটা করতে চাচ্ছে। এ ব্যাপারে আর্জেন্টিনাভিত্তিক সংবাদমাধ্যম টিওয়াইসি স্পোর্টসের সাংবাদিক সিজার লুই মারলো এক প্রতিবেদনে লিখেছেন, মায়ামি এরই মধ্যে মেসিকে আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব দিয়েছে। তবে ক্লাবটির বার্সেলোনার প্রস্তাবে রাজি হওয়ার কোনো কারণ নেই। এর মধ্যে অন্য প্রশ্নও উঠছে। লিওনেল মেসি কি তাহলে সৌদি আরবের ক্লাব আল হিলালেই যোগ দিতে যাচ্ছেন? ফুটবল সাময়িকী ফোরফোরটু দাবি করেছে, আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক আল হিলালের ১০০ কোটি পাউন্ডের চুক্তির ব্যাপারে সম্মত হয়েছেন।

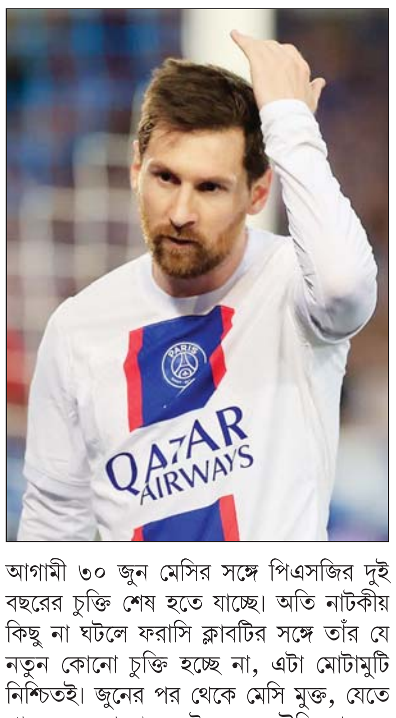

আগামী ৩০ জুন মেসির সঙ্গে পিএসজির দুই বছরের চুক্তি শেষ হতে যাচ্ছে। অতি নাটকীয় কিছু না ঘটলে ফরাসি ক্লাবটির সঙ্গে তাঁর যে নতুন কোনো চুক্তি হচ্ছে না, এটা মোটামুটি নিশ্চিতই। জুনের পর থেকে মেসি মুক্ত, যেতে পারেন যেকোনো দলেই। তবে সৌদি আরবের ক্লাব আল হিলালের বিশাল অঙ্কের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা-কানাঘুষা হচ্ছে বেশ অনেক দিন ধরেই। কিছু দিন আগে ফরাসি সংবাদমাধ্যম এএফপি জানিয়েছিল, মেসির সঙ্গে নাকি সৌদি আরবের একটি ক্লাবের চুক্তি পাকা। তবে সে সময় মেসির ঘনিষ্ঠজনেরা এএফপির সেই সংবাদ অস্বীকার করেছিল। ফোরফোরটু জানিয়েছে, মেসির বাবা হোর্হে মেসি, যিনি ছেলের এজেন্ট হিসেবে কাজ করেন, তিনি আল হিলালের এই প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। মেসির বাবাই প্রথমে এএফপির খবরটি অস্বীকার করে টুইট করেছিলেন। মেসি যদি আল হিলালের এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন, তাহলে তিনি খেলাধুলার ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি পারিশ্রমিকপ্রাপ্ত ক্রীড়াবিদ হবেন। গত জানুয়ারিতে বাসরিক ২০ কোটি ডলারে সৌদি আরবের আরেক ক্লাব আল নাসরে যোগ দিয়েছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো। মেসি আল হিলালে যোগ দিলে সৌদি আরবের লিগে পাঁচ বছর পর আবারও মেসি-রোনাল্ডো দ্বৈরথের সূচনা হবে। তবে মেসিকে এখনো পাওয়ার আশা করে যাচ্ছে বার্সেলোনা। কিন্তু বার্সেলোনার পক্ষে পুরো ব্যাপারটি এখন যথেষ্ট কঠিন। মেসির সৌদি আরবের প্রস্তাবটা এত বিশাল অঙ্কের, যেটার পাল্টা কোনো প্রস্তাব দেওয়ার ক্ষমতা বার্সার নেই। বার্সেলোনা যদি এখন মেসিকে পেতে চায়, তাহলে সেটি পুরোপুরি নির্ভর করছে মেসির নিজের আঁতুরে ফেরার টানের ওপর। এদিকে টিএনটি স্পোর্ট ব্রাজিলের বার্সেলোনাভিত্তিক সংবাদদাতা মার্সেলো বেকলার লিখেছেন, বার্সেলোনা মেসিকে আসলে বলার মতো কোনো প্রস্তাবই দিতে পারেনি। কারণ, তারা লা লিগা কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত প্রস্তাবের বাইরে কিছু করতে পারবে না। লা লিগা কর্তৃপক্ষও এখনো তাদের ঝুলিয়ে রেখেছে। তিনি তাঁর প্রতিবেদনে আগামী মরসুমে যে কোনোভাবেই মেসির বার্সেলোনায় ফেরার সম্ভাবনা নেই, সেটির ইঙ্গিত দিয়েছেন। তাঁর মতে, আগামী মরসুমে মেসির ইউরোপের বাইরেই কেরিয়ার গড়ার সম্ভাবনা প্রবল।

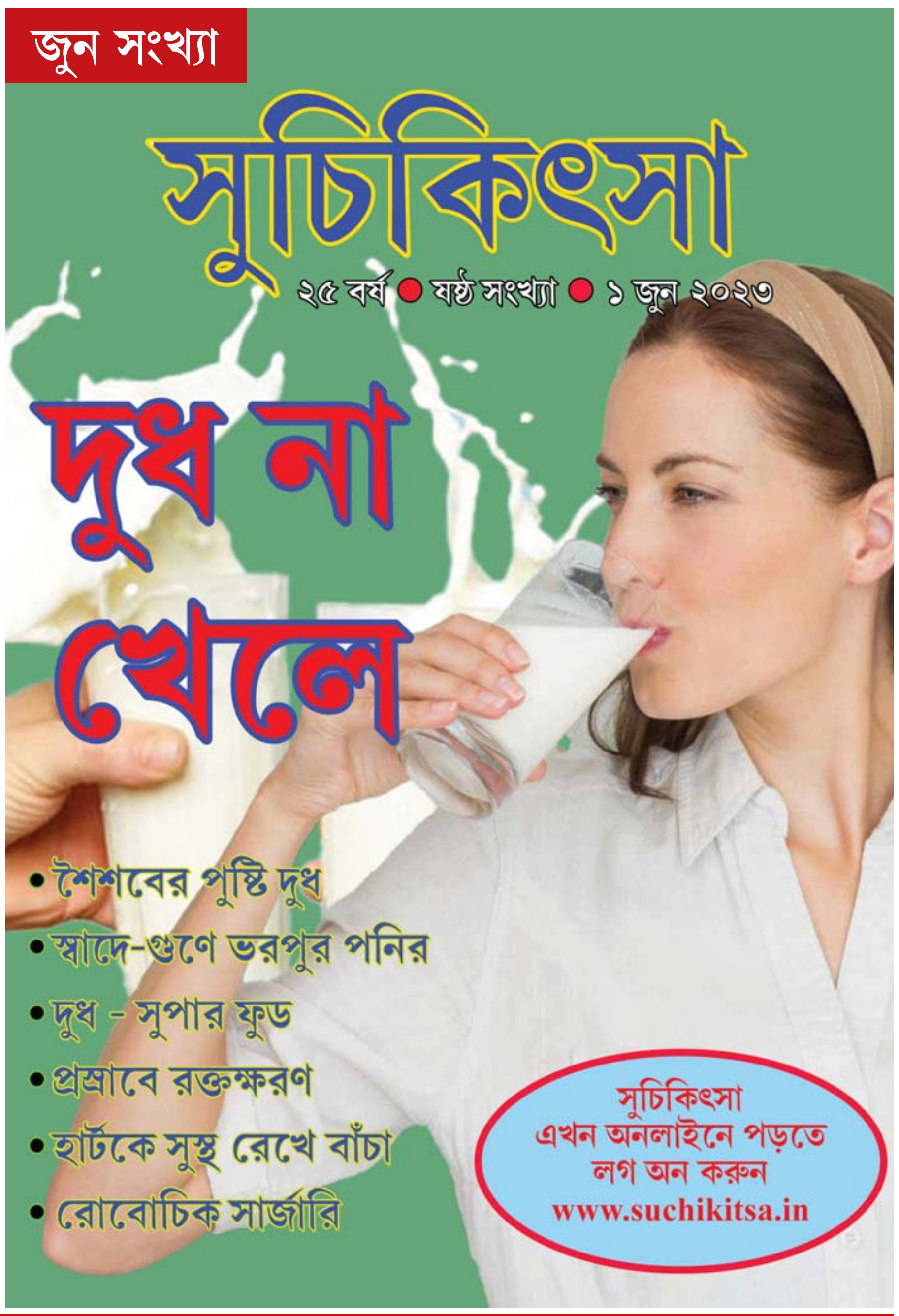

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com
newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501